ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

শ্রীগৌড়পাদীয়কারিকাসহিতাথর্ব্ববেদীয়-

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

(শ্রুতি, শাঙ্করভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ-সমেত)

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং "দর্শনশাস্ত্রাদি" প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।
(যোড়াসাঁকো; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

যোড়াসাঁকো; শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭ নং ভবনে জ্যোতিষপ্রকাশ-যন্ত্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮০৬, ভাদ্র।

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

শ্রীগৌড়পাদীয়কারিকাসহিতাথর্ব্ববেদীয়-

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

উপনিষদারম্ভঃ।

॥ ওঁ ॥ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

ওমিত্যেতদক্ষরমিদꣳ সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং

অথর্ব্ববেদীয়মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্যম্ ॥

প্রজ্ঞানাংশুপ্রতানৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিভির্ব্ব্যাপ্য লোকান্
ভুক্ত্বা ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্ পুনরপি ধিষণোদ্ভাসিতান্ কামজন্যান্।
পীত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ স্বপিতি মধুরভুঙ্মায়য়া ভোজয়ন্নো-
মায়াসঙ্খ্যাতুরীয়ং পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি ॥ ১ ॥
যো বিশ্বাত্মা বিধিজবিষয়ান্ প্রাশ্য ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্
পশ্চাচ্চান্যান্ স্বমতিবিভবান্ জ্যোতিষা স্বেন সূক্ষ্মান্।
সর্ব্বানেতান্ পুনরপি শনৈঃ স্বাত্মনি স্থাপয়িত্বা
হিত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ বিগতগুণগুণঃ পাত্বসৌ নস্তুরীয়ঃ ॥ ২ ॥
ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥ বেদান্তার্থসার-

---

“ওম্” এই অক্ষর সর্ব্বপ্রকারেই সেই ঈশ্বরের স্বরূপ, অত-এব ওঁ এই অক্ষরের ব্যাখ্যাদ্বারাই সেই ঈশ্বরের ব্যাখ্যা হয়। ওঁ এই অক্ষরার্থে বেদান্তার্থের সারসংগ্রহীত আছে। বেদান্তে

ভবস্তুবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥

সংগ্রহভূতমিদং প্রকরণচতুষ্টয়মোমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদ্যারভ্যতে। অতএব ন পৃথক্‌সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানি বক্তব্যানি। যান্যেব তু বেদান্তে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানি তান্যেবেহ ভবিতুমর্হন্তি। তথাপি প্রকরণব্যাচিখ্যাসুনা সঙ্ক্ষেপতো বক্তব্যানি। তত্র প্রয়োজনবৎ সাধনাভিব্যঞ্জকত্বেনাভিধেয়সম্বন্ধং শাস্ত্রং পারম্পর্য্যেণ বিশিষ্টসম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনবস্তুবতি। কিং পুনস্তৎপ্রয়োজনমিত্যুচ্যতে। রোগার্ত্তস্যেব রোগনিবৃত্তৌ স্বস্থতা। তথা দুঃখাত্মকস্যাত্মনো দ্বৈতপ্রপঞ্চোপশমে স্বস্থতা। অদ্বৈতভাবঃ প্রয়োজনম্। দ্বৈতপ্রপঞ্চস্যাবিদ্যাকৃতত্বাদ্বিদ্যয়া তদুপশমঃ স্যাদিতি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশনায়াস্যারম্ভঃ ক্রিয়তে। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি। যত্র বাঽন্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ। যত্র ত্বস্য সর্ব্ব-

---

যে পরমব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা ওঁ এই অক্ষরার্থের প্রতিপাদ্য। অতএব প্রকরণচতুষ্টয়েই "ওমিত্যেদক্ষরং" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়াছেন। বেদান্তের যে সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয় উক্ত আছে, তাহাই এই স্থলে সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। অতএব আর সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয় নিরূপণের আবশ্যক নাই, তথাপি প্রকরণ ব্যাখ্যাকারীরা সংক্ষেপতঃ সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। অদ্বিতীয় ব্রহ্মনিরূপণই এই গ্রন্থের প্রয়োজন। যেমন রোগার্ত্ত ব্যক্তির রোগনিবৃত্তি হইলেই শরীরের সুস্থতা হয়, সেইরূপ দুঃখময় আত্মার দ্বৈতপ্রপঞ্চের উপশম হইলেই দুঃখনিবৃত্তি হইয়া আত্মা সুস্থ হইয়া থাকেন। বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকৃত দ্বৈতপ্রপঞ্চের উপশম হয়, অতএব ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশনার্থ এই গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে। যাবৎ দ্বৈতজ্ঞান থাকে, যাবৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত জ্ঞান হয়, তাবৎ "আত্মা

মাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং তদ্বিজানীয়াদিত্যাদিশ্রুতিভ্যোঽস্যার্থস্য সিদ্ধিঃ। তত্র তাবদোঙ্কারনির্ণয়ায় প্রথমং প্রকরণমাগমপ্রধানমাত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যুপায়ভূতম্। যস্য দ্বৈতপ্রপঞ্চস্যোপশমেঽদ্বৈতপ্রতিপত্তিঃ রজ্জ্বামিব সর্পাদিবিকল্পোপশমে রজ্জুতত্ত্বপ্রতিপত্তিঃ। তস্য দ্বৈতস্য হেতুতো বৈতথ্যপ্রতিপাদনায় দ্বিতীয়ং প্রকরণম্। তথাঽদ্বৈতস্যাপি বৈতথ্যপ্রসঙ্গপ্রাপ্তৌ যুক্তিতস্তথাত্বদর্শনায় প্রকরণং তৃতীয়ম্। অদ্বৈতস্য তথাত্বপ্রতিপত্তিপ্রতিপক্ষভূতানি যানি বাদান্তরাণ্যবৈদিকানি তেষামন্যোন্যবিরোধিত্বাদতথার্থত্বেন তদুপপত্তিভিরেব নিরাকরণায় চতুর্থং প্রকরণম্। কথং

ব্রহ্মকে দর্শন করেন এবং ব্রহ্মকে জানেন” এইরূপ বুদ্ধি থাকে। পরে যখন “সকলই ব্রহ্মময়” এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন কে কাহাকে দর্শন করে এবং কে কাহাকে জানে? ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ অবগতি হইলেই সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই উপনিষদের প্রথমপ্রকরণে ওঙ্কারের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের উপায় সবিস্তর বর্ণিত হইবে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যখন সেই ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তখন রজ্জুজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হইলেই অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেই দ্বৈতজ্ঞানের হেতুর অলীকত্ব প্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয়প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মবিজ্ঞান বিষয়ে যেমন দ্বৈতজ্ঞানের বিফলতা, সেইরূপ অদ্বৈতজ্ঞানেরও বিফলতাপত্তি হইতে পারে, এইনিমিত্ত তৃতীয়প্রকরণে যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান বিষয়ে অদ্বৈতজ্ঞানের উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। চতুর্থপ্রকরণে ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান বিষয়ে অদ্বৈতজ্ঞানের উপযোগিতার প্রতিপক্ষভূত যে সকল অবৈদিকবাক্য আছে, সেই সকল বাক্যের পরস্পর বিরোধিতাহেতু তাহাদিগের অলীকত্ব প্রদর্শনদ্বারা সেই সকল অবৈদিক বাক্যের নিরাস করিয়াছেন।

পুনরোঙ্কারনির্ণয় আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বং প্রতিপদ্যত ইত্যুচ্যতে। ও মিত্যেতৎ এতদালম্বনম্ এতদ্বৈ সত্যকামং পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত ওমিতি ব্রহ্ম ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। রজ্জ্বাদিরিব সর্পাদিবিকল্পস্যা-স্পদোঽদ্বয় আত্মা পরমার্থতঃ সন্ প্রাণাদিবিকল্পস্যাস্পদো যথা তথা সর্ব্বো-ঽপি বাক্‌প্রপঞ্চঃ প্রাণাদ্যাত্মবিকল্পবিষয় ওঙ্কার এব। স চাত্মস্বরূপমেব। তদভিধায়কত্বাৎ। ওঙ্কারবিকারশব্দাভিধানাভিধেয়শ্চ সর্ব্বঃ প্রাণাদিরাত্ম-বিকল্পোঽভিধানব্যতিরেকেণ নাস্তি। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দ্দামভিঃ সর্ব্বং সিতম্। সর্ব্বং হীদং নাম-নীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অত আহ ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বমিতি। যদিদমর্থ-

---

এইরূপ প্রকরণচতুষ্টয়েই ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইবে এবং চারি-প্রকরণেই এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ হইবে। এইক্ষণ ওঙ্কারের স্বরূপ নির্ণয়ে কিরূপে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইতে পারে, তাহাই প্রতি-পাদন করিতেছেন।—ওঙ্কার পরমব্রহ্মের অবলম্বনস্বরূপ, ইহাকে আশ্রয় করিলে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যেমন প্রতিমাকে অবলম্বন করিয়া বিষ্ণু-জ্ঞানে পূজা করিতে হয়, সেইরূপ এই ওঙ্কার আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিলে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে—যখন এই ওঙ্কারকে পরাপর ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা করা যায়, তখন সেই উপাসনাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়। অত-এব ব্রহ্মপরায়ণ পণ্ডিতগণ এই ওঙ্কারদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন। সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি "ওম্" এই শব্দ উচ্চারণ করি-লেই আত্মাকে ব্রহ্মেতে যুক্ত করিতে পারেন, "ওম্" এই শব্দই পরমব্রহ্মস্বরূপ এবং ওঙ্কারই নিখিল জগতের আধার, অতএব ওঙ্কারের উপাসনাতেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়া থাকে। যদি বল,

জাতমভিধেয়ভূতং তস্যাভিধানাব্যতিরেকাৎ। অভিধানস্য চোঙ্কারব্যতি-রেকাৎ ওঙ্কারএবেদং সর্ব্বম্। পরঞ্চ ব্রহ্মাভিধানাভিধেয়োপায়পূর্ব্বকমেব গম্যতইত্যোঙ্কার এব। তস্যৈতস্য পরাপরব্রহ্মরূপস্যাক্ষরস্যোমিত্যেতস্যো-পব্যাখ্যানম্। ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বাদ্ব্রহ্মসমীপতয়া বিস্পষ্টং প্রকথনমুপ-ব্যাখ্যানং প্রস্তুতং বেদিতব্যমিতি বাক্যশেষঃ। ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি কালত্রয়পরিচ্ছেদ্যং যত্তদপ্যোঙ্কার এবোক্তন্যায়তঃ। যচ্চান্যত্রিকালাতীতং কার্য্যাধিগম্যং কালাপরিচ্ছেদ্যমব্যাকৃতাদি তদপ্যোঙ্কার এব। অভি-ধানাভিধেয়যোরেকত্বেঽপ্যভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ কৃতঃ ॥ ১ ॥

অনুভব করিয়া দেখিলে আত্মাকেই জগতের আধার বলিয়া প্রতীতি হইবে, ওঙ্কারের সর্ব্বাধারত্ব কখনও অনুভূত হয় না। তথাপি যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিকাতে রজতভ্রম হয়, তখন যেমন রজ্জু ও শুক্তি ইহারাই প্রকৃত অধিষ্ঠান, কিন্তু সর্প ও রজ্জু ইহারা ভ্রমের আস্পদমাত্র, সেইরূপ আত্মা প্রাণাদির আশ্রয় বটে, কিন্তু প্রাণ ও আত্মা ইহাদিগের সকলেরই আশ্রয়ী-ভূত ওঙ্কার ; সুতরাং ওঙ্কার যে জগতের অধিষ্ঠাতা ইহা প্রতি-পন্ন হইল। অতএব সেই ওঙ্কারই আত্মস্বরূপ, ওঙ্কারই আত্মার বাচক। যেহেতু ওঙ্কার জগতের বাচক, অতএব সর্ব্বপ্রকার শব্দই ওঙ্কারের বিকার। এইনিমিত্তই "ওঁ" এই অক্ষরই সর্ব্ব-ময়। অন্যান্য বহু বহু শ্রুতিতেও ইহার প্রমাণ আছে, যেহেতু এই অনন্ত জগৎই ওঙ্কারের অভিধেয় এবং ওঙ্কারই জগতের প্রতিপাদক, এই নিমিত্তই ওঙ্কারকে সর্ব্বময় বলা যায়। সুতরাং পরংব্রহ্মই ওঙ্কারের অভিধেয় এবং ওঙ্কারই পরং-ব্রহ্মের প্রতিপাদক। এইরূপে পরাপর ব্রহ্মরূপে ওঙ্কারের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে ; সুতরাং ওঙ্কারই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যে বস্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের অতীত, তাহাও এই ওঙ্কার এবং অন্যান্য

সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥২॥

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বমিত্যাদ্যভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দিষ্টস্য পুনরভিধেয়প্রাধান্যেন নির্দ্দেশোঽভিধানাভিধেয়য়োরেকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। ইতরথা হ্যভিধানং তন্ত্রাভিধেয়প্রতিপত্তিরিত্যভিধেয়স্যাভিধানত্বং গৌণমিত্যাশঙ্কা স্যাৎ। একত্বপ্রতিপত্তেশ্চ। প্রয়োজনমভিধানাভিধেয়য়োরেকেনৈব প্রযত্নেন যুগপৎপ্রবিলাপয়ন্ তদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যেতেতি। তথা চ বক্ষ্যতি। পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা ইতি। তদাহ। সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মেতি। সর্ব্বং যদুক্তমোঙ্কারমাত্রমিতি তদেতদ্ব্রহ্ম তচ্চ ব্রহ্ম পরোক্ষাভিহিতং প্রত্যক্ষতো বিশেষেণ নির্দ্দিশতি। অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি। অয়মিতি চতুষ্পাত্ত্বেন প্রবিভজ্যমানং প্রত্যগাত্মতয়াঽভিনয়েন নির্দ্দিশতি। অয়মাত্মেতি।

ত্রিকালাতীত যে সকল পদার্থ (প্রকৃত্যাদি) আছে, তাহাও ওঙ্কার স্বরূপ। অতএব ওঙ্কারের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইল ॥ ১ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে ওঙ্কারের জগৎপ্রতিপাদকত্বরূপে তাহার সর্ব্বস্বরূপত্ব উক্ত হইয়াছে, এই শ্রুতিতে ওঙ্কারের প্রতিপাদ্যত্ব রূপে সর্ব্বস্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হইবে।—প্রতিপাদক ও প্রতিপাদ্য এই উভয়ের একস্বরূপত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ওঙ্কারের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে।—ওঙ্কার সেই পরব্রহ্মের বাচক এবং সেই ওঙ্কারই পরব্রহ্মস্বরূপ। অতএব এক ওঙ্কারই বাচ্য ও বাচকরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, ওঙ্কারের বাচ্য বাচকত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল বাচকত্ব স্বীকার করিলে তাহার বাচ্যত্বও হইতে পারে না। অতএব এই ওঙ্কারই সর্ব্বময়, অর্থাৎ এই জগতের সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম এবং ওঙ্কারই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মই ওঙ্কার এইরূপে ওঙ্কারের ও পরব্রহ্মের অভিন্নরূপে জ্ঞান করিবে। সেই ওঙ্কারই আত্মা এবং পরাপর ব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্‌বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

সোঽয়মাত্মা ওঙ্কারাভিধেয়ঃ পরাপরত্বেন ব্যবস্থিতশ্চতুষ্পাৎ কার্ষাপণবন্ন গৌরিবেতি ত্রয়াণাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রবিলাপনেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তিরিতি করণসাধনঃ পাদশব্দস্তুরীয়স্য। পদ্যত ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদশব্দঃ ॥ ২ ॥

কথং চতুষ্পাত্ত্বমিত্যাহ জাগরিতং স্থানমস্যেতি। জাগরিতস্থানঃ বহিঃপ্রজ্ঞঃ স্বাত্মব্যতিরিক্তে বিষয়ে প্রজ্ঞা যস্য স বহিঃপ্রজ্ঞো বহির্ব্বিষয়েব প্রজ্ঞাঽবিদ্যাকৃতাঽবভাসত ইত্যর্থঃ। তথা সপ্তাঙ্গান্যস্য তস্য হ বৈতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবগ্নিহোত্রকল্পনাশেষত্বেনাগ্নির্মুখত্বেনাহবনীয় উক্ত ইত্যেবং সপ্তাঙ্গানি যস্য স সপ্তাঙ্গঃ। তথৈকোনবিংশতি মুখান্যস্য বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ দশ বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি মুখানীব মুখানি তান্যুপলব্ধিদ্বারাণীত্যর্থঃ। স

বিদ্যমান আছেন। এই ওঙ্কারই চতুষ্পাদ। (পর পরবর্ত্তী শ্রুতিতে ওঙ্কাররূপী পরব্রহ্মের পাদচতুষ্টয় বিবৃত হইবে। যেমন লৌকিক ব্যবহার সাধনার্থ ষোড়শপণাত্মককার্ষাপণের এক চতুর্থাংশকে পাদরূপে কল্পনা করে এবং "কার্ষাপণ চতুষ্পাদবিশিষ্ট" এইরূপ লৌকিকপ্রতিপত্তি হয়, ওঙ্কার স্বরূপ পরব্রহ্মও সেইরূপ চতুষ্পাদ। কিন্তু গবাদি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় চতুষ্পাদ নহেন) ॥ ২ ॥

পূর্ব্ব শ্রুতিতে ওঙ্কারের চতুষ্পাদ উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ ক্রমতঃ সেই চতুষ্পাদ বর্ণিত হইতেছে।—বাস্তবিক তাঁহার পাদচতুষ্টয় না থাকিলেও কাল্পনিক পাদচতুষ্টয়দ্বারা তাঁহার বিশ্বময়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন! বৈশ্বানর পুরুষ, তাঁহার প্রথমপাদ, জাগ্রদবস্থাই ইহাঁর স্থান, এই বৈশ্বানর কেবল অভি-

এবং বিশিষ্টো বৈশ্বানরো যথোক্তৈর্দ্বারৈঃ শব্দাদীন্ স্থূলান্ বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্ত ইতি স্থূলভুক্। বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা নয়নাদ্বিশ্বানরঃ। যদ্বা বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ। সর্ব্বপিণ্ডাত্মানন্যত্বাৎ স প্রথমঃ পাদঃ। এতৎপূর্ব্বকত্বাদুত্তরপাদাধিগমস্য প্রাথম্যমস্য। কথময়মাত্মা ব্রহ্মেতি প্রত্যগাত্মনোঽস্য চতুষ্পাত্ত্বে প্রকৃতে দ্যুলোকাদীনাং মূর্দ্ধাদ্যঙ্গত্বমিতি নৈষ দোষঃ। সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য সাধিদৈবিকস্যানেনাত্মনা চতুষ্পাত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সর্ব্বপ্রপঞ্চোপশমেঽদ্বৈতসিদ্ধিঃ। সর্ব্বভূতস্থশ্চাত্মৈকো দৃষ্টঃ স্যাৎ। সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানীত্যাদিশ্রুত্যর্থ উপসংহৃতশ্চৈবং স্যাৎ। অন্যথা হি স্বদেহপরিচ্ছিন্ন এব প্রত্যগাত্মা সাংখ্যাদিভিরিব দৃষ্টঃ স্যাত্তথা চ সত্যদ্বৈতমিতি শ্রুতিকৃতো বিশেষো ন স্যাৎ। সাংখ্যাদিদর্শনেনাবিশেষাৎ। ইষ্যতে চ সর্ব্বোপনিষদাং সর্ব্বাত্মৈক্যপ্রতিপাদকত্বম্। অতো যুক্তমেবাস্যাধ্যাত্মিকস্য পিণ্ডাত্মনো দ্যুলোকাদ্যঙ্গত্বেন বিরাড়াত্মনাধিদৈবিকেনৈকত্বমভিপ্রেত্য সপ্তাঙ্গত্ববচনম্। মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদিত্যাদিলিঙ্গদর্শনাচ্চ। বিরাজৈকত্বমুপলক্ষণার্থং হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতাত্মনোঃ। উক্তঞ্চৈতন্মধুব্রাহ্মণে। যশ্চায়-

---

মানের বিষয়ীভূত, কোনরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার প্রত্যক্ষ হয়না। সেই বৈশ্বানর পুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞ, স্বাত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিভাসিত হয় না। তিনি সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট, স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক, সূর্য্য চক্ষুঃ, বায়ু প্রাণ, আকাশ মধ্যদেহ, জল বস্তি (নাভির অধোভাগ) পৃথিবী পাদ এবং অগ্নি মুখ; সেই বৈশ্বানর পুরুষ এইরূপ সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট হয়েন। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই ঊনবিংশতি সেই বৈশ্বানর পুরুষের মুখ। এই সকল মুখই তাঁহার বিষয়োপলব্ধির দ্বারস্বরূপ। সেই বৈশ্বানর পুরুষ গন্ধরসাদি

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

যশ্চায়ং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মমিত্যাদি। সুষুপ্তাব্যাকৃতয়োস্ত্বেকত্বং সিদ্ধমেব। নির্বিশেষত্বাৎ। এবঞ্চ সত্যেতৎ-সিদ্ধং ভবিষ্যতি সর্ব্বদ্বৈতোপশমে চাদ্বৈতমিতি ॥ ৩ ॥

স্বপ্নঃ স্থানমস্য তৈজসস্য স্বপ্নস্থানো জাগ্রৎপ্রজ্ঞানেকসাধনা বহির্বিষয়েবাবভাসমানা মনঃস্পন্দনমাত্রা সতী তথা ভূতং সংস্কারং মনস্যাধত্তে। তন্মনস্তথা সংস্কৃতং চিত্রিত ইব পটো বাহ্যসাধনানপেক্ষমবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ প্রের্য্যমাণং জাগ্রদ্বদবভাসতে। তথা চোক্তম। অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায়েতি। তথা পরে দেবে মনস্যেকীভবতীতি প্রস্তুত্যাত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতীত্যাথর্ব্বণে। ইন্দ্রিয়াপেক্ষয়াঽন্তস্থত্বান্মনস-

---

স্থূলবিষয় ভোগ করেন। ইনি সকল নরকে নানাপ্রকারে নয়ন করেন, এইনিমিত্ত ইহাঁর নাম বৈশ্বানর হইয়াছে ॥ ৩ ॥

এই শ্রুতিতে ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের দ্বিতীয়পাদ বর্ণন করিতেছেন।—তৈজসপুরুষ তাঁহার দ্বিতীয়পাদ, এই তৈজসপুরুষ স্বপ্নস্থানীয়; স্বপ্নাবস্থাই ইহার স্থান। এই তৈজস অর্থাৎ স্বপ্নকালেও আপন মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, কেবল মনোবর্ত্তীমাত্র, মনের বাসনাই তাঁহার প্রজ্ঞাস্বরূপ, সেই প্রজ্ঞা বিষয়শূন্য হইয়া প্রকাশ পায়। সেই বাসনা বিষয়সঙ্গত হইলে স্থূলরূপে বিষয়ভোগ করে। পুনরায় যখন বিষয়শূন্য হয়, তখন কেবল স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশ পায় এবং তখন ভোগসকল পরিত্যক্ত হয়। ইনিও সপ্তাঙ্গ, স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক, সূর্য্য নেত্র, বায়ু প্রাণ, আকাশ শরীরের মধ্যভাগ, জল বস্তি অর্থাৎ নাভির নিম্নভাগ, পৃথিবী পাদ এবং অগ্নি তাঁহার মুখ এইরূপে

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং

স্তদ্বাসনারূপা চ স্বপ্নে প্রজ্ঞা যস্যেত্যন্তঃপ্রজ্ঞঃ। বিষয়শূন্যানাং প্রজ্ঞায়াং কেবলপ্রকাশস্বরূপায়াং বিষয়িত্বেন ভবতীতি তৈজসঃ। বিশ্বস্য সবিষয়ত্বেন প্রজ্ঞায়াঃ স্থূলায়া ভোজ্যত্বম্। ইহ পুনঃ কেবলা বাসনামাত্রা প্রজ্ঞা ভোজ্যেতি প্রবিবিক্তো ভোগ ইতি। সমানমন্যৎ। দ্বিতীয়ঃ পাদস্তৈজসঃ॥ ৪॥

দর্শনাদর্শনবৃত্ত্যোঃ স্বাপস্য তুল্যত্বাৎ সুষুপ্তিগ্রহণার্থং যত্র সুপ্ত ইত্যাদিবিশেষণম্। অথবা ত্রিষপি স্থানেষু তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণঃ স্বাপোঽবিশিষ্ট ইতি পূর্ব্বাভ্যাং সুষুপ্তং বিভজতে। যত্র যস্মিন্ স্থানে কালে বা সুপ্তো

সেই তৈজস পুরুষও পূর্ব্বোক্ত বৈশ্বানর পুরুষের ন্যায় সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট। এই তৈজস পুরুষেরও পূর্ব্বোক্ত বৈশ্বানর পুরুষের ন্যায় ঊনবিংশতি মুখ আছে। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই ঊনবিংশতি পদার্থই তৈজস পুরুষের মুখ। এই সকল মুখদ্বারাই তিনি বিশ্বের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অতএব এই সকলই তাঁহার বিশ্বোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ। ইনি বিষয়শূন্য প্রজ্ঞাতে স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশ পায়েন, এইনিমিত্ত তিনি তৈজস পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। এই তৈজস পুরুষই ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের দ্বিতীয়পাদ॥ ৪॥

এইক্ষণ সেই ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মপুরুষের তৃতীয়পাদ বর্ণিত হইতেছে।—প্রাজ্ঞ পুরুষ ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের তৃতীয়পাদ, এই প্রাজ্ঞ সুষুপ্তস্থানীয়। যে কালে অথবা যে স্থানে সুষুপ্ত হইলে কোনপ্রকার কাম্যবস্তুতে কামনা করিতে পারে না এবং কোনরূপ

পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্ সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞাঘন এবা-
নন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥

ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। ন হি সুষুপ্তে পূর্ব্বয়োরিবান্যথা গ্রহণলক্ষণং স্বপ্নদর্শনং কামো বা কশ্চন বিদ্যতে। তদেতৎ সুষুপ্তং স্থানমস্যেতি সুষুপ্তস্থানঃ। স্থানদ্বয়প্রবিভক্তং মনঃস্পন্দিতং দ্বৈতজাতম্। তথারূপাপরিত্যাগেনাবিবেকাপন্নং নৈশতমোগ্রস্তমিবাহঃ স্বপ্রপঞ্চকমেকীভূতমিত্যুচ্যতে। অত এব স্বপ্নজাগ্রন্মনঃস্পন্দনানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানীব সেয়মবস্থাঽবিবেকরূপত্বাৎ প্রজ্ঞাঘন উচ্যতে। যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসাঽবিভজ্যমানং সর্ব্বং ঘনমিব তদ্বৎ প্রজ্ঞাঘন এব। এবশব্দান্ন জাত্য-

---

স্বপ্ন দর্শন করে না, তাহাই সুষুপ্ত অর্থাৎ সুষুপ্ত হইলে কোনরূপ কামনা থাকে না। উক্তরূপ সুষুপ্তই সেই প্রাজ্ঞের অবস্থিতি স্থান। পূর্ব্বোক্ত পাদদ্বয়স্বরূপ পুরুষদ্বয়ের মধ্যে বৈশ্বানর পুরুষ জাগরণ স্থানীয় এবং তৈজস পুরুষ স্বপ্নস্থানীয় এই প্রাজ্ঞ উক্ত পুরুষদ্বয় হইতে অতিরিক্ত। ইহার কোনরূপ স্বপ্ন দর্শন অথবা কামনা নাই। যেমন রাত্রির অন্ধকারে (কুজ্ঝটিকাতে) সমাচ্ছন্ন হইলে দিন ও রাত্রি একীভুত হয়, সেইরূপ ইনিও কার্য্যকারণভাবে একীভুত হইয়াছেন, অর্থাৎ এই প্রাজ্ঞই কার্য্যকারণস্বরূপ। যেহেতু তিনি কার্য্যকারণরূপে অবস্থিত আছেন, অতএব তিনিই প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও মনঃ এই সকল একত্র ঘনীভুত হইয়া সেই প্রাজ্ঞ পুরুষে বিদ্যমান আছেন। যেমন রাত্রিকালে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ সকল নৈশঅন্ধকারে আবৃত হইয়া একত্র ঘনীভুতের ন্যায় অনুমিত হয়, সেইরূপ তাঁহার স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও মনঃ একত্র ঘনীভুত হইয়া আছে। তিনি আনন্দময়, তাঁহাকে বিষয়স্বরূপ বিষ বিকৃত করিতে পারে না এবং তাঁহার স্পন্দন,

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥

স্বরমজ্ঞানব্যতিরেকেণাস্তীত্যর্থঃ। মনসো বিষয় বিষয্যাকারস্পন্দনায়াসদুঃখাভাবাদানন্দময় আনন্দপ্রায়ো নানন্দ এব। অনাত্যন্তিকত্বাৎ। যথা লোকে নিরায়াসস্থিতঃ সুখানন্দভুগুচ্যতে। অত্যন্তানায়াসরূপা হীয়ং স্থিতিরনেনাভুয়ত ইত্যানন্দভুক্। এষোঽস্য পরম আনন্দ ইতি শ্রুতেঃ। স্বপ্নাদিপ্রতিবোধচেতঃ প্রতিদ্বারীভূতত্বাচ্চেতোমুখঃ। বোধলক্ষণং বা চেতো দ্বারং মুখমস্য স্বপ্নাদ্যাগমনং প্রতীতি চেতোমুখঃ। ভূতভবিষ্যজ্জ্ঞাতৃত্বং সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃত্বমস্যৈবেতি প্রাজ্ঞঃ। সুষুপ্তোঽপি হি ভূতপূর্ব্বগত্যা প্রাজ্ঞ উচ্যতে। অথবা প্রজ্ঞপ্তিমাত্রমস্যৈবাসাধারণং রূপমিতি প্রাজ্ঞঃ। ইতরয়োর্ব্বিশিষ্টমপি বিজ্ঞানমস্তি সোঽয়ং প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥

এষ হি স্বরূপাবস্থঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সাধিদৈবিকস্য ভেদজাতস্য সর্ব্বস্যেশিতা

আয়াস ও দুঃখ নাই, এইনিমিত্ত তিনি আনন্দময় হইয়াছেন। কিন্তু আনন্দস্বরূপ নহেন, তিনি আনন্দভুক্। যেমন লোকসকল অনায়াসে অবস্থিতি করিয়া সুখ্যানন্দভোগ করে, সেইরূপ তিনি যে অবস্থাতে অবস্থিত আছেন, ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র আয়াস নাই, এইনিমিত্ত তাঁহাকে আনন্দভুক্ বলিয়া অনুমান করা যায়। তিনি চেতোমুখ, যেহেতু স্বপ্নাদি প্রতিবোধের চিত্তরূপ দ্বারস্বরূপ, অতএব তিনি চেতোমুখ অর্থাৎ চিত্তই তাঁহার স্বপ্নাদি পরিজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সকল বিষয়ই জানিতেছেন, অতএব তিনি প্রাজ্ঞ। সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতৃত্ব সেই প্রাজ্ঞ পুরুষেরই আছে। পূর্ব্বোক্ত বৈশ্বানর পুরুষ ও তৈজস পুরুষ হইতে ইহাঁর বিশিষ্ট প্রজ্ঞা আছে, এইনিমিত্ত ইহাকে প্রাজ্ঞ বলা যায়, এই প্রাজ্ঞ পুরুষই সেই ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের তৃতীয়পাদ ॥ ৫ ॥

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টব্যবহার্য্যমগ্রাহ্য-

---

নৈতস্মাজ্জাত্যন্তরভূতোঽন্যেষামিব। প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি শ্রুতেঃ। অয়মেব হি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভেদাবস্থো জ্ঞাতেত্যেষ সর্ব্বজ্ঞ এবোঽন্ত-র্য্যাম্যন্তরনুপ্রবিশ্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিয়ন্তাঽপ্যেষ এব যথোক্তং সভেদং জগৎপ্রসূয়ত ইত্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য যত এবং প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামেষ এব॥ ৬॥

ন হি রজ্জ্বাদীনামবিদ্যাস্বভাবব্যতিরেকেণ সর্পাদ্যাভাসত্বে কারণং শক্যং বক্তুম্। চতুর্থঃ পাদঃ ক্রমপ্রাপ্তো বক্তব্য ইত্যাহ নান্তঃপ্রজ্ঞ-মিত্যাদি। সর্ব্বশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তশূন্যত্বাত্তস্য শব্দানামাধেয়ত্বমিতি বিশেষ-প্রতিষেধেনৈব চতুরীয়ং নির্দ্দিদিক্ষতি। শূন্যমেব তর্হি তন্ন। মিথ্যা-বিকল্পস্য নির্নিমিত্তত্বানুপপত্তেঃ। ন হি রজতসর্পপুরুষমৃগতৃষ্ণিকাদি-বিকল্পাঃ শুক্তিকারজ্জুস্থাণূষরাদিব্যতিরেকেণাবস্তাস্পদাঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্। এবং তর্হি প্রাণাদিসর্ব্ববিকল্পাস্পদত্বাত্তুরীয়স্য শব্দবাচ্যত্বমিতি ন প্রতি-ষেধৈঃ প্রত্যায্যত্বমুদকাধারাদেরিব ঘটাদেঃ। ন প্রাণাদিবিকল্পস্যাসত্বা-চ্ছুক্তিকাদ্বিব রজতাদেঃ। ন হি সদসতোঃ সম্বন্ধঃ শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত-

---

পূর্ব্বশ্রুত্যুক্ত প্রাজ্ঞ পুরুষই সর্ব্বেশ্বর। অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় ইনিই করিতেছেন। এই প্রাজ্ঞই সর্ব্বপ্রকার অবস্থাপন্ন হইয়া অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড জানিতেছেন, এইনিমিত্ত ইনিই সর্ব্বজ্ঞ। ইনি অন্তর্যামী, অর্থাৎ সর্ব্বভুতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই সকল ভুতকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রাজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বযোনি, ইনিই এই অনন্ত জগৎপ্রসব করিয়া-ছেন। এই প্রাজ্ঞ হইতেই সর্ব্বভুতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে॥ ৬॥

ইতিপূর্ব্বে ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের পাদত্রয় বর্ণিত হইয়াছে, এই-

মলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপ-

শমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

ভাগবস্তত্বাৎ। নাপি প্রমাণান্তরবিষয়ত্বং স্বরূপেণ গবাদিবৎ। নাপি ক্রিয়াবত্ত্বং পাচকাদিবৎ। নাপি গুণবত্ত্বং নীলাদিবৎ অতো নাভিধানেন নির্দ্দেশমর্হতি। শশবিষাণাদিসমত্বান্নিরর্থকত্বং তর্হি ন। আত্মত্বাবগমে তুরীয়স্যানাত্মতৃষ্ণাব্যাবৃত্তিহেতুত্বাৎ শুক্তিকাবগম ইব রজততৃষ্ণায়াঃ। ন হি তুরীয়স্যাত্মত্বাবগমে সত্যবিদ্যাতৃষ্ণাদিদোষাণাং সম্ভবোঽস্তি। ন চ তুরীয়স্যাত্মত্বানবগমে কারণমস্তি। সর্ব্বোপনিষদাত্মাদর্থ্যেনোপক্ষয়াৎ। তত্ত্বমসি। অয়মাত্মা ব্রহ্ম। তৎ সত্যম্। স আত্মা যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম। স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। আত্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যাদিনা সোঽয়মাত্মা পরমার্থরূপশ্চতুষ্পাদিত্যুক্তঃ তস্যাপরমার্থরূপমবিদ্যাকৃতং রজ্জুসর্পাদিসমমুক্তং পাদত্রয়লক্ষণং বীজাঙ্কুরস্থানীয়ম্। অথেদানীমবীজাত্মকং পরমার্থস্বরূপং রজ্জুস্থানীয়ং সর্পাদিস্থানীয়োক্তস্থানত্রয়নিরাকরণেনাহ নান্তঃপ্রজ্ঞমিত্যাদি। নন্বাত্মনশ্চতুষ্পাত্ত্বং প্রতিজ্ঞায় পাদত্রয়কথনেনৈব চতুর্থস্যান্তঃপ্রজ্ঞাদিভ্যোঽন্যত্বে সিদ্ধে নান্তঃপ্রজ্ঞমিত্যাদি প্রতিষেধোঽনর্থকঃ। ন সর্পাদিবিকল্পপ্রতিষেধেনৈব রজ্জুস্বরূপপ্রতিপত্তিবৎ। ত্র্যবস্থস্যৈবাত্মনস্তুরীয়ত্বেন প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ তত্ত্বমসীতি বৎ। যদি হি ত্র্যবস্থাত্মবিলক্ষণং তুরীয়মন্যত্তৎ প্রতিপত্তিদ্বারাভাবাচ্ছাস্ত্রোপদেশানর্থক্যং শূন্যতাপত্তির্ব্বা রজ্জুরিব সর্পাদিভির্ব্বিকল্প্যমানা স্থানত্রয়েঽপি আত্মৈক এবান্তঃপ্রজ্ঞাদিত্বেন বিকল্প্যতে যদা তদান্তঃপ্রজ্ঞাদিত্বপ্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণসমকালমেবাত্মন্যনর্থপ্রপঞ্চনিবৃত্তিলক্ষণফলং পরিসমাপ্তমিতি তুরীয়াধিগমে প্রমাণান্তরং সাধনান্তরং বা ন মৃগ্যম্। রজ্জুসর্পবিবেকসমকাল ইব রজ্জ্বাং সর্পনিবৃত্তিফলে সতি রজ্জ্বধিগমস্য যেষাং পুনস্তমোঽপনয়ব্যতিরেকেণ ঘটাদিগমে প্রমাণং ব্যাপ্রিয়তে তেষাং ছেদ্যাবয়বসম্বন্ধবিয়োগব্যতিরেকেণান্যতরাবয়বেঽপি ছিদির্ব্ব্যাপ্রিয়ত ইত্যুক্তং স্যাৎ। যদা পুনর্ঘটতমসোর্ব্বিবেককরণে প্রবৃত্তং প্রমাণমনুপাদিৎসিততমসো নিবৃত্তিফলাবসানং ছিদিরিব

ক্ষণ চতুর্থপাদ বর্ণিত হইতেছে।—রজ্জুপ্রভৃতিতে যে সর্পাদির আভাস হয়, তদ্বিষয়ে অবিদ্যার স্বভাব ভিন্ন অন্য কারণ বলা-

শমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

ছেদ্যাবয়বসম্বন্ধবিবেককরণে প্রবৃত্তা তদবয়বদ্বৈধীভাবফলাবসানাত্তদা নান্তরীয়কং ঘটবিজ্ঞানং ন তৎ প্রমাণফলম্। ন চ তদ্বদপ্যাত্মন্যধ্যারোপিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিবিবেককরণে প্রবৃত্তস্য প্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণস্যানুপাদিৎসিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিনিবৃত্তিব্যতিরেকেণ তুরীয়ে ব্যাপারোপপত্তিঃ। অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিনিবৃত্তিসমকালমেব প্রমাতৃত্বাদিভেদনিবৃত্তেঃ। তথা চ বক্ষ্যতি। জ্ঞাতেঽদ্বৈতং ন বিদ্যত ইতি। জ্ঞানস্য দ্বৈতনিবৃত্তিলক্ষণব্যতিরেকেণ ক্ষণান্তরানবস্থানাৎ। অবস্থানে চানবস্থাপ্রসঙ্গাদ্দ্বৈতানিবৃত্তিঃ। তস্মাৎ প্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণব্যাপারসমকাল এবাত্মন্যধ্যারোপিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদ্যনর্থনিবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্। নান্তঃপ্রজ্ঞমিতি তৈজসপ্রতিষেধঃ। ন বহিঃপ্রজ্ঞমিতি বিশ্বপ্রতিষেধঃ। নোভয়তঃ প্রজ্ঞমিতি জাগ্রৎস্বপ্নয়োরন্তরালাবস্থাপ্রতিষেধঃ। ন প্রজ্ঞানঘনমিতি সুষুপ্তাবস্থাপ্রতিষেধঃ। বীজাভাবাবিবেকরূপত্বাৎ। ন প্রজ্ঞমিতি যুগপৎ সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃত্বপ্রতি-

---

যায় না। এই অবিদ্যাবশতঃই পরমাত্মাতে নানারূপ কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের চতুর্থপাদস্বরূপ, তাঁহাতে কোনরূপ ভ্রম কল্পনার সম্ভব নাই। ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, যিনি তৈজসপুরুষ, তিনিই অন্তঃপ্রজ্ঞ, সুতরাং ইনি তৈজসপুরুষ হইতে ভিন্ন। ইনি বহিঃপ্রজ্ঞ, অর্থাৎ বৈশ্বানরপুরুষও নহেন। ইনি অন্তঃ ও বহিঃ এই উভয় প্রজ্ঞ নহেন, অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয়াবস্থার অন্তরালবর্ত্তী নহেন। ইনি প্রজ্ঞানঘন নহেন, অর্থাৎ ইহাঁর সুষুপ্তাবস্থা নাই। ইনি প্রজ্ঞ, অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানী নন, ইহাঁর যে একদা সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান আছে, তাহা বলাযায় না। ইনি অজ্ঞও নন, অর্থাৎ ইনি যে অচৈতন্য, তাহাও নহেন। তিনি অদৃষ্ট, কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না,

ষেধঃ। নাপ্রজ্ঞমিত্যচৈতন্যপ্রতিষেধঃ। কথং পুনরন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদীনা-মাত্মনি গম্যমানানাং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবৎপ্রতিষেধাদসত্ত্বং গম্যত ইত্যু-চ্যতে। জ্ঞস্বরূপাবিশেষেঽপীতরেতরব্যভিচারাৎ। রজ্জ্বাদাবিব সর্পা-ধারাদিবিকল্পিতভেদবৎ সর্ব্বত্রাব্যভিচারাজ্‌জ্ঞস্বরূপস্য সত্যত্বং সুষুপ্তে ব্যভিচরতীতি চেন্ন। সুষুপ্তস্যানুভূয়মানত্বাৎ। ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতে-র্ব্বিপরিলোপো বিদ্যত ইতি চ শ্রুতেঃ অত এবাদৃষ্টম্ যস্মাদদৃষ্টং তস্মাদ-ব্যবহার্য্যম্। অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈরলক্ষণমলিঙ্গমিত্যেতদনুমেয়মিত্যর্থঃ। অত এবাচিন্ত্যম্। অত এবাব্যপদেশ্যং শব্দৈঃ। একাত্মপ্রত্যয়সারং জাগ্র-দাদিস্থানেষেকোঽয়মাত্মেত্যব্যভিচারী যঃ প্রত্যয়স্তেনানুসরণীয়ম্। অথ-

---

সুতরাং তিনি অব্যবহার্য্য। যে বস্তু দর্শনের অযোগ্য, তাহার সহিত কোনরূপ ব্যবহার সম্ভবে না। তিনি অগ্রাহ্য, হস্তপাদাদি কোনপ্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব তিনি অলক্ষণ, কোনরূপ চিহ্ন বা অনুমানদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করা যায় না। যেহেতু তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য এবং বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অতএব তিনি অচিন্ত্য। যে পদার্থ কোনরূপেও দৃশ্য বা ব্যবহার্য্য হয় না, তাহাকে কেহ চিন্তা করিতে পারে না। যেহেতু তিনি অচিন্ত্য, অতএব অব্যপদেশ্য, অর্থাৎ কোনপ্রকার শব্দদ্বারা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে পারে না। "জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়েতে এক-মাত্র আত্মাই বিদ্যমান থাকেন" এই বাক্যে যে জ্ঞান হয়, তিনি সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত, অথবা "একমাত্র আত্মাই সত্য" এই জ্ঞানে প্রমাণীকৃত। উক্ত জ্ঞানভিন্ন তাঁহার সত্ত্বা স্বীকারে আর প্রমাণ নাই। তিনি কেবল উক্ত জ্ঞানানুভবমাত্রের বিষয়ী-ভুত। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চধর্ম্ম শান্ত হইয়াছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধস্থানধর্ম্ম তাঁহার নাই, অতএব তিনি

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥

বৈক আত্মপ্রত্যয়ঃ সারং প্রমাণং যস্য তুরীয়স্যাধিগমে তৎ তুরীয়মেকাত্মপ্রত্যয়সারম্। আত্মেত্যেবোপাসীত ইতি শ্রুতেঃ। অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি স্থানিধর্ম্মপ্রতিষেধঃ কৃতঃ। প্রপঞ্চোপশমমিতি জাগ্রদাদিস্থানধর্ম্মাভাব উচ্যতে। অতএব শান্তমবিক্রিয়ং শিবং যতোঽদ্বৈতং ভেদবিকল্পরহিতং চতুর্থং তুরীয়ং মন্যন্তে। প্রতীয়মানপাদত্রয়রূপবৈলক্ষণ্যাৎ। স আত্মা সবিজ্ঞেয়ইতিপ্রতীয়মানসর্পভূচ্ছিদ্রদণ্ডাদিব্যতিরিক্তা যথা রজ্জুস্তথা তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যার্থঃ। আত্মাঽদৃষ্টো দ্রষ্টা। ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যত ইত্যাদিভিরুক্তো যঃ স বিজ্ঞেয় ইতি ভূতপূর্ব্বগত্যা জ্ঞাতে দ্বৈতাভাবঃ ॥৭॥

অভিধেয়প্রধান ওঁঙ্কারশ্চতুষ্পাদাত্মেতি ব্যাখ্যাতো যঃ সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমক্ষরমধিকৃত্যাভিধানপ্রধান্যেন বর্ণ্যমানোঽধ্যক্ষরম্। কিং পুনস্তদক্ষরমিত্যাহ। ওঁকারঃ। সোঽয়মোঙ্কারঃ পাদশঃ প্রবিভজ্যমানোঽধি·

শান্ত। তাঁহার কোনপ্রকার ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ সর্ব্বক্রিয়ার অতীত। তিনি অদ্বৈত ও ভেদরহিত; তিনি শিবস্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ। ইহাকেই সেই ওঙ্কাররূপী পরব্রহ্মের চতুর্থপাদ বলিয়া জানিতে হইবে। ইনি পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয় হইতে অতিরিক্ত। ইনিই পরমাত্মা এবং ইনিই বিজ্ঞেয়, ইহাকে জানিলেই জীব সর্ব্বপ্রকার সংসারের মায়াপাশ ছেদন করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে ॥ ৭ ॥

ইতিপূর্ব্বে যাহারা তত্ত্বজ্ঞানে সমর্থ, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা উত্তম ও মধ্যমাধিকারী, তাহাদিগের জ্ঞান পরিপাকের নিমিত্ত ওঙ্কাররূপী চতুষ্পাদ আত্মা বর্ণিত হইয়াছে। এইক্ষণ যাহারা তত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ, অর্থাৎ অধম অধিকারী, তাহাদিগের আত্মধ্যান সাধনার্থ আত্মস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—সেই আত্মা অক্ষরস্বরূপ; সেই অক্ষর ওঙ্কার, এই ওঙ্কার মাত্রা আশ্রয়

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরা-

মাত্রং মাত্রামধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যধিমাত্রম্। কথমাত্মনো যে পাদাস্ত ওঙ্কারস্থ মাত্রাঃ। কাস্তাঃ। অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥

তত্র বিশেষনিয়মঃ ক্রিয়তে। জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরো যঃ স ওঁঙ্কারস্তাকারঃ প্রথমা মাত্রা। কেন সামান্যেনেত্যাহ। আপ্তেরাপ্তি-র্ব্যাপ্তিরকারেণ সর্ব্বা বাগ্‌ব্যাপ্তা। অকারো বৈ সর্ব্বা বাগিতি শ্রুতেঃ। তথা বৈশ্বানরেণ জগৎ তস্থ হ বৈতস্থাত্মনো বৈশ্বানরস্থ মূর্দ্ধৈব সুতেজ ইত্যাদি

করিয়া পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান আছেন, সেই পাদই ওঙ্কারের মাত্রাস্বরূপ এবং অকার, উকার ও মকার ইহারাই তাহার পাদস্বরূপ মাত্রা, অতএব মাত্রা ও পাদ ইহারা অভিন্ন। (অকার, উকার ও মকার এই সকল মাত্রাস্বরূপ পাদেই ওঙ্কার হইয়াছে, এই ওঙ্কারের ধ্যান করিলেই অধম অধিকারিদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে)॥ ৮ ॥

এইক্ষণ সেই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্মের পাদস্বরূপ মাত্রার বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে।—যিনি জাগরিত স্থানীয় বৈশ্বানর পুরুষ, তিনিই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্মের অকারস্বরূপ প্রথম মাত্রা। এই অকার সর্ব্বপ্রকার বাক্য ব্যাপিয়া রহিয়াছে, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, অকারই সর্ব্বপ্রকার বাক্যস্বরূপ। অতএব সেই বৈশ্বানরপুরুষই জগৎ। এই বৈশ্বানরপুরুষের মস্তকই পর-ব্রহ্ম। অকার, উকার ও মকার ইহাদিগের মধ্যে অকারই আদি। যেমন অকার এই অক্ষর আদিমান্, সেইরূপ বৈশ্বানর-পুরুষও আদি। যদিও অকার, উকার ও মকার ইহারা অভিন্ন রূপে মিলিত হইয়া ওঙ্কার হইয়াছে বটে, তথাপি মাত্রা সকলের মধ্যে আদিস্থিত বিধায় অকারকে আদি বলা হইয়াছে। যিনি এইরূপে ওঙ্কার ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার

দিমত্ত্বাদ্বাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়-

শ্রুতেঃ। অভিধানাভিধেয়য়োরেকত্বঞ্চাবোচাম। আদিরস্য বিদ্যত ইত্যাদি-মদ্‌যথৈবাদিমদকারাখ্যমক্ষরং তথৈব বৈশ্বানরস্তস্মাদ্বা সামান্যাদকারত্বং বৈশ্বানরস্য। তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ। আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামা-নাদিঃ প্রথমশ্চ ভবতি মহতাং য এবং বেদ যথোক্তমেকত্বং বেদে-ত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স্বপ্নস্থানস্তৈজসো যঃ স ওঙ্কারস্যোকারো দ্বিতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেনেত্যাহ। উৎকর্ষাৎ। অকারাদুৎকৃষ্ট ইব হ্যকারস্তথা তৈজসো বিশ্বাদুভয়ত্বাদ্বা অকারমকারয়োর্ম্মধ্যস্থ উকারস্তথা বিশ্বপ্রাজ্ঞয়োর্ম্মধ্যে

কাম্যফল লাভ করিতে পারেন এবং তিনিই সকলের প্রথম হয়েন। এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্মের স্বরূপপরিজ্ঞান হইলেই সেই ব্যক্তি সকল অপেক্ষা প্রাধান্য পদাভিষিক্ত হইতে পারে ॥ ৯ ॥

ওঙ্কাররূপ পরব্রহ্মের দ্বিতীয় মাত্রা উকারের স্বরূপ বলিতে-ছেন।—যিনি স্বপ্নস্থানীয় তৈজসপুরুষ, তিনিই ওঙ্কাররূপ পরব্রহ্মের দ্বিতীয়মাত্রা উকার। অকার হইতে উকারের উৎকর্ষ আছে এবং বৈশ্বানরপুরুষ হইতে তৈজসপুরুষের উৎকর্ষ আছে। উকার অকার ও মকার এই উভয় মাত্রার মধ্যবর্ত্তী এবং তৈজসপুরুষও বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যবর্ত্তী। অতএব উকারের অকার ও মকার এই উভয় অপেক্ষা জ্ঞানময়ত্ব উক্ত আছে। এই উকার সাধককে জ্ঞান প্রদান করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান বর্দ্ধিত করেন। উক্তরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শত্রু মিত্র উভয়পক্ষেরই তুল্য। যেমন মিত্রপক্ষীয়েরা ইহাকে দ্বেষ করে না, সেইরূপ ইনি

ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যা-ব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপী-

তৈজসোঽত উভয়ভাক্ত্বসামান্যাদ্বিদ্বৎফলমুচ্যতে। উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞান-সন্ততিম্। বিজ্ঞানসন্ততিং বৰ্দ্ধয়তীত্যর্থঃ। সমানস্তুল্যশ্চ মিত্রপক্ষস্যেব শত্রুপক্ষাণামপ্যপ্রদ্বেষ্যো ভবতি। অব্রহ্মবিদস্য কুলে ন ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো যঃ স ওঙ্কারস্য মকারস্তৃতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেনেত্যাহ সামান্যমিদমত্র। মিতের্মিতির্মানং মীয়েতে ইব হি বিশ্ব-তৈজসৌ প্রাজ্ঞেন প্রলয়োৎপত্ত্যোঃ প্রবেশনির্গমাভ্যাম্। প্রস্থেনেব

শত্রুপক্ষেরও অদ্বেষ্য। যে ব্যক্তি উক্তরূপে ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের দ্বিতীয় মাত্রা উকারের স্বরূপ জানিতে পারেন, কখনও তাহার অব্রহ্মজ্ঞের কুলে জন্ম হয় না। (সেই ব্যক্তি ব্রহ্মবিৎ কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভকরতঃ ভবসাগরের পারে গমনপুর্ব্বক মোক্ষপদ পাইয়া থাকেন) ॥ ১০ ॥

এইক্ষণ ওঙ্কাররূপ পরব্রহ্মের তৃতীয় মাত্রার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি সুষুপ্তস্থানীয় প্রাজ্ঞ, তিনিই ওঙ্কাররূপী পরব্রহ্মের মকারস্বরূপ তৃতীয়মাত্রা। এই তৃতীয়মাত্রা ও তৃতীয়পাদ ইহা অভিন্ন। প্রাজ্ঞেতে বৈশ্বানর ও তৈজস পুরুষের প্রবেশ ও নির্গম হয়, তাহাতেই উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে। ওঙ্কারের উচ্চারণে যেমন অকার ও উকার মকা-রেতে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রয়োগকালে তাহা পুনর্ব্বার নির্গত হয়, সেইরূপ বৈশ্বানর ও তৈজস পুরুষ প্রাজ্ঞেতে প্রবেশ এবং সেই প্রাজ্ঞ হইতে নির্গত হইয়া থাকেন। ওঙ্কার উচ্চারণে যেমন

তের্ব্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত

যবাঃ। তথা ওঙ্কারসমাপ্তৌ পুনঃ প্রয়োগে চ প্রবিশ্য নির্গচ্ছত ইবাকারোকারৌ মকারে। অপীতের্ব্বাঽপীতিরপ্যয়একীভাবঃ। ওঁকারোচ্চারণেঽন্ত্যেঽক্ষরে একীভূতাবিবাকারোকারৌ। তথা বিশ্বতৈজসৌ সুষুপ্তকালে প্রাজ্ঞে। অতো বা সামান্যাদেকত্বং প্রাজ্ঞমকারয়োঃ। বিদ্বৎফলমাহ। মিনোতি হ বেদং সর্ব্বং জগদ্যাথাত্ম্যং জানাতীত্যর্থঃ। অপীতিশ্চ জগৎকারণাত্মা ভবতীত্যর্থঃ॥ অত্রাবান্তরফলবচনং প্রধানসাধনঃ স্তুত্যর্থম্ ॥ ১১ ॥

অমাত্রো মাত্রা যস্য নাস্তি সোঽমাত্র ওঙ্কারশ্চতুর্থস্তুরীয় আত্মৈব কেবলোঽভিধানাভিধেয়রূপয়োর্ব্বাঙ্মনসয়োঃ ক্ষীণত্বাদব্যবহার্য্যঃ। প্রপঞ্চো

অন্ত্যবর্ণ মকারে অকার ও উকার প্রবেশ করে, সেইরূপ বৈশ্বানর ও তৈজস সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞেতে প্রবিষ্ট হয়। অতএব প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব প্রতিপন্ন হইল। যে ব্যক্তি এইরূপে ওঙ্কারের পাদ, মাত্রাত্রয় ও তাহাদিগের স্বরূপ অভেদরূপে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি এই জগতের তত্ত্ব জানিয়া জগৎকারণ পরমাত্মস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব এই ওঙ্কারই ব্রহ্মধ্যানের প্রধান সাধন। এই ওঙ্কারের ধ্যান করিলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয় ॥ ১১ ॥

যিনি ওঙ্কারের চতুর্থপাদ, তিনি মাত্রাবিহীন এবং তিনিই পরমাত্মা। তিনি অব্যবহার্য্য, যেহেতু সেই পরমাত্মা বাক্য ও মনের অগোচর, অতএব সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের আদ্য। পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে বাক্য এবং মনঃ উভয়ই ক্ষীণ হয়। তিনি সর্ব্বপ্রকার বিকারবিহীন, মঙ্গলময়, কেবল, পরমানন্দ-

এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১২ ॥

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষন্মূলমন্ত্রাঃ সমাপ্তিঙ্গতাঃ ॥

* ॥ ওঁ তৎসৎ হরিঃ ওঁ ॥ *

পশমঃ শিবোঽদ্বৈতঃ সংবৃত এবং যথোক্তবিজ্ঞানবতা প্রযুক্ত ওঙ্কারস্ত্রি-মাত্রাস্ত্রিপাদঃ। আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনা স্বেনৈব স্বং পারমার্থিকমাত্মানং য এবং বেদ। পরমার্থদর্শিনাং ব্রহ্মবিদাং তৃতীয়ং বীজভাবং দগ্ধ্বা-ত্মানং প্রবিষ্ট ইতি ন পুনর্জ্জায়তে তুরীয়স্যাবাজত্বাৎ। ন হি রজ্জুসর্পয়ো-র্ব্বিবেকে রজ্জ্বাং প্রবিষ্টঃ সর্পো বুদ্ধিসংস্কারাৎ পুনঃ পূর্ব্ববত্তদ্বিবেকিনা-মুথাস্যতি। মন্দমধ্যমধিয়াস্তু প্রতিপন্নসাধকভাবানাং সন্মার্গগামিনাং সন্ন্যাসিনাং মাত্রাণাং পাদানাঞ্চ কৢপ্তসামান্যবিদাং যথা বদুপাস্যমান ওঙ্কারো ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে আলম্বনী ভবতি। তথা চ বক্ষ্যতি। আশ্রমা-স্ত্রিবিধা হীনা ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মাণ্ডূক্যোপনিষন্মূলমন্ত্রভাষ্যম্ সমাপ্তম্ ॥

স্বরূপ এবং অদ্বৈত, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই। এই পরমাত্মা স্বয়ং আত্মাতে প্রবেশ করিয়া আছেন। যাঁহারা এইরূপে সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, সেই সকল পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ্ সাধকগণ এই সংসার দগ্ধ করিবার নিমত্ত আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়। পরন্তু তাহাদিগের আর জন্মপরিগ্রহ হয় না ॥ ১২ ॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ মূলমন্ত্রের ভাষ্যার্থ সম্পূর্ণ ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যকৃতমাণ্ডুক্যোপনিষ-দর্থাবিষ্করণরূপকারিকাবতারণম্।

প্রথমপ্রকরণং।

॥ ওঁ ॥ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্ব্বিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্মৃতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়পাদীয়কারিকায়া ভাষ্যম্।

অত্রৈতস্মিন্ যথোক্তেঽর্থে এতে শ্লোকা ভবন্তি। বহিঃপ্রজ্ঞ ইতি। পর্য্যায়েণ ত্রিস্থানত্বাৎ সোঽহমিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্ব-মেকত্বং শুদ্ধত্বমসঙ্গত্বঞ্চ সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ। মহামৎস্যাদিদৃষ্টান্তশ্রুতেঃ ॥১॥

বহিঃপ্রজ্ঞ বৈশ্বানর, অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস ও ঘনপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞপুরুষ, এক আত্মাই এই ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছেন। বৈশ্বানর জাগরণস্থানীয়, তৈজস-পুরুষ স্বপ্নস্থানীয় এবং প্রাজ্ঞপুরুষ সুষুপ্তিস্থানীয়। পরমাত্মা এই স্থানত্রয়-ব্যাপী পুরুষত্রয় হইতে অতিরিক্ত ; সুতরাং তিনি শুদ্ধ, অসঙ্গ ও অদ্বিতীয় ইহাই প্রতিপন্ন হইল। তাঁহার রাগদ্বেষাদি কোনরূপ মলসম্পর্ক নাই। যেমন অতি বলবান্ তিমিমৎস্য মহানদীর স্রোতোমধ্যে সঞ্চরণ করে, কিন্তু তাহাতে সেই নদীকূলস্থিত কোন দোষ বা গুণ সেই তিমিতে আসক্ত

দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো মনস্যন্তশ্চ তৈজসঃ।

জাগরিতাবস্থায়ামেব বিশ্বাদীনাং ত্রয়াণামনুভবপ্রদর্শনার্থোঽয়ং শ্লোকঃ। দক্ষিণাক্ষীতি। দক্ষিণমক্ষ্যেব মুখং তস্মিন্ প্রাধান্যেন দ্রষ্টা স্থূলানাং বিশ্বোঽনুভূয়তে। ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষ ইতি শ্রুতেঃ। ইন্ধো দীপ্তিগুণো বৈশ্বানর আদিত্যান্তর্গতো বৈরাজ আত্মা চক্ষুষি চ দ্রষ্টা একঃ। নন্বন্যো হিরণ্যগর্ভঃ ক্ষেত্রজ্ঞো দক্ষিণেঽ-ক্ষিণ্যক্ষ্ণোর্নিয়ন্তা দ্রষ্টা চান্যো দেহস্বামী ন স্বতো ভেদানভ্যুপগমাৎ। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় ইতি শ্রুতেঃ। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতমিতি স্মৃতেঃ। সর্ব্বেষু করণেষবিশেষেঽপি দক্ষিণাক্ষিণ্যুপলব্ধিপাটবদর্শনাত্তত্র বিশেষেণ নির্দ্দেশো বিশ্বস্য। দক্ষিণাক্ষিগতা রূপং দৃষ্ট্বা নিমীলিতাক্ষস্তদেব স্মরন্ মনস্যন্তঃ স্বপ্ন ইব তদেব বাসনারূপাভিব্যক্তং পশ্যতি। যথাঽত্র তথা স্বপ্নে। অতো মনস্যন্তস্ত তৈজসাপি বিশ্ব এব। আকাশে চ হৃদি স্মরণাখ্যব্যাপারোপরমে প্রাজ্ঞ একীভূতো ঘনপ্রজ্ঞ এব ভবতি। মনো-ব্যাপারাভাবাৎ। দর্শনস্মরণ এব হি মনঃস্পন্দিতে তদভাবে হৃদ্যেবা-বিশেষেণ প্রাণাত্মনাবস্থানম্। প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইতি শ্রুতেঃ। তৈজসো হিরণ্যগর্ভো মনঃস্থত্বাৎ। লিঙ্গং মনঃ মনোময়োঽয়ং পুরুষ ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। নন্বব্যাকৃতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তে তদাত্মকানি কর-

---

হইতে পারে না। যেমন শ্যেনাদিপক্ষী আকাশমার্গে সঞ্চরণ করে, কিন্তু কথনও তাহারা সেই আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হয় না ; সেইরূপ আত্মা ক্রমতঃ স্থানত্রয় সঞ্চরণ করিয়াও কোনরূপে সেই সেই স্থানে আশক্ত হয়েন না ॥ ১ ॥

জাগরণাবস্থাতেও বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই ত্রয়ের অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন।—ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের দক্ষিণাক্ষিমুখে বৈশ্বানর, মনে তৈজস এবং হৃদয়াকাশে প্রাজ্ঞ বিদ্যমান আছেন। এই ত্রিবিধ পুরুষই সেই ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মময় পুরুষের দেহেতে অবস্থিতি করিতেছেন। (এই বৈশ্বানরপুরুষই সেই স্থূলভূতের দ্রষ্টা, অতএব সহজেই তাঁহার

আকাশেচ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২ ॥

ণানি ভবন্তি কথমব্যাকৃততা। নৈষ দোষঃ অব্যাকৃতস্য দেশকাল-বিশেষাভাবাৎ। যদ্যপি প্রাণাভিমানে সতি ব্যাকৃতত্বৈব প্রাণস্য তথাপি পিণ্ডপরিচ্ছিন্নবিশেষাভিমাননিরোধঃ প্রাণে ভবতীত্যব্যাকৃত এব প্রাণঃ সুষুপ্তে পরিচ্ছিন্নাভিমানবতাম্। যথা প্রাণলয়ে পরিচ্ছিন্নাভিমানিনাং প্রাণো ব্যাকৃতস্তথা প্রাণাভিমানিনোঽপ্যবিশেষাপত্তাবব্যাকৃততা সমানা প্রসববীজাত্মকত্বঞ্চ তদধ্যক্ষশ্চৈকোঽব্যাকৃতাবস্থঃ। পরিচ্ছিন্নাভিমানিনা-মধ্যক্ষাণাঞ্চ তেনৈকত্বমিতি পূর্ব্বোক্তং বিশেষণমেকীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন ইত্যা-দ্যুপপন্নম্। তস্মিন্নেতস্মিন্নুক্তহেতুত্বাচ্চ কথং প্রাণশব্দত্বমব্যাকৃতস্য। প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি শ্রুতেঃ। নন্বত্র সদেব সোম্যেতি প্রকৃতং সদ্ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যম্। নৈষ দোষঃ। বীজাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ সতঃ যদ্যপি সদ্ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যং তত্র তথাপি জীবপ্রসবং বীজাত্মকত্ব-মপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ সচ্ছব্দবাচ্যতা চ। যদি নির্ব্বীজরূপং বিবক্ষিতং ব্রহ্মাঽভবিষ্যৎ নেতি নেতি যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদিত্যবক্ষ্যৎ। ন সত্তন্নাসদুচ্যত ইতি স্মৃতেঃ। নির্ব্বীজতয়ৈব চেৎ সতি লীনানাং সম্পন্নানাং সুষুপ্তপ্রলয়যোঃ পুনরুত্থা-নানুপপত্তিঃ স্যাৎ। মুক্তানাঞ্চ পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। বীজাভাবাবিশেষাৎ। জ্ঞানদাহ্যবীজাভাবে চ জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমনে-নৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ সর্ব্বশ্রুতিষু চ কারণত্বব্যপদেশঃ। অত এবা-ক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। নেতি নেতীত্যাদিনা বীজবত্তাপনয়নেন ব্যপদেশঃ। তামবীজাবস্থাং তস্যৈব প্রাজ্ঞশব্দবাচ্যস্য তুরীয়ত্বেন দেহাদিসম্বন্ধরহিতাং পারমার্থিকীং পৃথগ্বক্ষ্যতি। বীজাবস্থাপি ন কিঞ্চিদবেদিষমিত্যুত্থিতস্য প্রত্যয়দর্শনা-দ্দেহেঽনুভূয়ত এবেতি ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিত ইত্যুচ্যতে ॥ ২ ॥

অনুভব হইতেছে। সকলপ্রকার ইন্দ্রিয় অবিশেষ হইলেও দক্ষিণ-চক্ষুর জ্ঞানসাধনে পটুতাহেতু দক্ষিণচক্ষুরূপে বিশেষ প্রদর্শন করি-য়াছেন। দক্ষিণচক্ষুঃস্থিত বৈশ্বানর রূপসকল দর্শন করিয়া নিমীলিতাক্ষ

বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্‌নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্তভুক্।
আনন্দভুক্ তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত ॥ ৩ ॥
স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং প্রবিবিক্তস্তু তৈজসম্।
আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞং ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত ॥ ৪ ॥
ত্রিষু ধামসু যদ্ভোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।

উক্তার্থৌ শ্লোকৌ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ত্রিষু ধামসু জাগ্রদাদিষু স্থূলপ্রবিবিক্তানন্দাখ্যং ভোজ্যমেকং ত্রিধা ভূতম্। যশ্চ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞাখ্যো ভোক্তৈকঃ সোঽহমিত্যেকত্বেন প্রতিসন্ধানাৎ দ্রষ্টৃত্বাবিশেষাচ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ। যো বেদৈতদুভয়ং ভোজ্য-

---

হইলেও মনে মনে বাসনার অনুরূপ স্মরণ হয়, ইহাই মনোগত তৈজস-পুরুষের কার্য্য। যখন স্মরণাখ্য মানসিকব্যাপার নিবৃত্ত হয়, তখন সেই হৃদয়াকাশগত প্রাজ্ঞ একীভূত হইয়া ঘনপ্রজ্ঞ হয়েন। মনঃ-স্পন্দিত হইলেই দর্শন ও স্মরণ হয়, সেই মনঃস্পন্দনের অভাব হইলেই হৃদয়াকাশে অবিশেষে প্রাণরূপে অবস্থান হয় ॥ ২ ॥

পূর্ব্বকারিকাতে বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞের দেহাবস্থান প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে সেই বৈশ্বানরাদির ত্রিবিধভোগ দেখাইতেছেন।—বৈশ্বানরপুরুষ স্থূলভোক্তা ইনি বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন, তৈজসপুরুষ প্রবিবিক্তভুক্, অর্থাৎ বাসনামাত্র ভোগ করেন এবং প্রাজ্ঞপুরুষ আনন্দ-ভোগ করেন। অতএব ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের ত্রিবিধভোগ অনুমিত হইল ॥৩॥

পূর্ব্বকারিকাতে ত্রিবিধভোগ প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণ সেই ভোগজন্য ত্রিবিধ তৃপ্তি নিরূপণ করিতেছেন।—বৈশ্বানরপুরুষের বিষয়ভোগে তৃপ্তি হয়, তৈজসপুরুষের তৃপ্তি বাসনাভোগজন্য এবং আনন্দভোগে প্রাজ্ঞের তৃপ্তি হইয়া থাকে; এইরূপে ত্রিবিধ তৃপ্তি জানিবে ॥ ৪ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই স্থানত্রয়ে স্থূল, প্রবিবিক্ত ও আনন্দ এই ত্রিবিধ ভোজ্য এবং বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই ত্রিবিধ ভোক্তা উক্ত

বেদৈতদুভয়ং যস্তু সভুঞ্জানো ন লিপ্যতে ॥ ৫ ॥
প্রভবঃ সর্ব্বভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ।

ভোক্তৃতয়াঽনেকধা ভিন্নং স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে। ভোজ্যস্য সর্ব্বস্যৈ- কস্য ভোক্তুর্ভোজ্যত্বাৎ। ন হি যস্য যো বিষয়ঃ স তেন হীয়তে বর্দ্ধতে বা। ন হ্যগ্নিঃ স্ববিষয়ং দগ্ধ্বা কাষ্ঠাদি তদ্বৎ ॥ ৫ ॥

সতাং বিদ্যমানানাং স্বেনাবিদ্যাকৃতনামরূপমায়াস্বরূপেণ সর্ব্ব- ভাবানাং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞভেদানাং প্রভব উৎপত্তিঃ। বক্ষ্যতি চ। বন্ধ্যা- পুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়ত ইতি। যদি হ্যসতামেব জন্ম স্যাদ্ব্র- হ্মণো ব্যবহার্য্যস্য গ্রহণদ্বারাভাবাদসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। দৃষ্টঞ্চ রজ্জুসর্পাদীনা- মবিদ্যাকৃতমায়াবীজোৎপন্নানাং রজ্জ্বাদ্যাত্মনা সত্ত্বম্। ন হি নিরাস্পদা রজ্জুসর্পমৃগতৃষ্ণিকাদয়ঃ ক্বচিদুপলভ্যন্তে কেনচিৎ। যথা রজ্জ্বাং প্রাক্ সর্পোৎপত্তেঃ রজ্জ্বাত্মনা সর্পঃ সন্নেবাসীৎ। এবং সর্ব্বভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাক্‌প্রাণবীজাত্মনৈব সত্ত্বমিতি। অতঃ শ্রুতিরপি বক্তি ব্রহ্মৈবেদমাত্মৈ- বেদমগ্র আসীদিতি। সর্ব্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোংশূনংশব ইব রবেশ্চিদা-

---

হইয়াছে। উক্ত ভোজ্যত্রয়ও ত্রিবিধ ভোক্তা এবং এই ভোজ্য ও ভোক্তা উভয়ই এক। যে ব্যক্তি এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি কোন বিষয়ে লিপ্ত হয় না এবং (উক্ত ত্রিবিধ ভোজ্যেরই ভোগকর্ত্তা এক) যে বস্তু যাহার ভোজ্য সেই বস্তুভোগে ভোক্তার কোন হ্রাস বৃদ্ধিও হয় না। যেমন অগ্নিকাষ্ঠাদি দগ্ধ করে বটে, কিন্তু তাহাতে অগ্নির কোন ইতরবিশেষ হয় না, সেইরূপ ভোগকর্ত্তা স্ব স্ব বিষয়ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার কোন বৈষম্য হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই ত্রিবিধ পুরুষের মধ্যে প্রাজ্ঞই বিশ্বের কারণ, অতএব এইক্ষণ এই সংশয় হইতে পারে যে, তিনি কি সদ্বস্তুর, অথবা অসদ্বস্তুরকারণ? এই সংশয়ের নিরাকরণার্থ বলিতেছেন।—সেই প্রাজ্ঞই বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞপ্রভৃতি সতের কারণ, তাঁহার মায়াতেই বৈশ্বানরাদি সর্ব্বভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার সৃষ্টি ভ্রান্তিমাত্র; যথার্থ

সর্ব্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোংঽশূন্ পুরুষঃ পৃথক্ ॥ ৬ ॥
বিভূতিং প্রসবন্ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াস্বরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্ব্বিকল্পিতা ॥ ৭ ॥

স্বকস্য পুরুষস্য চেতোরূপা জলার্কসমাঃ প্রাজ্ঞতৈজসবিশ্বভেদেন দেবতির্য্যগাদিদেহভেদেষু বিভাব্যমানাশ্চেতোংঽশবো যে তান্ পুরুষঃ পৃথগ্বিষয়ভাববিলক্ষণানগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ সলক্ষণান্ জলার্কবচ্চ জীবলক্ষণাংস্তিতরান্ সর্ব্বভাবান্ প্রাণবীজাত্মা জনয়তি যথোর্ণনাভিঃ। যথাগ্নের্ব্বিস্ফুলিঙ্গা ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥

বিভূতির্ব্বিস্তার ঈশ্বরস্য সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিচিন্তকা মন্যন্তে ন তু পরমার্থচিন্তকানাং সৃষ্টাবাদর ইত্যর্থঃ। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ন হি মায়াবিনঃ সূত্রমাকাশে নিঃক্ষিপ্যতে ন তদায়ুধমারুহ্য চক্ষুর্গোচরতামতীত্য যুদ্ধেন খণ্ডশশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুত্থিতঞ্চ পশ্যতাং তৎকৃতমায়াদি সতত্ত্বচিন্তায়ামাদরো ভবিষ্যতি। তথৈবায়ং মায়াবিনঃ সূত্রপ্রসারণসমঃ সুষুপ্তস্বপ্নাদিবিকাসস্তদারূঢ়মায়াবিসমশ্চ তৎস্থপ্রাজ্ঞতৈজসাদিঃ সূত্রতদারূঢ়াভ্যামন্যঃ পরমার্থমায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নোঽদৃশ্যমান এব স্থিতো যথা তথা তুরীয়াখ্যং পরমার্থতত্ত্বম্। অতস্তচ্চিন্তায়ামেবাদরো মুমুক্ষূণামার্য্যাণাং ন নিষ্প্রয়োজনায়াং সৃষ্টাবাদর ইতি। অতঃ সৃষ্টিচিন্তকানামেবৈতে বিকল্পা ইত্যাহ স্বপ্নমায়াস্বরূপেতি। স্বপ্নস্বরূপা চেতি ॥ ৭ ॥

নহে। মায়ার আশ্রয়ে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন "বন্ধ্যার পুত্র" ইহা কেবল ভ্রান্তিভিন্ন যথার্থ নহে; সেইরূপ প্রাজ্ঞপুরুষ পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রাণচিত্তপ্রভৃতি বীজরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

অন্যান্য সৃষ্টিবিচারতৎপর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই সৃষ্টি কেবল তাঁহার মাহাত্ম্য বিস্তারমাত্র। অন্যান্য সৃষ্টিবাদীরা এই সৃষ্টিকে স্বপ্ন ও মায়াস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা পরমার্থচিন্তক তাঁহাদিগের সৃষ্টিবিষয়ে আদর নাই। পরমার্থচিন্তকপণ্ডিতগণ কেবল ঈশ্বরের

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ॥ ৮॥
ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥ ৯॥

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎসৃষ্টির্ঘটাদিঃ সঙ্কল্পনামাত্রং ন সঙ্কল্পনাতিরিক্তং কালাদেব সৃষ্টিরিতি কেচিৎ॥ ৮॥

ভোগার্থং ক্রীড়ার্থমিতি চান্যে সৃষ্টিং মন্যন্তে। অনয়োঃ পক্ষয়োর্দূষণং দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মিতি। দেবস্য স্বভাবপক্ষমাশ্রিত্য সর্ব্বেষাং বা পক্ষাণামাপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি॥ ৯॥

স্বরূপ নির্ণয়ে তৎপর থাকেন, সৃষ্টি বিচার করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল যাঁহারা সৃষ্টিচিন্তক, তাঁহারাই এই সৃষ্টিবিষয়ে নানারূপ কল্পনা করিয়া থাকেন॥ ৭॥

অন্যান্য বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, প্রভুর ইচ্ছামাত্রই সৃষ্টি হইয়া থাকে। যাঁহারা কালচিন্তক, অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিদ, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, কালক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টিবিষয়ে কোন কারণ নাই, কালে সমুদায় পদার্থ আপনিই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সমস্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলেও কুম্ভকারের ইচ্ছা না হইলে ঘটের উৎপত্তি হয় না এবং যখন সেই কুম্ভকারের ইচ্ছা হয়, তখনই ঘটের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইস্থলে যেমন কুম্ভকারের ইচ্ছাই কারণ, সেইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই জগৎসৃষ্টির প্রতি কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে॥ ৮॥

অপরাপর সৃষ্টিবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, ভোগের নিমিত্ত অথবা ক্রীড়ার্থ ঈশ্বর এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সুসঙ্গত পক্ষ নহে; যেহেতু প্রাপ্তকামীর কোনরূপ স্পৃহা নাই। পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণকামী, সুতরাং তিনি স্পৃহাবিহীন। অতএব তিনি যে আপন ভোগার্থ, কিম্বা ক্রীড়ারনিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সম্ভবপর নহে। অপরাপর বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, উৎপাদন করাই পরমেশ্বরের স্বভাব, তাহাতে কোন

নিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
অদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং দেবস্তুর্য্যো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥
কার্য্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্বতৈজসৌ।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি॥ প্রাজ্ঞতৈজসবিশ্বলক্ষণানাং সর্ব্বদুঃখানাং নিবৃত্তেরীশানস্তুরীয় আত্মা। ঈশান ইত্যস্য পদস্য ব্যাখ্যানং প্রভুরিতি। দুঃখনিবৃত্তিং প্রতি প্রভুর্ভবতীত্যর্থঃ। তদ্বিজ্ঞাননিমিত্তত্বাদ্দুঃখনিবৃত্তেঃ। অব্যয়ো ন ব্যেতি স্বরূপান্ন ব্যভিচরতীতি যাবৎ। এতৎকুতঃ। যস্মাদদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং রজ্জুসর্পবন্মৃষাত্বাৎস এষ দেবো দ্যোতনাত্তুরীয়শ্চতুর্থো বিভুর্ব্যাপী স্মৃতঃ॥ ১০ ॥

বিশ্বাদীনাং সামান্যবিশেষভাবো নিরূপ্যতে তুর্য্যযাথাত্ম্যাবধারণার্থম্।

কারণ নাই। তিনি আপন স্বভাববশতঃই উৎপাদন করিতেছেন, ইত্যাদি নানাপ্রকার উৎপাদনের কারণ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ সৃষ্টি যুক্তিযুক্তবোধ হয় না, কেবল সেই পরমাত্মার মায়াই সৃষ্টির কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব ঈশ্বর মায়াময় হইয়া এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়াছেন॥ ৯ ॥

যিনি ওঙ্কাররূপী পরব্রহ্মের চতুর্থপাদস্বরূপ পরমাত্মা, তিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তির প্রভু এবং সেই পরমাত্মাই বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ ইহাদিগের সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবারণ করেন, অর্থাৎ সেই পরমাত্মার পরিজ্ঞান হইলেই সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে। তিনি অব্যয়, কখনও তাঁহার স্বরূপের অন্যথাভাব হয় না, সেই পরমাত্মা সর্ব্বদা একরূপই থাকেন। যেহেতু তিনি সর্ব্বভাবের অদ্বৈত। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, কিন্তু কোনরূপেও সেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সেইরূপ জগৎকেও সত্যজ্ঞান করা যাইতে পারে না, কেবল সেই পরমাত্মাই সত্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং এই পরমাত্মাই চতুর্থপাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন॥ ১০ ॥

তুরীয়পাদস্বরূপ পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয়ার্থ বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ

প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিধ্যতঃ ॥ ১১ ॥
নাত্মানং নাপরাংশ্চৈব ন সত্যং নাপি চাঽনৃতম্।
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি তুর্য্যং তৎ সর্ব্বদৃক্ সদা ॥১২॥

কার্য্যং ক্রিয়ত ইতি ফলভাবঃ। কারণং করোতীতি বীজভাবঃ। তত্ত্বাগ্রহণা-ন্যথাগ্রহণাভ্যাং বীজফলভাবাভ্যাং তৌ যথোক্তৌ বিশ্বতৈজসৌ বদ্ধৌ সংগৃহীতাবিষ্যেতে। প্রাজ্ঞস্তু বীজভাবেনৈব বদ্ধঃ। তত্ত্বাপ্রতিবোধমাত্র মেব হি বীজং প্রাজ্ঞত্বেনিমিত্তম্। ততো দ্বৌ তৌ বীজফলভাবৌ তত্ত্বা-গ্রহণান্যথাগ্রহণে তুর্য্যে ন সিধ্যতো ন বিদ্যেতে ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কথং পুনঃ কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্য তুরীয়ে বা তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণলক্ষণৌ বন্ধৌ ন সিধ্যত ইতি। যস্মাদাত্মবিলক্ষণমবিদ্যাবীজপ্রসূতং বাহ্যং দ্বৈতং প্রাজ্ঞো ন কিঞ্চন সংবেত্তি যথা বিশ্বতৈজসৌ ততশ্চাসৌ তত্ত্বাগ্রহণেন তমসা অন্যথাগ্রহণবীজভূতেন বদ্ধো ভবতি। যস্মাত্তুরীয়ং তৎসর্ব্বদৃক্ সদা তুরীয়াদন্যস্যাভাবাৎসর্ব্বদা সদৈবেতি। সর্ব্বঞ্চ তদ্দৃক্চেতি সর্ব্বদৃক্তস্মান্ন-তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণং বীজম্। তত্র তৎপ্রসূতস্যান্যথাগ্রহণস্যাপ্যত এবাভাবো ন হি সবিতরি সদা প্রকাশাত্মকে তদ্বিরুদ্ধমপ্রকাশনং অন্যথা প্রকাশনং বা সম্ভবতি। ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যত ইতি শ্রুতেঃ। অথবা জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ সর্ব্বভূতাবস্থঃ সর্ব্ববস্তুদৃগাভাসস্তুরীয় এবেতি সর্ব্বদৃক্ সদা। নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

ইহাদিগের সামান্য বিশেষভাব নিরূপণ করিতেছেন।—বৈশ্বানরাদির অবান্তর বিশেষ নিরূপণদ্বারা সেই পরমাত্মপরিজ্ঞান হইয়া থাকে। বৈশ্বা-নর ও তৈজস ইহারা কার্য্যকারণভাবে আবদ্ধ আছেন এবং প্রাজ্ঞও কারণরূপে সম্বদ্ধ রহিয়াছেন। কিন্তু তুরীয়পরমাত্মাতে বীজভাব অথবা ফলভাব কিছুই নাই, অর্থাৎ তিনি কার্য্যকারণভাববিহীন ॥ ১১ ॥

কিরূপে প্রাজ্ঞ কারণবদ্ধ এবং কেনই বা তুরীয়ব্রহ্ম কার্য্যকারণভাব-বিহীন, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—প্রাজ্ঞ আত্মা, পর, সত্য ও মিথ্যা কিছুই জানেন না; কিন্তু তুরীয়পরমাত্মা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয় জানিতে পারেন,

দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্য্যয়োঃ।
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥

নিমিত্তান্তরপ্রাপ্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থোঽয়ং শ্লোকঃ। কথং দ্বৈতাগ্রহণস্য তুল্যত্বাৎকারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্যৈব ন তুরীয়স্যেতি প্রাপ্তাশঙ্কা নিবর্ত্ত্যতে। যস্মাদ্বীজনিদ্রাযুতস্তত্ত্বাপ্রতিবোধো নিদ্রা। সৈব চ বিশেষপ্রতিবোধ-প্রসবস্য বীজং। সা বীজনিদ্রা। তয়া যুতঃ প্রাজ্ঞঃ সদা দৃক্‌স্বভাবত্বাত্ত-ত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণা নিদ্রা তুরীয়ে ন বিদ্যতে। অতো ন কারণবন্ধস্তস্মিন্নি-ত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩ ॥

যেহেতু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বদৃক্ তাঁহার কোন পদার্থই অগোচর থাকে না। যেমন জগৎপ্রকাশক সূর্য্য সর্ব্বদা সকল পদার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহার কথনও অপ্রকাশের সম্ভব নাই। সেইরূপ তুরীয়ব্রহ্মও সর্ব্বদ্রষ্টা, অতএব তাঁহার কদাচ সেই দৃষ্টির বিলোপ হয় না ॥ ১২ ॥

অনুমানাদি কোন নিমিত্ত বশতঃ যদি সেই তুরীয়ব্রহ্মেতে কারণা-বদ্ধ শঙ্কা হয়, এই শ্লোকে তাহাই নিবারণ করিতেছেন, অর্থাৎ দ্বৈত-জ্ঞানের তুল্যত্বহেতু কেবল প্রাজ্ঞেতেই বা কারণবদ্ধ কেন এবং সেই তুরীয় ব্রহ্মেতেই কারণবদ্ধত্ব নাই কেন? এইরূপ উপস্থিত আশঙ্কার নিবৃত্তি হইবে।—যেমন তুরীয়ব্রহ্মের দ্বৈতজ্ঞান হয় না, সেইরূপ প্রাজ্ঞেরও দ্বৈতজ্ঞানের সম্ভব নাই। অতএব যদিও উভয়ই কারণবদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু প্রাজ্ঞ বীজনিদ্রাযুক্ত এবং তুরীয়ব্রহ্মের সেই বীজ নিদ্রা নাই। প্রাজ্ঞ তত্ত্বের অপ্রতিবোধরূপ নিদ্রায় অভিভূত আছেন, অতএব তাঁহার বিশেষরূপ প্রতিবোধ হইতে পারে না, কিন্তু তুরীয়ব্রহ্মে সেই অপ্রতিবোধরূপ নিদ্রা নাই, সুতরাং তাহার বিশেষ প্রতিবোধের কোন-রূপ প্রতিবন্ধকও নাই। অতএব প্রাজ্ঞই কারণবদ্ধ এবং তুরীয়ব্রহ্ম কারণ-বদ্ধ নহেন; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি হইল ॥ ১৩ ॥

স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া।
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ॥ ১৪॥
অন্যথা গৃহ্নতঃ স্বপ্নো নিদ্রাতত্ত্বমজানতঃ।

স্বপ্নোঽন্যথাগ্রহণং সর্প ইব রজ্জ্বাং। নিদ্রোক্তা তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণং তম ইতি। তাভ্যাং স্বপ্ননিদ্রাভ্যাং যুক্তৌ বিশ্বতৈজসৌ। অতস্তৌ কার্য্যকারণবদ্ধাবিত্যুক্তৌ। প্রাজ্ঞস্তু স্বপ্নবর্জ্জিতঃ কেবলয়ৈব নিদ্রয়া যুত ইতি কারণবদ্ধ ইত্যুক্তম্। নোভয়ং পশ্যন্তি তুরীয়ে নিশ্চিতা ব্রহ্মবিদো বিরুদ্ধত্বাৎসবিতরীব তমঃ। অতো ন কার্য্যকারণবদ্ধ ইত্যুক্তস্তুরীয়ঃ॥ ১৪॥

কদা তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীত্যুচ্যতে। স্বপ্নজাগরিতয়োরন্যথা রজ্জ্বাং সর্প ইব গৃহ্নতস্তত্ত্বং স্বপ্নো ভবতি। নিদ্রাতত্ত্বমজানতস্তিসৃষ্বস্থাসু তুল্যা। স্বপ্ননিদ্রয়োস্তুল্যত্বাদ্বিশ্বতৈজসয়োরেকরাশিত্বম্। অন্যথাগ্রহণাৎ প্রাধান্যাচ্চ গুণভূতা নিদ্রেতি তস্মিন্ বিপর্য্যাসঃ স্বপ্নঃ। তৃতীয়ে তু স্থানে তত্ত্বা-

---

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বৈশ্বানর ও তৈজসপুরুষ কার্য্যকারণবদ্ধ এবং প্রাজ্ঞ কারণবদ্ধ, এই শ্লোকে উক্ত কার্য্যকারণবদ্ধের বিশেষ বিবরণ করিতেছেন।—যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ এক পদার্থে অন্যপ্রকার জ্ঞানের নাম স্বপ্ন এবং তত্ত্বের অপ্রতিবোধই নিদ্রা। বৈশ্বানর ও তৈজস এই উভয়ই স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত, অতএব সেই বৈশ্বানর ও তৈজস ইহারা কার্য্যকারণবদ্ধ। প্রাজ্ঞের স্বপ্ন নাই, কিন্তু কেবল নিদ্রাদ্বারা অভিভূত, এইনিমিত্ত সেই প্রাজ্ঞ কারণবদ্ধ। কিন্তু তুরীয়ব্রহ্মে স্বপ্নও নাই এবং নিদ্রাও নাই, অতএব তিনি কার্য্যকারণবদ্ধও নহেন এবং কারণবদ্ধও নহেন। যেমন সূর্য্যেতে অন্ধকারের সম্ভব নাই, সেইরূপ তুরীয়ব্রহ্মে স্বপ্ন ও নিদ্রা নাই, অতএব তাঁহাকে কার্য্যকারণবদ্ধ, অথবা কারণবদ্ধ বলা যায় না॥ ১৪॥

কখন বা স্বপ্ন হয় এবং কখনই বা নিদ্রা হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ যখন স্বপ্ন ও জাগরণ এই উভয়ের তত্ত্বগ্রহণ করিতে

বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে ॥ ১৫ ॥
অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।

জ্ঞানলক্ষণা নিদ্রৈব কেবলা বিপর্য্যাসঃ। অতস্তয়োঃ কার্য্যকারণস্থানয়োরন্যথাগ্রহণাগ্রহণলক্ষণবিপর্য্যাসে কার্য্যকারণবন্ধরূপে পরমার্থতত্ত্বপ্রতিবোধতঃ ক্ষীণে তুরীয়ে পদমশ্নুতে তদোভয়লক্ষণং বন্ধরূপং তত্রাপশ্যন্ তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

যোঽয়ং সংসারী জীবঃ স উভয়লক্ষণেন তত্ত্বাপ্রতিবোধরূপেণ বীজাত্মনা অন্যথাগ্রহণলক্ষণেন চানাদিকালপ্রবৃত্তেন মায়ালক্ষণেন স্বপ্নেন মমায়ং পিতা পুত্রোঽয়ং নপ্তা ক্ষেত্রং পশবোঽহমেষাং স্বামী সুখী দুঃখী ক্ষয়িতোঽহমনেন বর্দ্ধিতশ্চানেনেত্যেবংপ্রকারান্ স্বপ্নান্ স্থানদ্বয়েঽপি পশ্যন্ সুপ্তো যদা বেদান্তার্থতত্ত্বাভিজ্ঞেন পরমকারুণিকেন গুরুণা নাস্যেবং ত্বং হেতুফলাত্মকঃ কিন্তু তত্ত্বমসীতি প্রতিবোধ্যমানো যদা তদৈবং প্রতিবুধ্যতে। কথং নাস্মিন্ বাহ্যমাভ্যন্তরং বা জন্মাদিভাববিকারোঽস্ত্যতোঽজং সবাহ্যা-

---

পারে না, তখনই স্বপ্ন হইয়া থাকে এবং যখন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারে না এবং অবস্থাত্রয়ই তুল্যরূপে জ্ঞান হয়, তখনই নিদ্রা হইয়া থাকে। স্বপ্ন ও নিদ্রা এই উভয়ের বিপর্য্যাস ক্ষীণ হইলেই তুরীয়পাদ নিশ্চিত হইয়া থাকে। স্বপ্ন ও নিদ্রা এই উভয়ের তুল্যত্বহেতু বৈশ্বানর ও তৈজস এই উভয়েরও একত্ববোধ হয়। যখন পরমার্থতত্ত্বের প্রতিবোধ হইয়া কার্য্যকারণ সম্বন্ধক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই তুরীয়ব্রহ্মে নিশ্চয় জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কখন তত্ত্বজ্ঞানের কারণীভূত সংসারের সত্যত্ব জ্ঞানের ক্ষয় হইয়া সেই তুরীয়ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ পায়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সংসারী জীব যখন অনাদিমায়াদ্বারা প্রসুপ্ত হইয়া পরে প্রতিবোধ প্রাপ্ত হয়, তখনই অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন ও অদ্বৈত তুরীয়ব্রহ্মকে জানিতে পারে। যখন জীব সংসারে থাকে, তখন অনাদিমায়াস্বরূপ স্বপ্ন অর্থাৎ আমার পিতা, আমার পুত্র, আমার নপ্তা, (নাতি) আমার ক্ষেত্র, আমার

অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥ ১৬ ॥
প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।

ভ্যন্তরসর্ব্বভাববিকারবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ। যস্মাজ্জন্মাদিকারণভূতং নাস্মিন্নবিদ্যাতমোবীজং নিদ্রা বিদ্যত ইত্যনিদ্রম। অনিদ্রং হি তত্তুরীয়মত এবাস্বপ্নম্। তন্নিমিত্তত্বা দন্যথা গ্রহণস্য। যস্মাচ্চানিদ্রস্বপ্নং তস্মাদজমদ্বৈতং তুরীয়মাত্মানং বুধ্যতে তদা ॥ ১৬ ॥

প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা চেৎপ্রতিবুধ্যতেঽনিবৃত্তে প্রপঞ্চে কথমদ্বৈতমিতি। উচ্যতে। সত্যমেবং স্যাৎপ্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত রজ্জ্বাং সর্প ইব কল্পিতত্বাৎ ন তু স বিদ্যতে বিদ্যমানশ্চেন্নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ। ন হি রজ্জ্বাং ভ্রান্তিবুদ্ধ্যা কল্পিতঃ সর্পো বিদ্যমানঃ সন্ বিবেকতো নিবৃত্তঃ। নৈব মায়া মায়া-

---

পশু, আমি পুত্রাদির স্বামী, আমি সুখী, আমি দুঃখী; আমি ইহাদিগের ক্ষয়ে ক্ষীণ হই এবং আমি ইহাদিগের বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকি, ইত্যাদি স্বপ্ন দর্শনকরত জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় সুষুপ্ত থাকে, অর্থাৎ উক্ত পুত্রকলত্রাদির মায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া তত্ত্বপর্য্যালোচনা করিতে পারে না। পরে যখন বেদান্ততত্ত্বপারদর্শী পরমহিতৈষী করুণাময় গুরু পুত্রাদির অসারত্ব প্রমাণীকৃত করিয়া "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সেই সংসারীকে প্রতিবোধিত করেন, তখনই সেই সংসারী জীব প্রতিবোধিত হয় এবং সেই তুরীয়ব্রহ্মকে জানিতে পারে। সেই তুরীয়ব্রহ্মের কোনরূপ বাহ্য, কিম্বা আন্তরিক বিকার স্বরূপ জন্মাদি, হয় না ॥ ১৬ ॥

প্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইলেই চিৎ প্রতিবোধিত হয়, কিন্তু প্রপঞ্চের নিবৃত্তি না হইলে কিরূপে দ্বৈতনিবৃত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যাবৎ প্রপঞ্চ নিবৃত্ত না হয়, অর্থাৎ সংসারের মায়া পরিত্যাগ না হয়, তাবৎ সংশয় নিবৃত্ত হয় না। সংশয় নিবৃত্তি না হইলে দ্বৈত ও অদ্বৈত ইহার একতর নিশ্চয় হয়না। এই প্রপঞ্চ মায়ার কার্য্য, বাস্তবিক সেই প্রাজ্ঞ অদ্বৈত; তিনি কোনবিষয়ে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত নহেন। যেমন

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥ ১৭ ॥
বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥

বিনা প্রযুক্তা তদ্দর্শিনাং চক্ষুর্বন্ধাপগমে বিদ্যমানা সতী নিবৃত্তা। তথে
প্রপঞ্চাখ্যং মায়ামাত্রং দ্বৈতং রজ্জুবন্মায়াবিবচ্চাদ্বৈতং পরমার্থতস্তস্মা
কশ্চিৎপ্রপঞ্চঃ প্রবৃত্তো বাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭ ॥

নমু শাস্তা শাস্ত্রং শিষ্য ইতি বিকল্পঃ কথং নির্ব্বৃত্ত ইত্যুচ্যতে। বিকল্প
বিনিবর্ত্তেত যদি কেনচিৎকল্পিতঃ স্যাৎ। যথাঽয়ং প্রপঞ্চো মায়ারজ্জুসর্প
বত্তথাঽয়ং শিষ্যাদিভেদবিকল্পোঽপি প্রাক্ প্রতিবোধাদেবোপদেশনিমিত্তে
হত উপদেশাদয়ং বাদঃ শিষ্যঃ শাস্তা শাস্ত্রমিত্যুপদেশকার্য্যে তু জ্ঞা
নির্ব্বৃত্তে জ্ঞাতে পরমার্থতত্ত্বে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥

রজ্জুতে ভ্রান্তিবুদ্ধিদ্বারা সর্পজ্ঞান হয় বটে, কিন্তু বিশেষরূপ বিবেচ
করিয়া দেখিলে সেই ভ্রান্তির নিবৃত্তি এবং সর্পজ্ঞান অন্তরিত হইয়া প্রকৃ
রজ্জুজ্ঞান হইয়া থাকে। সেইরূপ মায়া নিবারণপূর্ব্বক বিবেচনা করি
দেখিলে তিনি কালত্রয়েই প্রপঞ্চের সম্বন্ধবিহীন, এইরূপ জ্ঞান হইলে
অদ্বৈতজ্ঞান হইবে। এইক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই প্রপঞ্চের কা
ত্রয়ে সত্তা নাই, কেবল সেই পরমাত্মাই কালত্রয়ে বিদ্যমান আছেন ॥ ১৭

প্রকারান্তরে অদ্বৈতজ্ঞানের অনুপপত্তি আশঙ্কা নিবারণ করিতে
ছেন।—যদি বল, উপদেশক গুরু, শাস্ত্র ও শিষ্য এই সকল পৃথক্ পৃথ
দেখা যাইতেছে, অতএব অদ্বৈতজ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? শিষ্যাদি
পার্থক্যবশতঃ দ্বৈতজ্ঞানই হইতেছে, তথাপি যেমন রজ্জুতে বৃথা সর্পজ্ঞা
হয়; সেইরূপ এই প্রপঞ্চমায়া কল্পিত, বাস্তবিক সত্য নহে। যাবৎ মা
বিদ্যমান থাকে, তাবৎ এই প্রপঞ্চ সত্য বলিয়া বোধ হয়; আবার যখ
সেই মায়া অন্তরিত হয়, তখন এই প্রপঞ্চে অসত্যজ্ঞান হইয়া অদ্বৈতজ্ঞা
হয়। এইরূপ যাবৎ গুরুর উপদেশদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান না হয়, তাবৎ এই গুর
ইহা উপদেশকশাস্ত্র এবং আমি শিষ্য ইত্যাদি দ্বৈতজ্ঞান থাকে, পরে যখ

বিশ্বস্যাত্ববিবক্ষায়ামাদিসামান্যমুৎকটম্।
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্যাদাপ্তিসামান্যমেব চ ॥ ১৯ ॥
তৈজসস্যোত্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটম্।
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্যাদুভয়ত্বং তথাবিধম্ ॥ ২০ ॥

অত্রৈতে শ্লোকা মন্ত্রা ভবন্তি। বিশ্বস্যাত্বমকারমাত্রত্বং যদা বিবক্ষ্যতে তদাদিত্বসামান্যমুক্তন্যায়েনোৎকটমুদ্ভূতং দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। অত্ববিবক্ষায়ামিত্যস্য ব্যাখ্যানং মাত্রাসম্প্রতিপত্তাবিতি। বিশ্বস্যাকারমাত্রত্বং যদা সম্প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ। আপ্তিসামান্যমেব চোৎকটমিত্যনুবর্ত্ততে চ শব্দাৎ ॥ ১৯ ॥

তৈজসস্যোত্ববিজ্ঞানে উকারত্ববিবক্ষায়ামুৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটং স্পষ্ট ইত্যর্থঃ। উভয়ত্বঞ্চ স্ফুটমেবেতি। পূর্ব্ববৎসর্ব্বম্ ॥ ২০ ॥

গুরুর উপদেশদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন গুরু, শাস্ত্র ও শিষ্য ইত্যাদি পৃথক্ জ্ঞান থাকে না এবং অদ্বৈতজ্ঞানের কোন হানিও নাই ॥ ১৮ ॥

ওঙ্কারের পাদ ও মাত্রা ইহাদিগের যে একত্ব উপনিষৎভাগের মূলশ্রুতিতে উক্ত আছে, এই শ্লোকে সেই মাত্রা ও পাদের একত্ব সবিশেষ প্রতিপাদিত হইতেছে।—বৈশ্বানরপুরুষকে যে অকার মাত্রা ও প্রথমপাদস্বরূপ বলা হইয়াছে তাহাতেই জানা যায় যে, তিনিই আদিরূপে উদ্ভূত হয়েন। আর যখন সেই বৈশ্বানরকে মাত্রাস্বরূপে বলা যায়, তখনই বৈশ্বানর সর্ব্বময়স্বরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। সেই বৈশ্বানরপুরুষ সকলের আদি এবং সর্ব্বময়, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে প্রথমমাত্রা ও প্রথমপাদের ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এইক্ষণ উকারস্বরূপ দ্বিতীয়মাত্রা ও দ্বিতীয়পাদের ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছেন।—উকার ওঙ্কারের দ্বিতীয়মাত্রা এবং তৈজসপুরুষ দ্বিতীয়পাদ, এই দ্বিতীয়মাত্রা ও দ্বিতীয়পাদ উভয়ই এক। যখন এইরূপে মাত্রা ও পাদের ঐক্যজ্ঞান হইবে, তখনই তাঁহার উৎকর্ষ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। উকার-

মকারভাবে প্রাজ্ঞস্য মানসামান্যমুৎকটম্।
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ তু লয়সামান্যমেব চ॥ ২১॥
ত্রিষু ধামসু যত্তুল্যং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিতঃ।
সম্পূজ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বন্দ্যশ্চৈষ মহামুনিঃ॥ ২২॥
অকারো নয়তে বিশ্বমুকারশ্চাপি তৈজসম্।

মকারত্বে প্রাজ্ঞস্য মিতিলয়াবুৎকৃষ্টে সামান্য ইত্যর্থঃ॥ ২১॥

যথোক্তস্থানত্রয়ে তুল্যমুক্তং সামান্যং বেত্ত্যেবমেবৈতদিতি নিশ্চিতে যঃ সম্পূজ্যো বন্দ্যশ্চ ব্রহ্মবিল্লোকে ভবতি॥ ২২॥

যথোক্তৈঃ সামান্যৈরাত্মপাদানাং মাত্রাভিঃ সহৈকত্বং কৃত্বা যথোক্তো ঙ্কারং প্রতিপদ্য যো ধ্যায়ীত তমকারো নয়তে বিশ্বং প্রাপয়তি অকার

স্বরূপ দ্বিতীয়মাত্রার সম্যক্জ্ঞান হইলেই আদি ও মধ্য এই উভয়জ্ঞা হইবে॥ ২০॥

শ্রুতিতে যে মকারস্বরূপ ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা ও প্রাজ্ঞের একত্ব কথি হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাই প্রকাশ করিতেছেন।—ওঙ্কারের তৃতীয়মা মকার এবং তৃতীয়পাদ প্রাজ্ঞ, এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান হইলেই সেই প্রা পুরুষে যে সকলের পরিমাণ ও লয় হয়, ইহাই পরিজ্ঞাত হইবে। সে পুরুষই জগতের লয়সাধন করেন এবং সেই মাত্রার সম্যক্প্রকার প জ্ঞান হইলে লয়সামান্য জ্ঞান হইবে॥ ২১॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে বৈশ্বানর তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই পাদত্রয়ের সহি ক্রমতঃ অকার, উকার ও মকার এই মাত্রাত্রয়ের একত্ব প্রতিপাদন করি এইক্ষণ সেই ঐক্যজ্ঞানের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়, বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই পাদত্রয় এ অকার, উকার ও মকার এই মাত্রাত্রয় এই সকলকে যে ব্যক্তি এক বলি জানিতে পারেন, সেই ব্যক্তি সর্ব্বভূতের পূজ্য এবং সকলের বন্দনী মহামুনিতুল্য হইয়া থাকেন॥ ২২॥

ওঙ্কারের প্রথমমাত্রা অকার বৈশ্বানর, দ্বিতীয়মাত্রা উকার তৈ

মকারশ্চ পুনঃ প্রাজ্ঞং নামাত্রে বিদ্যতে গতিঃ ॥ ২৩ ॥
ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎ পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ।
ওঙ্কারং পাদশোজ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৪ ॥

লম্বনোঙ্কারং বিদ্বান্ বৈশ্বানরো ভবতীত্যর্থঃ। তথোকারস্তৈজসম্। মকারশ্চাপি পুনঃ প্রাজ্ঞঞ্চশব্দান্বয়ত ইত্যনুবর্ত্ততে। ক্ষীণে তু মকারে বীজভাবক্ষয়াদমাত্রে ওঙ্কারে গতির্ন বিদ্যতে কচিদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্ববদত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। যথোক্তৈঃ সামান্যৈঃ পাদা এব মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাস্তস্মাংদোঙ্কারং পাদশো বিদ্যাদিত্যর্থঃ। এবমোঙ্কারে জ্ঞাতে দৃষ্টার্থমদৃষ্টার্থং বা ন কিঞ্চিৎপ্রয়োজনং চিন্তয়েৎকৃতার্থত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

এবং তৃতীয়মাত্রা মকার প্রাজ্ঞ, এইরূপে অকারাদিমাত্রার সহিত বৈশ্বানরাদিপাদের ঐক্যজ্ঞান করিয়া ধ্যান করিবে। তাহাহইলেই যে প্রথমমাত্রা অকারস্বরূপ প্রথমপাদ বৈশ্বানর বিশ্বব্যাপ্ত, দ্বিতীয়মাত্রা উকারস্বরূপ দ্বিতীয়পাদ তৈজসের উৎকর্ষ এবং তৃতীয়মাত্রা মকারস্বরূপ তৃতীয়পাদ প্রাজ্ঞে পরিণাম ও লয় হয়, ইহা জানিতে পারিবে; কিন্তু যিনি অমাত্র পরমাত্মা, তুরীয়ব্রহ্ম, তিনি অবগতির অবিষয়। যেমন প্রথমমাত্রা অকারের ধ্যান করিলে বৈশ্বানরপ্রাপ্তি, সেইরূপ দ্বিতীয়মাত্রা উকারের ধ্যান করিলে তৈজসপ্রাপ্তি এবং তৃতীয়মাত্রা মকারের ধ্যান করিলে প্রাজ্ঞপ্রাপ্তি হয়। পরে এই বৈশ্বানরাদির পরিজ্ঞান হইয়া সেই পরমাত্মাতে বুদ্ধির অবস্থান হয়, কিন্তু এই পরমাত্মাকে কেহ কোনরূপ মানাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

ওঙ্কারের পাদ ও মাত্রা এই সকল জানিবে, অর্থাৎ পাদই মাত্রা ও মাত্রাই পাদ, এইরূপে অভিন্নজ্ঞান করিয়া ওঙ্কারকে ধ্যান করিবে। ওঙ্কারের মাত্রা ও পাদের ঐক্যজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া সম্যক্‌প্রকারে ওঙ্কারের স্বরূপ পরিজ্ঞান হইলে তাহার চিন্তনীয় আর কিছুই থাকে না। তখন সেই ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়া থাকে এবং দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কোনবিষয়েই তাহার প্রয়োজন থাকে না। পরন্তু তখন তাঁহার সেই ওঙ্কারেই সর্ব্বপ্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ২৫॥
প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরঃ স্মৃতঃ।

যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ যথা ব্যাখ্যাতে পরমার্থরূপে প্রণবে চেতো মনো যস্মাৎপ্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্। ন হি তত্র সদা যুক্তস্য ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিদ্বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চনেতি শ্রুতেঃ॥ ২৫॥

পরাপরে ব্রহ্মণি প্রণবঃ পরমার্থতঃ ক্ষীণেষু মাত্রাপাদেষু পর এবাত্মা ব্রহ্মেতি ন পূর্ব্বং কারণমস্য বিদ্যত ইত্যপূর্ব্বঃ। নাস্যান্তরং ভিন্নজাতীয়ং

ইতিপূর্ব্বে যাহারা প্রণবানুসন্ধানে কুশল, অর্থাৎ ওঙ্কারের পাদ, মাত্রা-প্রভৃতি অনুসন্ধান করিতে পারে, তাহারা কিরূপে ওঙ্কারের ধ্যান করিবে এবং সেই ধ্যানে কিরূপ ফল ফলিবে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে পরন্তু যাহারা সেইরূপে প্রণবের মাত্রাপাদাদি অনুসন্ধান করিতে অক্ষম, তাহারা কিরূপে প্রণবের ধ্যান করিবে, তাহাই এইক্ষণ বলিতেছেন।—যাহারা প্রণবের মাত্রাদি অনুসন্ধানে অক্ষম, তাহারা প্রণবে চিত্ত সমর্পণ করিবে অর্থাৎ অনন্যচিত্তে সেই প্রণবের ধ্যান করিবে। সেই প্রণবই পরব্রহ্ম ও নির্ভয়, যাহারা সেই প্রণবেতে সর্ব্বপ্রকারে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারে, তাহাদিগের কোন স্থলেও ভয় থাকে না, তাহারা সর্ব্বত্র অভয়-চিত্তে বিচরণ করিতে পারে॥ ২৫॥

যাহারা মন্দ ও মধ্যমাধিকারী, তাহারা কিরূপে প্রণবের ধ্যান করিবে, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—প্রণব অপর ব্রহ্ম, অর্থাৎ মাত্রা ও পাদসমন্বিত যখন প্রণবের মাত্রা ও পাদ ক্ষীণ হয়, তখনই তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিবে। তাঁহার কোন কারণ নাই, অতএব সেই প্রণব অপূর্ব্ব তাঁহার ভিন্ন জাতীয় আর কিছুই নাই, এইনিমিত্ত সেই প্রণব অনন্ত অর্থাৎ প্রণবই সর্ব্বময় এবং বাহ্যে ও তাঁহার ভিন্ন কেহ নাই, এইহেতু তিনি অবাহ্য। যেমন সৈন্ধবপিণ্ড বাহ্যে ও অন্তরে সৈন্ধব ভিন্ন আর কিছুই নাই, সেই পিণ্ড কেবল সৈন্ধবময়। সেইরূপ প্রণব অন্তরে ও বাহ্যে সর্ব্ব

অপূর্ব্বোঽনন্তরো বাহ্যো ন পরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্যমান্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্ ॥ ২৭ ॥
প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎসর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।

কিঞ্চিদ্বিদ্যত ইত্যনন্তরঃ। তথা বাহ্যমন্যন্ন বিদ্যতে ইত্যবাহ্যঃ। অপরং কার্য্যমস্য ন বিদ্যত ইত্যনপরঃ। স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ সৈন্ধবঘনবদি-ত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আদিমধ্যান্তা উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়াঃ। সর্ব্বস্যৈব মায়াহস্তিরজ্জুসর্প-মৃগতৃষ্ণিকাস্বপ্নাদিবদুৎপদ্যমানস্য বিয়দাদিপ্রপঞ্চস্য যথা মায়াব্যাদয়ঃ। এবং হি প্রণবমাত্মানং মায়াব্যাদিস্থানীয়ং জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাদেব তদাত্মভাবং ব্যশ্নুত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বপ্রাণিজাতস্য স্মৃতিপ্রত্যয়াস্পদে হৃদয়ে স্থিতমীশ্বরং প্রণবং বিদ্যাৎ-

---

ময়, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার অপর কিছুই কার্য্য নাই, এই-নিমিত্ত সেই প্রণবকে অনপব বলিয়া জ্ঞান করিবে। এইরূপ মধ্যম অধমাধিকারীরা প্রণবকে ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া ধ্যান করিবে, তাহাহইলেই তাহাদিগের ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইতে পারে ॥ ২৬ ॥

প্রণব হইতেই অখণ্ডব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় সকলই প্রণবের অধীন। এইরূপে প্রণবকে জানিয়া ধ্যান করিলেই সাধক কৃতকৃত্য হইতে পারে। প্রণব-ধ্যান করিলেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে, এবং এই জ্ঞানই মুক্তির আদি কারণ, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির আর উপায় নাই। অতএব ব্রহ্মরূপে প্রণবের ধ্যান করিলেই তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান আবির্ভূত হইয়া মুক্তিপ্রদান করে ॥২৭॥

প্রণবই ঈশ্বর, তিনি সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন এবং এই ওঙ্কা-রই সর্ব্বব্যাপী, এইরূপে সুধীব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান প্রণবের ধ্যান করিলে আর তিনি কোনরূপ শোকে পরিতপ্ত হয়েন না। যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপী, সেইরূপ প্রণবও জগদ্ব্যাপী। এইরূপে প্রণবের মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইলে সংসারী ব্যক্তিরও সংসারনিবৃত্ত হইয়া যায়। অতএব তখন তাহার আর

সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২৮ ॥
অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরোজনঃ ॥ ২৯ ॥
ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরায়াং গৌড়পাদীয়
কারিকায়াং প্রথমমাগমপ্রকরণম্ ॥১॥

সর্ব্বব্যাপিনং ব্যোমবদোঙ্কারমাত্মানমসংসারিণং ধীরো বুদ্ধিমান্ মত্বা ন শোচতি। শোকনিমিত্তানুপপত্তেঃ। তরতি শোকমাত্মবিদিতিশ্রুতিভ্যঃ ॥২৮॥
অমাত্রস্তুরীয় ওঙ্কারো মীয়তেঽনয়েতি মাত্রাপরিচ্ছিত্তিঃ সা অনন্তা যস্ত সোঽনন্তমাত্রঃ। নৈতাবত্ত্বমস্ত পরিচ্ছেত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বদ্বৈতোপশমত্বাদেব শিবঃ। ওঙ্কারো যথা ব্যাখ্যাতো বিদিতো যেন স পরমার্থতত্ত্বস্ত মননান্মুনিঃ। নেতরো জনঃ শাস্ত্রবিদপীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্ত পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত শঙ্করভগবতঃ কৃতাবাগমশাস্ত্রবিবরণে গৌড়পাদীয়কারিকাসহিতমাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমাগমপ্রকরণং সম্পূর্ণম্ ॥ ১ ॥

শোকের কোন কারণ থাকে না, সুতরাং প্রণবধ্যায়ীর শোকের সম্ভব নাই। শ্রুতিতে জানা যায় যে, "আত্মবিদ্ পণ্ডিত শোক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন" ॥ ২৮ ॥
সেই ওঙ্কার মাত্রাহীন তুরীয়ব্রহ্ম এবং তিনি অনন্তমাত্র অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে পরিমাণাদিদ্বারা পরিচ্ছেদ করিতে পারে না। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতশান্তি হইয়াছে, তিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, যে ব্যক্তি এই ওঙ্কারের স্বরূপ জানিতে পারেন, তিনি যথার্থ মুনি এবং সেই ব্যক্তি মননদ্বারা সর্ব্ববিষয় জানিতে পারেন। শাস্ত্রবিদ্‌গণ যথার্থ মুনি নহেন, কারণ তাঁহাদিগের মননশক্তি নাই ॥ ২৯ ॥
ইতি কারিকায়াং প্রথমমাগপ্রকরণ ॥ ১ ॥

অথ গৌড়পাদীয়কারিকায়া বৈতথ্যাখ্যং দ্বিতীয়ং প্রকরণং।

বৈতথ্যং সর্ব্বভাবানাং স্বপ্ন আহুর্ম্মনীষিণঃ।
অন্তঃস্থানাত্তু ভাবানাং সংবৃতত্বেন হেতুনা ॥ ১ ॥

ওঁ॥ জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যত ইত্যুক্তম্। একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ। আগমমাত্রং তত্তত্রোপপত্ত্যাপি দ্বৈতস্য বৈতথ্যং শক্যতে-ঽবধারয়িতুমিতি দ্বিতীয়ং প্রকরণমারভ্যতে। বৈতথ্যমিত্যাদিনা। বিতথস্য ভাবো বৈতথ্যং অসত্যত্বমিত্যর্থঃ। কস্য সর্ব্বেষাং বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভাবানাং পদার্থানাং স্বপ্ন উপলভ্যমানানামাহুঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ প্রমাণ-কুশলাঃ। বৈতথ্যে হেতুমাহ। অন্তঃস্থানাৎ। অন্তঃশরীরস্য মধ্যে স্থানং যেষাম্। তত্র হি ভাবা উপলভ্যন্তে পর্ব্বতহস্ত্যাদয়ো ন বহিঃ শরীরাৎ। তস্মাত্তে বিতথা ভবিতুমর্হন্তি। ননু অপবরকাদ্যন্তরুপলভ্যমানৈর্ঘটাদি-ভিরনৈকান্তিকো হেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ। সংবৃতত্বেন হেতুনেতি। অন্তঃ সংবৃত-স্থানাদিত্যর্থঃ। ন হ্যন্তঃ সংবৃতে দেহান্তর্নাড়ীষু পর্ব্বতহস্ত্যাদীনাং ভাবো-ঽস্তি। নহি দেহে পর্ব্বতোঽস্তি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে দ্বৈতজ্ঞান থাকে না, যেহেতু শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, সেই পরব্রহ্ম এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই; এইরূপে প্রথমপ্রক-রণে পরব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈত-জ্ঞানের বিরোধী, যাবৎ দ্বৈতজ্ঞান থাকে, তাবৎ অদ্বৈতজ্ঞান হয় না। অত-এব দ্বৈতজ্ঞানের বিষয়ীভূত সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয়প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন।—এই দ্বিতীয়প্রকরণে সর্ব্বভাবের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইবে। ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞান হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ বাহ্য ও আন্ত-রিক সকলপ্রকার পদার্থকে মিথ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কেবল বিদ্ব-

অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য গত্বা দেশান্ন পশ্যতি।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥ ২ ॥

স্বপ্নদৃশ্যানাং ভাবানামন্তঃ সংবৃতস্থানমিত্যেতদসিদ্ধম্। যস্মাৎপ্রাচ্যেষু সুপ্ত উদক্ষু স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে ইত্যেতদাশঙ্ক্যাহ। ন দেহাদ্বহির্দ্দেশান্তরং গত্বা স্বপ্নান্ পশ্যতি। যস্মাৎসুপ্তমাত্র এব দেহদেশাদ্‌যোজনশতান্তরিতে মাসমাত্রপ্রাপ্যে দেশে স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে। নচ তদ্দেশপ্রাপ্তেরাগমনস্য চ দীর্ঘঃ কালোঽস্তি। অতো দীর্ঘত্বাচ্চকালস্য ন স্বপ্নদৃগ্দেশান্তরং গচ্ছতি। কিঞ্চ প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বঃ স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নদর্শনদেশে ন বিদ্যতে। যদি চ স্বপ্নে দেশান্তরং গচ্ছেৎ যস্মিন্ দেশে স্বপ্নান্ পশ্যেৎ তত্রৈব প্রতিবুধ্যেত। নচৈতদস্তি। রাত্রৌ সুপ্তোঽহনি ইব ভাবান্ পশ্যতি বহুভিঃ সঙ্গতো যৈশ্চ সঙ্গতো ভবতি তৈর্গৃহ্যেত। নচ গৃহ্যতে। গৃহীতশ্চেৎ ত্বামদ্য তত্রোপলব্ধবন্তো বয়মিতি ব্রূয়ুঃ। নচৈতদস্তি। তস্মান্ন দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে ॥ ২ ॥

জ্জন বাক্যই যে মিথ্যাত্বের কারণ, এমত নহে; যুক্তিদ্বারাও সর্ব্বভাবের মিথ্যাত্বপরিজ্ঞান হইতে পারে। যেহেতু সকল পদার্থেরই অন্তর্গতস্থান আছে এবং বাহ্যেও আবরণ আছে, অতএব যে সকল পদার্থ নানারূপধারী, তাহারা স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের ন্যায় অনিত্য ॥ ১ ॥

দেহের বহির্ভাগে দেশান্তর গমন করিয়াও কেহ স্বপ্নদর্শন করে না। সুপ্ত হইলে যেস্থানে শয়ন করিয়া থাকে, তাহাহইতে যোজনান্তর স্থিত অথবা মাসমাত্র লভ্যপ্রদেশে স্বপ্নদর্শন হয়। পরন্তু যেস্থানে শয়ান ছিল, সেইস্থান হইতে দেশান্তরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার আগমন করিতে পারে, এমত দীর্ঘকালও নাই। অতএব কালের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ স্বপ্নদর্শনকারী ব্যক্তি যে দেশান্তরে গমন করিয়াছিল, তাহাও সম্ভব নহে এবং যখন সেই ব্যক্তি জাগরিত হয়, তখন সে স্বপ্নদর্শনপ্রদেশে থাকে না, যাহারা স্বপ্নদর্শনকালে যেদেশে গিয়াছিল, সেই দেশেও জাগরিত হয় না; কিন্তু যেখানে শয়ন করিয়া স্বপ্নদর্শন করে, সেইস্থানেই জাগরিত হয় এবং

অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্ব্বকম্।
বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহুঃ প্রকাশিতম্ ॥ ৩ ॥
অন্তঃস্থানাত্তু ভেদানাং তস্মাজ্জাগরিতে স্মৃতম্।

ইতশ্চ স্বপ্নদৃশ্যা ভাবা বিতথাঃ। যতো অভাবশ্চৈব রথাদীনাং স্বপ্নদৃশ্যানাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্ব্বকং যুক্তিতঃ শ্রুতৌ ন তত্র রথা ইত্যত্র তেনান্তঃস্থানসংবৃতত্বাদিহেতুনা প্রাপ্তং বৈতথ্যং তদনুবাদিন্যা শ্রুত্যা স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্বপ্রতিপাদনপরয়া প্রকাশিতমাহুর্ব্রহ্মবিদঃ ॥ ৩ ॥

জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যমিতি প্রতিজ্ঞাদৃশ্যত্বাদিতি হেতুঃ স্বপ্নদৃশ্যভাববদিতিদৃষ্টান্তঃ। যথা তত্র স্বপ্নে দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যং তথা জাগরিতেঽপি দৃশ্যত্বমবশিষ্টমিতি হেতূপনয়ঃ। তস্মাজ্জাগরিতেঽপি বৈতথ্যং

রাত্রিতে শয়ন করিয়াও দিবা স্বপ্নদর্শন হয়। যখন রাত্রিতে শয়ন করিয়া স্বপ্নদর্শন হয়, তখন বোধ হয় যে, আমি দিবাতে বিদ্যমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছি। অতএব স্বপ্নদৃশ্যপদার্থ যে মিথ্যা, তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ২ ॥

স্বপ্নদৃশ্যপদার্থের মিথ্যাত্ব বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—স্বপ্নদৃশ্যপদার্থসমুদায়ই অসত্য। যেহেতু যেখানে রথগতি নাই ও পন্থা নাই সেই স্থানেও স্বপ্নদর্শন হইয়া থাকে। অতএব স্বপ্নে যে সকল পদার্থকে সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেই সকলই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। যে যুক্তিতে স্বপ্নদৃশ্যপদার্থ সকল অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, সেই যুক্তিদ্বারা জাগ্রৎপদার্থেরও মিথ্যাত্বপ্রতিপাদিত হইয়া থাকে। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ ও প্রমাণকুশল, সেই সকল বিদ্বর্গ বলিয়া থাকেন যে, স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের ন্যায় এই জগৎও অসত্য ॥ ৩ ॥

যে যুক্তিতে স্বপ্নস্থপদার্থসকলের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইল, সেই যুক্তিদ্বারা জাগ্রৎপদার্থ সকলেরও অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইবে। অন্তঃস্থপদার্থ সকল সংবৃতহেতু জাগ্রদ্দৃশ্যপদার্থ হইতে স্বপ্নদৃশ্যপদার্থের বিভিন্নতা জানা যায়। যোগ্যদেশাদির অভাবপ্রযুক্ত স্বপ্নদৃশ্যপদার্থের মিথ্যাত্ব

যথা তত্র তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে ॥ ৪ ॥
স্বপ্নজাগরিতে স্থানে হ্যেকমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিদ্ধেনৈব হেতুনা ॥ ৫ ॥
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥ ৬ ॥

স্মৃতমিতি নিগমনম্। অন্তঃস্থানাৎসংবৃতত্বেন স্বপ্নপ্রদৃশ্যানাং ভাবানাং জাগ্রদ্দৃশ্যেভ্যো ভেদঃ। দৃশ্যত্বমসত্যত্বঞ্চাবশিষ্টমুভয়ত্র ॥ ৪ ॥

প্রসিদ্ধেনৈব ভেদানাং গ্রাহ্যগ্রাহকত্বেন হেতুনা সমত্বেন স্বপ্নজাগরিত-স্থানয়োরেকত্বমাহ। বিবেকিন ইতি। পূর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধস্যৈব ফলম্ ॥ ৫ ॥

ইতশ্চ বৈতথ্যং জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভেদানামাদ্যন্তয়োরভাবাৎ যদাদাবন্তে চ নাস্তি বস্তু মৃগতৃষ্ণিকাদি তন্মধ্যেঽপি নাস্তীতি নিশ্চিতং লোকে। তথেমে জাগ্রদ্দৃশ্যা ভেদাঃ। আদ্যন্তয়োরভাবাদ্বিতথৈরেব মৃগতৃষ্ণিকা-দিভিঃ সদৃশত্বাদ্বিতথা এব তথাঽপ্যবিতথা ইব লক্ষিতা মূঢ়ৈরনাত্ম-বিদ্ভিঃ ॥ ৬ ॥

সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং জাগ্রদৃশ্যপদার্থের উচিত দেশাদির সদ্ভাবপ্রযুক্ত তাহার মিথ্যাত্ব অব্যক্ত, অর্থাৎ সূক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া না দেখিলে জাগরিত পদার্থের মিথ্যাত্ব সহজে প্রতীয়মান হয় না ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, যেমন স্বপ্নদৃশ্যপদার্থ মিথ্যা, সেইরূপ জাগরিতপদার্থও মিথ্যা; সুতরাং স্বপ্ন ও জাগরণের তুল্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব তত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণ স্বপ্ন ও জাগরণকে এক বলিয়া থাকেন। স্বপ্ন ও জাগরিতপদার্থ গ্রাহ্যগ্রাহকস্বরূপে বিভিন্ন বটে, কিন্তু উভয়েরই মিথ্যাত্বরূপে তুল্যত্ব প্রসিদ্ধ, ইহাই বিবেকিদিগের অভিমত। পূর্ব্বেও এই বিষয়টী প্রমাণীকৃত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

জাগ্রদ্দৃশ্যপদার্থের মিথ্যাত্ববিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—যদি জাগ্রদ্দৃশ্যপদার্থসকল মিথ্যাত্বরূপে স্বপ্নদৃশ্যপদার্থের সহিত সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে "এই ঘট, এই পট" ইত্যাদি ব্যবহার

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

স্বপ্নদৃশ্যবজ্জাগরিতদৃশ্যানামপ্যসত্ত্বমিতি যদুক্তং তদযুক্তম্। যস্মাজ্জাগ্র-দৃশ্যা অন্নপানবাহনাদয়ঃ ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্তিং কুর্ব্বন্তঃ। গমনাগমনাদি-কার্য্যঞ্চ সপ্রয়োজনা দৃষ্টাঃ নতু স্বপ্নদৃশ্যানাং তদস্তি তস্মাৎ স্বপ্নদৃশ্যবজ্জাগ্র-দৃশ্যানামসত্ত্বং মনোরথমাত্রমিতি। তত্র কস্মাদস্মাৎ সপ্রয়োজনতা দৃষ্টা যা অন্নপানাদীনাং সা স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে। জাগরিতে হি ভুক্ত্বা পীত্বা চাতৃপ্তো বিনিবর্ত্তিততৃট্ সুপ্তমাত্র এব ক্ষুৎপিপাসাদ্যার্ত্তমহোরাত্রোষিতমভুক্তবন্ত-মাত্মানং মন্যতে। যথা স্বপ্নে ভুক্ত্বা পীত্বা চাতৃপ্তোত্থিতস্তথা। তস্মাজ্জাগ্রদ্-দৃশ্যানাং স্বপ্নেঽপি বিপ্রতিপত্তির্দৃষ্টা। অতো মন্যামহে তেষামপ্যসত্ত্বং স্বপ্নদৃশ্যবদনাশঙ্কনীয়মিতি। তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বমুভয়ত্র সমানমিতি মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥৭॥

কিরূপে হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যে সকল পদার্থ আদিতে ছিল না, পরেও থাকিবে না এবং বর্ত্তমানকালেও নাই, সেই সকল কালত্রয়ে অসৎ পদার্থ যে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইবে, তাহা অসম্ভব নহে ॥ ৬ ॥

স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের ন্যায় জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থ যে অসত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু অন্নপান বাহনাদি জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থ সকল ক্ষুৎপিপাসাদি নিবৃত্তি করে এবং গমনাগমনাদি কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অন্ন ভোজন করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, জল পানদ্বারা পিপাসা বারণ হইয়া থাকে এবং বাহনদ্বারা গমনাগমনাদি কার্য্য সাধিত হয়, তবে আর জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থকে কিরূপে অসত্য বলা যাইতে পারে? স্বপ্ন দৃশ্যপদার্থের উক্ত প্রকার কার্য্যসাধনতা শক্তি নাই, সুতরাং তাহাকে অসত্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থের সর্ব্বদা প্রয়োজন দেখা যায়, অতএব তাহাকে অসত্য বলা যায় না। জাগ্রৎকালে অন্নপানাদির যে প্রয়োজন দেখা
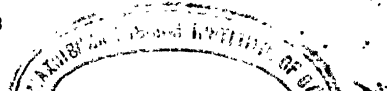
অপূর্ব্বং স্থানিধর্ম্মো হি যথাস্বর্গনিবাসিনাম্।
তানয়ং প্রেক্ষতে গত্বা যদৈবেহ সুশিক্ষিতঃ ॥ ৮ ॥

স্বপ্নজাগ্রদ্ভেদয়োঃ সমত্বাজ্জাগ্রদ্ভেদানামসত্ত্বমিতি যদুক্তং তদসৎ কস্মাৎ। দৃষ্টান্তস্যাসিদ্ধত্বাৎ। কথং নহি জাগ্রদ্দৃষ্টা এবৈতে ভেদাঃ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে কিন্তর্হি অপূর্ব্বং স্বপ্নে পশ্যতি চতুর্দ্দন্তগজমারূঢ়মষ্টভুজমাত্মানং মন্যতে। অন্যদপ্যেবং প্রকারমপূর্ব্বং পশ্যতি স্বপ্নে। তন্নান্যেনাসতাসমম্ মিতি সদেবতো দৃষ্টান্তোঽসিদ্ধস্তস্মাৎস্বপ্নবজ্জাগরিতস্যাসত্ত্বমিত্যযুক্তম্ তত্র স্বপ্নে দৃষ্টমপূর্ব্বং যন্মন্যসে ন তত্ স্বতঃ সিদ্ধম্। কিন্তর্হি অপূর্ব্বঃ স্থানিধর্ম্মো হি স্থানিনো দ্রষ্টুরেব হি স্বপ্নস্থানবতো ধর্ম্মঃ। যথা স্বর্গনিবাসিনা

যায়, তাহা স্বপ্নকালে সম্ভবে না। জাগ্রদবস্থাতে ভোজন ও পানীয়দ্বারা ক্ষুধা পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া প্রসুপ্তমাত্রই আপনাকে ক্ষুধা পিপাসায় পীড়িত ও অহোরাত্র উপবাসী জ্ঞান করে এবং স্বপ্নকালে ভোজন পানদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া উত্থিতমাত্রই আপনাকে ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া জ্ঞান করে, অতএব জাগ্রৎকালের দৃশ্য পদার্থ সকল যে স্বপ্নকালে বিপরীত ভাবাপন্ন এবং স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ সকল জাগ্রৎকালে বিপ্রতিপন্ন হয়, তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল; এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, স্বপ্ন দৃশ্য পদার্থের ন্যায় জাগ্রদ্দৃষ্ট পদার্থের অসত্যত্ব আশঙ্কাও হইতে পারে না। অতএব স্বপ্ন দৃশ্য পদার্থই মিথ্যা, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে; সুতরাং স্বপ্নদৃশ্য ও জাগ্রদ্দৃশ্য উভয়ই তুল্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥ ৭ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, স্বপ্নদৃশ্য ও জাগ্রদ্দৃশ্য উভয় পদার্থই তুল্য, অর্থাৎ যেমন স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ অসৎ, সেইরূপ জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থও অসত্য, কিন্তু ইহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয় না, যেহেতু যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থের অসত্যত্ব আশঙ্কা করিয়াছ, তাহা অসিদ্ধ হইতেছে। স্বপ্নদৃষ্টপদার্থমাত্রকে অসত্য বলা যায় না; কারণ কখন কখন জাগ্রদ্দৃষ্টপদার্থেরও স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু স্বপ্ন

ন্দ্রাদীনাং সহস্রাক্ষত্বাদি তথা স্বপ্নদৃশোঽপূর্ব্বোঽয়ং ধর্ম্মঃ। ন স্বতঃ সিদ্ধো ষ্টুঃ স্বরূপবৎ। তানেবং প্রকাশনপূর্ব্বান্ স্বচিত্তবিকল্পানয়ং স্থানো স্বপ্নদৃক্ প্নস্থানং গত্বা প্রেক্ষতে। যথৈবেহ লোকে সুশিক্ষিতো দেশান্তরমার্গস্তেন র্গেণ দেশান্তরং গত্বা তান্ পদার্থান্ পশ্যতি তদ্বৎ। তস্মাদ্যথা স্থানি- র্ম্মাণাং রজ্জুসর্পমৃগতৃষ্ণিকাদীনামসত্বং তথা স্বপ্নদৃশ্যানামপূর্ব্বাণাং স্থানি- র্ম্মত্বমেবেত্যসত্বং অতো ন স্বপ্নদৃষ্টান্তস্যাসিদ্ধত্বম্॥ ৮॥

ালে নানাপ্রকার অপূর্ব্ব দর্শন হয়। স্বপ্নকালে "আমি চতুর্দ্দন্তগজে ারূঢ় হইয়া আছি এবং আমি অষ্টভুজধারী হইয়াছি" এইরূপ জ্ঞান ইয়া থাকে; ইত্যাদি প্রকারে নানারূপ স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে, াতএব অন্য অসদ্বস্তুর ন্যায় স্বপ্ন দৃশ্য পদার্থমাত্রকে অসৎ বলা যায় না, ুতরাং দৃষ্টান্ত অসিদ্ধহেতু "স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের ন্যায় জাগ্রদৃশ্য পদার্থ অসত্য" াই কথা অযুক্ত। স্বপ্নকালে যে সকল অপূর্ব্ব পদার্থ দর্শন হয় বলিয়া ান করিতেছ, তাহা স্বতঃসিদ্ধপদার্থ নহে, উহা স্বপ্নদ্রষ্টার ধর্ম্মবিশেষ। যমন স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদির ধর্ম্ম সহস্রাক্ষত্বাদি, সেইরূপ অপূর্ব্ব স্বপ্নদর্শন স্বপ্নদর্শন কর্ত্তার ধর্ম্ম, বাস্তবিক স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে। অথাপি স্বপ্ন- র্শনকারী ব্যক্তি যে উক্তরূপে প্রকাশমান স্বপ্ন দর্শন করে, উহা কেবল ত্তের বিকল্পমাত্র। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ স্বপ্নস্থানে গমন করিলেই ঐরূপ পূর্ব্ব পদার্থ সকল দর্শন করে; যেরূপ অবস্থা সর্ব্বদা ভাবনা করে, স্বপ্ন- ালে তাহাই দর্শন হয়। যেমন সুশিক্ষিতমার্গ আশ্রয় করিয়া দেশান্তরে মন করিলে সেই দেশস্থ পদার্থ সকল দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভ্যস্ত পদার্থ সকলই স্বপ্নকালে দেখা যায়। অতএব যেমন স্থান বিশেষে র্পকে রজ্জু বলিয়া জ্ঞান হয় এবং মরীচিকাকালে স্থলেতে জলজ্ঞান হয়, ন্তু ঐ সর্প ও জল প্রকৃত সর্প বা জল নহে, কেবল স্থান বিশেষের ধর্ম্ম- শতই ঐরূপ সর্প ও জল বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বপ্ন অপূর্ব্বপদার্থ সকলও স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের ধর্ম্ম, অতএব তাহা সৎ হে॥ ৮॥

স্বপ্নবৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতন্ত্বসৎ।
বহিশ্চেতোগৃহীতং সদ্দৃষ্টং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥ ৯ ॥
জাগ্রদ্বৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতন্ত্বসৎ।
বহিশ্চেতো গৃহীতং সদ্‌যুক্তং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥ ১০ ॥

অপূর্ব্বত্বাশঙ্কাং নিরাকৃত্য স্বপ্নদৃষ্টান্তস্য পুনঃ স্বপ্নতুল্যতাং জাগ্রদ্ভেদানাং প্রপঞ্চয়ন্নাহ। স্বপ্নবৃত্তাবপি স্বপ্নস্থানেঽপ্যন্তশ্চেতসা মনোরথসঙ্কল্পিতমসৎ। সঙ্কল্পানন্তরসমকালমেবাদর্শনাত্তত্রৈব স্বপ্নে বহিশ্চেতসা গৃহীতং চক্ষুরাদি-দ্বারেণোপলব্ধং ঘটাদি সদিত্যেবমসত্যমিতি নিশ্চিতেঽপি সদসদ্বিভাগো দৃষ্টঃ। উভয়োরপ্যন্তর্ব্বহিশ্চেতঃ কল্পিতয়োর্ব্বৈতথ্যমেব দৃষ্টম্ ॥ ৯ ॥

সদসতোর্ব্বৈতথ্যং যুক্তম্। অন্তর্ব্বহিশ্চেতঃ কল্পিতত্বাবিশেষাদিতি ব্যাখ্যাতমন্যৎ ॥ ১০ ॥

স্বপ্নকালেও যে সকল বস্তু মনে মনে চিন্তা করা যায়, সেই সকল পদার্থ অসৎ, যেহেতু যাবৎ মনে মনে চিন্তা করা যায়, তাবৎই সেই সকলকে সৎ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন সেই চিন্তার অভাব হয়, তখন আর সেই সঙ্কল্পিত পদার্থের দর্শন হয় না। আর যখন চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা ঘটপটাদি যে সকল পদার্থ লাভ করা যায়, তখন সেই সকল ঘট পটাদিকে সৎ বলিয়া বোধ হয়। যদি স্বপ্নকালেও এইরূপে সৎ ও অসদ্বিভাগ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নকালে মনঃকল্পিত ও বাহ্য চক্ষুরাদিদ্বার লব্ধ উভয়বিধ পদার্থই অসৎ। অতএব স্বপ্ন দৃষ্টপদার্থমাত্রই অসৎ বলিয় প্রতীতি হইতেছে; সুতরাং স্বপ্ন দৃষ্টান্তদ্বারা কোন কার্য্যসাধন হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

জাগ্রৎকালেও যে সকল বস্তু মনে মনে ভাবনা করা যায়, সেই সকল পদার্থ অসৎ। যেহেতু যতকাল মনে মনে ভাবনা করা যায়, তাবৎকাল সেই ভাবিত পদার্থ সকল সৎ বলিয়া বোধ হয়, পরন্তু যখন সেই ভাবন অন্তর্হিত হয়, তখন আর সেই চিন্তিত পদার্থের দর্শন হয় না এবং চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা ঘটপটাদি যে সকল পদার্থ লাভ করা যায়, সে

উভয়োরপি বৈতথ্যং ভেদানাং স্থানয়োর্যদি।
ক এতান্ বুধ্যতে ভেদান্ কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ ॥১১॥
কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মদেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

চোদকশ্চাহ। স্বপ্নজাগ্রৎস্থানয়োর্ভেদানাং যদি বৈতথ্যং ক এতানন্তর্বহিশ্চেতঃ কল্পিতান্ বুধ্যতে। কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ। স্মৃতিজ্ঞানয়োঃ ক আলম্ব ইত্যভিপ্রায়ঃ। ন চেন্নিরাত্মবাদ ইষ্টঃ ॥ ১১ ॥

স্বয়ং স্বমায়য়া স্বমাত্মানমাত্মা দেব আত্মন্যেব বক্ষ্যমাণং ভেদাকারং কল্পয়তি রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদীন্। স্বয়মেব চ তান্ বুধ্যতে ভেদান্ তদ্বদেবেত্যেবং বেদান্তনিশ্চয়ঃ। নাঽন্যোঽস্তি জ্ঞানস্মৃত্যাশ্রয়ঃ। নচ নিরাস্পদে এব জ্ঞান স্মৃতী বৈনাশিকানামিবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২ ॥

সকল ঘটপটাদিকে সৎ বলিয়া বোধ হয়। যদি জাগরণকালেও এইরূপে সৎ ও অসদ্বিভাগ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক জাগ্রৎকালেও মনঃ কল্পিত ও বাহ্য চক্ষুরাদিদ্বারা গ্রাহ্য উভয় প্রকার পদার্থই অসৎ। অতএব জাগ্রদৃষ্ট পদার্থও অসৎ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে ॥ ১০ ॥

যদি স্বপ্নদৃশ্য ও জাগ্রদৃশ্য উভয়বিধ পদার্থ ই অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে অন্তঃকল্পিত ও বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য এইসকল পদার্থ কে জানিবে? এই সকল পদার্থের বিকল্পই বা কি? অর্থাৎ অন্তশ্চিত্তকল্পিত ও বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই উভয়বিধ পদার্থের কোন নির্ম্মাণ কর্ত্তা থাকে না এবং স্মৃতি ও জ্ঞানের বিষয়ই বা কি হইবে? যদি সকল পদার্থই মিথ্যা হইল, তবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া স্মরণ ও জ্ঞান হইবে, পরন্তু কর্ত্তৃকর্ম্ম ব্যবহারেও বিরোধ হয়। যদি কর্ত্তা কর্ম্ম ইচ্ছা না কর, তাহাহইলে নিরাত্মবাদই ইষ্ট হইতে পারে ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে কর্ত্তৃকর্ম্মবিরোধ হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকে সেই কর্ত্তৃকর্ম্ম বিরোধ ভঞ্জন করিতেছেন।—আত্মা স্বয়ংই আত্মাকে কল্পনা করেন, তিনি কোনরূপ কারণাদির সাহায্য অপেক্ষা করেন না। আত্মা

বিকারোত্যপরান্ ভাবানন্তশ্চিত্তে ব্যবস্থিতান্।
নিয়তাংশ্চ বহিশ্চিত্ত এবং কল্পয়তে প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥

সঙ্কল্পয়ন্ কেন প্রকারেণ কল্পয়তীত্যুচ্যতে। বিকরোতি নানা করোত্যপরান্ লৌকিকান্ ভাবান্ পদার্থান্ শব্দাদীনন্যাংশ্চান্তশ্চিত্তে বাসনারূপেণ ব্যবস্থিতানব্যাকৃতান্নিয়তাংশ্চ পৃথ্ব্যাদীন্ অনিয়তাংশ্চ কল্পনাকালান্ বহিশ্চিত্তঃ সন্। তথাঽন্তশ্চিত্তো মনোরথাদি লক্ষণানিত্যেবং কল্পয়তি। প্রভুরীশ্বর আত্মেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ 171257

আপন মায়াবলে আপনাকে কল্পনা করিয়া থাকেন। সকল পদার্থ মিথ্যা হইলেও মায়াদ্বারাই কর্ত্তৃকর্ম্ম ব্যবহারের সিদ্ধি আছে ; সুতরাং বিরোধের সম্ভব নিবারিত হইল। সেই আত্মাই সকলের ভেদ জানিতে পারেন ; এখন আর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিরোধ রহিল না। এক অদ্বিতীয় আত্মাতেই সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা কল্পিত আছে, ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের নিশ্চয়। যেমন ঘটকর্ত্তা কুম্ভকারই সেই ঘটের অধিষ্ঠাতা, অন্য মৃত্তিকাদি সেই ঘটের অধিষ্ঠাতা নহে। সেইরূপ আত্মাই জ্ঞান ও স্মৃতির আশ্রয়, আত্মা ভিন্ন জ্ঞান ও স্মৃতির আশ্রয় আর কেহ নাই। যেমন ঘটাদি নির্ম্মাণকালে একমাত্র মৃত্তিকাই সেই ঘটের উপাদান, সেইরূপ আত্মাই আত্মার উপাদান ; তদ্ভিন্ন অন্য উপাদান নাই। যেমন ঘটকারী কুম্ভকারের পক্ষে ভূতল অধিকরণ হয়, সেইরূপ আত্মাই আত্মার অধিকরণ। আত্মা মায়াদ্বারাই জগৎ নির্ম্মাণ করেন। যিনি জগৎকর্ত্তা ও জগতের প্রমাতা তিনি ভিন্ন জ্ঞান ও স্মৃতির আশ্রয় আর কেহ নাই ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা মায়াদ্বারা জগৎ কল্পনা করেন, এই শ্লোকে সেই জগৎ কল্পনারক্রম বর্ণিত হইতেছে।—বিভু আত্মা সর্ব্বপ্রকার লৌকিকপদার্থ সকল কল্পনা করেন, নিয়ত ও অনিয়ত সকল প্রকার পদার্থ সেই আত্মার কল্পিত। তাঁহার চিত্তে বাসনা হইলে অব্যক্ত শব্দাদি এবং ব্যক্তরূপে ব্যবহারযোগ্য পৃথিব্যাদি কল্পিত হয়। যেমন লোকে কুলাল ও তন্তুবায় ঘট ও বস্ত্রনির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়া কিরূপে

চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু দ্বয়কালাশ্চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষো নান্যহেতুকঃ ॥ ১৪ ॥

স্বপ্নবচ্চিত্তপরিকল্পিতং সর্ব্বমিত্যেতদাশঙ্কতে। যস্মাচ্চিত্তপরিকল্পিতৈ-র্মনোরথাদিলক্ষণৈশ্চিত্তপরিচ্ছেদ্যৈর্বৈলক্ষণ্যাং বাহ্যানামন্যোঽন্যপরি-চ্ছেদ্যত্বমিতি সা ন যুক্তা আশঙ্কা। চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু চিত্তপরিচ্ছেদ্যাঃ চিত্তকালব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদকঃ কালো যেষাং তে চিত্তকালাঃ। কল্পনা কাল্যকাল এবোপলভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। দ্বয়কালাশ্চ ভেদকালা অন্যোন্যপরি-চ্ছেদ্যাঃ। যথা গোদোহনমাস্তে যাবদাস্তে তাবদ্গাং দোগ্ধি যাবদ্গাং দোগ্ধি

কার্য্য করিলে লোকের ব্যবহারযোগ্য ঘট ও বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা মনে মনে কল্পনা করিয়া পরে লোকের ব্যবহারযোগ্য ঘট ও বস্ত্রনির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সেইরূপ আদিকর্ত্তা জগদীশ্বর বাসনারূপে সকল পদার্থ কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ নামরূপাদি বিশিষ্ট এবং লৌকিক ব্যবহারের উপ-যুক্ত ব্যক্তীভূত পৃথিব্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

চিত্তপরিকল্পিত পদার্থ সকল স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, কল্পনা কালপর্য্যন্তই কল্পিত পদার্থের বিদ্যমানতা দেখা যায়, যখন সেই কল্পনার নিবৃত্তি হয়, তখন আর সেই কল্পিত পদার্থ সকল থাকে না, কিন্তু জাগ্রৎ পদার্থ সকল কল্পনা কালের অতীতাবস্থাতেও বিদ্যমান থাকে; সুতরাং কল্পিত পদার্থ সকল মিথ্যা বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। কিন্তু এই আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু কল্পনা কালে যে সকল পদার্থ মনেতে বর্ত্তমান থাকে, আর কল্পনার পূর্ব্বাপর কালে যে সকল পদার্থের স্মরণ হইয়া ব্যবহার যোগ্য রূপে দৃষ্ট হয়, সেই সকল পদার্থও কল্পিত হইলে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয়। যেমন স্বপ্নকালে দৃশ্যমান পদার্থও কল্পিত হইয়া মিথ্যা হয়, সেইরূপ জাগরণ কালে দৃষ্ট পদার্থ সকলও কল্পিত হইলে মিথ্যা হইয়া থাকে, সুতরাং এখনও কল্পিত পদার্থ মিথ্যা, কি সত্য, তাহা নির্দ্ধারিত হইতেছে না। এই বিষয়ের হেতু এই যে,—চিত্ত পরিকল্পিত পদার্থ সকল কেবল মনে মনেই থাকে, বাহ্য পদার্থ সকল পরস্পর বিভিন্ন, অতএব পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা নিবা-

অব্যক্তা এব যেঽন্তস্ফুটা এব চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষস্ত্বিন্দ্রিয়ান্তরে॥ ১৫॥

তাবদাস্তে। তাবানয়মেতাবান্ স ইতি পরস্পরপরিচ্ছেদকত্বং বাহ্যানাং ভেদানাং তে দ্বয়কালা অন্তশ্চিত্তকালা বাহ্যাশ্চ দ্বয়কালাঃ কল্পিতা এব তে সর্ব্বে ন বাহ্যো কালদ্বয়ত্ববিশেষঃ কল্পিতত্বব্যতিরেকেণান্যহেতুকঃ। অত্রাপি হি স্বপ্নদৃষ্টান্তো ভবত্যেব॥ ১৪॥

যদপ্যন্তরব্যক্তত্বং ভাবানাং মনোবাসনামাত্রাভিব্যক্তানাং স্ফুটত্বং বা বহিশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ান্তরে বিশেষঃ। নাসৌ ভেদানামস্তিত্বকৃতঃ স্বপ্নেঽপি তথা দর্শনাৎ। কিন্তর্হীন্দ্রিয়ান্তরকৃত এবাস্তঃ কল্পিতা এব। জাগ্রদ্ভাবা অপি স্বপ্নভাববদিতি সিদ্ধম্॥ ১৫॥

রিত হইল। যেমন যাবৎ গোদোহন থাকে, তাবৎ দোগ্ধা পুরুষও থাকে; যাবৎ সেই দোগ্ধা পুরুষ থাকে, তাবৎ গোদোহন হয় এবং যাবৎকাল গোদোহন করে, তাবৎকাল দোগ্ধা পুরুষও থাকে, সেইরূপ যাবৎ মানসিক কল্পনা থাকে, তাবৎ সেই কল্পিত পদার্থও থাকে। গোদোহনের অবসান হইলে যেমন সেই দোগ্ধা পুরুষ চলিয়া যায়, সেইরূপ চিত্ত পরিকল্পনার অভাব হইলেই সেই সকল কল্পিত পদার্থেও অন্তর্হিত হইয়া যায়॥ ১৪॥

যদি স্বপ্নও জাগরিত পদার্থের মিথ্যাত্ব প্রমাণীকৃত হইল, তাহাহইলে ব্যক্তাব্যক্তভেদে কোন বিভাগ থাকে না; সুতরাং সকল পদার্থই মিথ্যাত্বরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। যে সকল পদার্থ কেবল মনেতে বর্ত্তমান থাকে, সেই সকল মনঃকল্পিত পদার্থ অব্যক্ত এবং যে সকল পদার্থ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেই সকল পদার্থ ব্যক্ত, অতএব মনঃকল্পিত পদার্থ সকল মিথ্যা এবং বহিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকল মিথ্যা কি অমিথ্যা কিছুই উপযুক্ত হয় না। যেহেতু মিথ্যাভূত পদার্থেও ব্যক্তত্ব প্রতীয়মান হয়, অতএব যে সকল বস্তু মনঃকল্পিত এবং যে যে পদার্থ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য, উভয়বিধ পদার্থই কল্পিত। কেবল ব্যক্ত ও অব্যক্ত এইমাত্র প্রভেদ, ইহার বিশেষ ইন্দ্রিয়দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়॥ ১৫॥

জীবং কল্পয়তে পূর্ব্বং ততো ভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথাবিদ্যস্তথাস্মৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভাবানামিতরেতরনিমিত্তনৈমিত্তিকতয়া কল্পনায়াঃ কিং মূলমিতি উচ্যতে। জীবং হেতুফলাত্মকমহং করোমি মম সুখদুঃখে ইত্যেবং লক্ষণম্। অনেনৈবং লক্ষণ এব শুদ্ধে আত্মনি রজ্জ্বামিব সর্পং কল্পয়তে পূর্ব্বম্। ততস্তাদর্থেন ক্রিয়াকারকফলভেদেন প্রাণাদীন্নানাবিধান্ ভাবান্ বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব কল্পয়তে। তত্র কল্পনায়াং কো হেতুরিত্যুচ্যতে। যোঽসৌ স্বয়ং কল্পিতো জীবঃ সর্ব্বকল্পনায়ামধিকৃতঃ স যথাবিদ্যো-

---

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকার্থে জানা যাইতেছে যে, সর্ব্ব পদার্থই পরিকল্পিত, কিন্তু কিরূপে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—আত্মা স্বীয়মায়াবশে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা করণাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ জীব কল্পনা করেন। পরন্তু শ্রুতিপ্রমাণেও জানা যায় যে, আত্মা সর্ব্বাগ্রে জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই জীবদ্বারা নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জীবের জ্ঞান ও স্মৃতির বৈষম্যবশতঃ সৃষ্ট পদার্থ সকলেরও বৈষম্য হইয়াছে। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার পদার্থই আত্মার সৃষ্ট। যে সকল পদার্থ সাধ্য সাধন রূপে অবস্থিত, সেই সকল পদার্থই বাহ্য এবং সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি পদার্থ সকল আধ্যাত্মিক। ঐ সকল পদার্থেরও পরস্পর নিমিত্ত নৈমিত্তিকভাব আছে। বাহ্য পদার্থ সকলকে হেতু করিয়া আধ্যাত্মিক পদার্থ সকল প্রবৃত্ত হয়, আবার সেই সকল আধ্যাত্মিক পদার্থ সকলকে নিমিত্ত করিয়াও অন্যান্য পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়। এইরূপে পরস্পর নিমিত্ত নৈমিত্তিকভাবই কল্পনার মূল বলা যায়, যেহেতু অকারণে কোন কল্পনাই হইতে পারে না। ইহাদ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, জীবই কল্পনার মূল কারণ; কারণ "আমি করিতেছি, আমার সুখ এবং দুঃখ" ইত্যাদি জ্ঞান জীবেরই হইয়া থাকে। আত্মা পরিশুদ্ধ, কোনরূপেও তাহার হেতু

যাদৃশী বিদ্যা বিজ্ঞানমস্যেতি যথাবিদ্যস্তথাবিধৈব স্মৃতিস্তস্যেতি তথাস্মৃতির্ভবতি স ইতি। অতো হেতুকল্পনাবিজ্ঞানাৎফলবিজ্ঞানং ততো হেতুফলস্মৃতিস্ততস্তদ্বিজ্ঞানতদর্থক্রিয়াকারকতৎফলভেদবিজ্ঞানানি। তেভ্যস্তৎ স্মৃতেশ্চ পুনস্তদ্বিজ্ঞানানি তেভ্যস্তৎস্মৃতিস্তৎস্মৃতেশ্চ পুনস্তজ্জ্ঞানানীত্যেবং বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চেতরেতরনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেনানেকধা কল্পয়তে॥ ১৬॥

ফল ভাব নাই, কিন্তু জীব যে সকল কল্পনা করে, আত্মাই তাহাদিগের অধিষ্ঠানভূত। যেমন রজ্জুতে সর্পরূপে পরিকল্পনা হয়; সেইরূপ পরিশুদ্ধ আত্মাতেও জীবকর্ত্তৃক কল্পনার অধিষ্ঠানত্ব আরোপিত হয়। জীব কল্পিত হইয়া প্রাণাদি নানাবিধ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভাব কল্পনা করে। যদিও জীবই কল্পনা সকলের মূল কারণ; তথাপি বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে তাহার কল্পনা সম্ভব হয় না। সেই জীবের যেরূপ বিদ্যা ও যেরূপ স্মৃতি, সেই রূপই কল্পনা হইয়া থাকে। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেহেতু কল্পনাবিজ্ঞান হইতেই ফলবিজ্ঞান হইয়া থাকে। অন্নভোজন ও জলপানাদিদ্বারাই লোকের তৃপ্তি হয়, পরন্তু অন্নপানাদির উপভোগ না করিলে কখনও তৃপ্তি হয় না, অতএব ভোজনাদিই তৃপ্তির প্রতি কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে এবং সেই তৃপ্তি হইতে সন্তোষরূপ ফল হইয়া থাকে; এইরূপ কল্পনায় বিজ্ঞান হয়। এই প্রকারে হেতু ফলের বিজ্ঞান হইলে তৎপর দিবস সেই হেতু ফলের স্মরণ হয়, অর্থাৎ অন্নপানাদিদ্বারা তৃপ্তি এবং সেই তৃপ্তিদ্বারা যে সন্তোষ হইয়াছিল, তাহা মনে মনে অনুভূত হইতে থাকে। তৎপর সেই ফল সাধনের সমানজাতীয় কার্য্যে কর্ত্তব্যতা বিজ্ঞান হয়, অনন্তর অভিলষিত অন্নাদি সাধনার্থ পাকাদি ক্রিয়া করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, পরে সেই পাক ক্রিয়ার হেতুভূত তণ্ডুলাদি সংগ্রহ এবং সেই সকল তণ্ডুলাদি পাক নিষ্পত্তির পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, অনন্তর সেই সকলের স্মরণ হইয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকার কার্য্যবিজ্ঞান হয়। এই রূপে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক পদার্থ সকল পরস্পর নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। ১৬।

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা।
সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ ॥ ১৭ ॥

তত্র জীবকল্পনা সর্ব্বকল্পনামূলমিত্যুক্তং সৈব জীবকল্পনা কিং নিমিত্তেতি ষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি। যথা লোকে স্বেন রূপেণানিশ্চিতানবধারিতা বমেবেতি রজ্জুর্মন্দান্ধকারে কিং সর্প উদকধারা দণ্ড ইতি বানেকধা বকল্পিতা ভবতি পূর্ব্বং স্বরূপানিশ্চয়নিমিত্তম্। যদি হি পূর্ব্বমেব রজ্জুঃ র্পেণ নিশ্চিতা স্যাৎ ন সর্পাদিবিকল্পোঽভবিষ্যৎ। ন যথা স্বহস্তাঙ্গুল্যাদিষু য দৃষ্টান্তস্তদ্ধেতুফলাদিসংসারধর্ম্মানর্থবিলক্ষণতয়া স্বেন বিশুদ্ধবিজ্ঞপ্তি- াত্রসত্তাদ্বয়রূপেণানিশ্চিতত্বাৎজীবপ্রাণাদ্যনন্তভাবভেদৈরাত্মা বিকল্পিত- ত্যেষ সর্ব্বোপনিষদাং সিদ্ধান্তঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে যত প্রকার কল্পনা উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের ধ্যে জীবকল্পনাই সর্ব্বপ্রকার কল্পনার মূলীভূত। সেই জীবকল্পনা কি নিমিত্তে হয়? দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন লাকে মন্দ মন্দ অন্ধকারমধ্যে প্রকৃতরূপ নিশ্চয় করিতে না নানাপ্রকার ারিয়া রজ্জু দর্শন করিলে সর্প, কি জলধারা, অথবা দণ্ড ইত্যাদি বকল্পতাদের মনোমধ্যে উদিত হয়। (পূর্ব্বস্বরূপ নিশ্চয় না হওয়াই ক্ত নানাপ্রকার বিকল্পের নিমিত্ত; যদি পূর্ব্বেই রজ্জুরূপে জ্ঞান হইত, াহাহইলে আর সর্পাদি নানাপ্রাকার বিকল্প হইত না।) সেইরূপ আত্মার পরিজ্ঞান না হওয়াই আত্মবিষয়ে নানাপ্রকার বিকল্পের নিমিত্ত হইয়া াকে। যদি প্রকৃতরূপে আত্মার স্বরূপপরিজ্ঞান হইত, তবে কোন বিকল্পই াকিত না। যেমন কোন ব্যক্তির হস্তাদি অবয়ব সকল পরিজ্ঞাত াছে; সুতরাং তাহাতে সর্পাদিকল্পনা হয় না, সেইরূপ পুরোবর্ত্তী জ্জুতে যথার্থ রজ্জু বলিয়া নিশ্চয় হইলে তাহাতে সর্পাদি বিকল্প হইতে ারে না। বিশুদ্ধ জ্ঞানময় সত্বস্বরূপ অদ্বয়রূপ আত্মার পরিজ্ঞান া হওয়াতেই জীবপ্রাণাদি অনন্তপ্রকারে আত্মার পরিকল্পনা হইয়া থাকে। তএব আত্মস্বরূপের অপরিজ্ঞানই জীবকল্পনার কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন ইল। ১৭।

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ॥ ১৮॥
প্রাণাদিভিরনন্তৈশ্চ ভাবৈরেতৈর্ব্বিকল্পিতঃ।
মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়া সম্মোহিতঃ স্বয়ম্॥ ১৯॥

রজ্জুরেবেতি নিশ্চয়ে সর্ব্ববিকল্পনিবৃত্তৌ রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং যথা তথা নেতি নেতীতি সর্ব্বসংসারধর্ম্মশূন্যপ্রতিপাদকশাস্ত্রজনিতবিজ্ঞানসূর্য্যালোককৃতাত্মবিনিশ্চয়ঃ। আত্মৈবেদং সর্ব্বং অপূর্ব্বোনপরোনন্তরোবাহ্যঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজোজরোমরোমৃতোমভয় এবাদ্বয় ইতি॥ ১৮॥

যদ্যাত্মৈক এবেতি নিশ্চয়ঃ কথং প্রাণাদিভিরনন্তৈর্ভাবৈরেতৈঃ সংসারলক্ষণৈর্ব্বিকল্পিত ইতি। উচ্যতে শৃণু মায়ৈষা তস্যাত্মনো দেবস্য।

যেমন এইটি রজ্জু, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইলে রজ্জুতে সর্ব্বপ্রকার বিকল্পের নিবৃত্তি হইয়া রজ্জুজ্ঞানই দৃঢ়ীভূত হয়, সেইরূপ তন্নতন্নরূপে সাংসারিক তাবৎ বস্তুর প্রতি আত্মত্ব জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া আত্মজ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্রের আলোচনাজনিত জ্ঞানময় সূর্য্যের আলোকে আত্মত্ব দর্শনে আত্মজ্ঞান নিশ্চিত হইয়া থাকে। তখন এই আত্মা সর্ব্বময়, অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য অথচ বাহ্য, অভ্যন্তরবর্ত্তী, অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয় এবং অদ্বয় এইরূপে আত্মার পরিজ্ঞান হয়। অবিদ্যাদ্বারাই আত্মার জীবপ্রাণাদিরূপ নানাপ্রকার কল্পনা হইয়া থাকে। এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই অদ্বয় আত্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হয়॥ ১৮॥

পূর্ব্বশ্লোকে আত্মা অদ্বয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ যদি আত্মাকে অদ্বয় বলিয়াই স্বীকার কর, তাহাহইলে এই সংসারে প্রাণাদি অনন্ত ভাবের পরিকল্পনা কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? ইহার উত্তর এই যে,—সেই আত্মার মায়াই এই সংসারে প্রাণাদি অনন্তভাবের কল্পনা করিয়া থাকে। সেই অনন্ত শক্তির মায়ায় অনন্ত শক্তি দেখা যায়। যেমন এই আকাশ স্বভাবতঃ নির্ম্মল, কিন্তু মায়াদ্বারা সেই আকাশকে কুসুমপলাশে পরিশোভিত তরুগণে পুরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ আত্মা

প্রাণা ইতি প্রাণবিদো ভূতানীতি চ তদ্বিদঃ।
গুণা ইতি গুণবিদস্তত্ত্বানীতি চ তদ্বিদঃ ॥ ২০ ॥

যথা মায়াং বিনা বিহিতমায়াগগনমতিবিমলং কুসুমিতৈঃ সপলাশৈস্তরু-ভিরাকীর্ণমিব করোতি তথেয়মপি দেবস্য মায়া যয়াঽয়ং স্বয়মপি মোহিতো ভবতি। মম মায়া দুরত্যয়েত্যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

প্রাণঃ প্রাজ্ঞো বীজাত্মা তৎকার্য্যভেদা হীতরে স্থিত্যন্তাঃ। অন্যে চ

অদ্বিতীয় হইলেও তাঁহার মায়াই এই সংসারকে প্রাণাদি অনন্ত ভাবে কল্পিত করে। এমন কি, তিনি স্বয়ংও এই মায়ার আক্রমণে বিমোহিত হইয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমার মায়া দূরতিক্রম্য, কেহই এই মায়ার হস্ত হইতে বিমুক্তি পাইতে পারেন না। সকলকেই মায়ার বশীভূত হইতে হয়, মায়া করিতে না পারে, এমন কার্য্যই নাই; সুতরাং মায়া বলেই প্রাণাদি অনন্ত ভাবের কল্পনা হয়, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ১৯ ॥

মায়া যে প্রাণাদি অনন্ত ভাবরূপে আত্মাকে কল্পনা করে, সেই প্রাণা-দির কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন।—যাঁহারা প্রাণবাদী বৈশে-ষিক, তাঁহারা হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রাণকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, ইহা কেবল কল্পনামাত্র। হিরণ্যগর্ভই যে জগতের কারণ, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। অপরাপর ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাঁহারা ভূতবাদী, তাঁহারা ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু এই ভূতচতুষ্টয়কে আত্মা বলিয়া কল্পনা করেন। ভূতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয়ই জগতের কারণ। ইহাও সৎপক্ষ নহে, কারণ ক্ষিত্যাদি ভূতসকল জড়পদার্থ, তাহারা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারে না, অতএব ভূত সকলকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। সাংখ্যবাদিরা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে জগৎকারণ আত্মা বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাতেই জগতের উৎপত্তি হয়, এই মতও অসঙ্গত। যদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহাহইলে প্রলয়

পাদা ইতি পাদবিদো বিষয়া ইতি চ তদ্বিদঃ।
লোকা ইতি লোকবিদো দেবাইতি চ তদ্বিদঃ॥ ২১ ॥

স্বীকার করিতে পার না। যদি বল, সাম্যাবস্থার ভঙ্গ হইলেই প্রলয় হইতে পারে, কিন্তু সেই গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থা কে করিবে? অতএব গুণত্রয়কে আত্মা বলা যায় না। যাহারা শৈব, তাঁহারা আত্মা, বিদ্যা ও শিব এই তত্ত্বত্রয়কে জগৎকারণ পরমাত্মা বলিয়া কল্পনা করেন। তত্ত্ববাদী শৈবগণ বলিয়া থাকেন যে, তত্ত্বত্রয় হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে; এই কথাও সুসঙ্গত নহে। যদি আত্মাকে পৃথক্ স্বীকার কর, তাহাহইলে শিব ঘটাদির ন্যায় জড়পদার্থ এবং আত্মার সহিত শিবের অভেদ স্বীকার করিলে তত্ত্বত্রয়ের বিরোধ হয়। অতএব তত্ত্বত্রয়কে আত্মা বলা যায় না ॥২০॥

যাঁহারা শিবাদিকে পরমাত্মার অংশ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা পরমাত্মার পাদস্বরূপ শিবাদিকে পরমাত্মা বলিয়া কল্পনা করেন, কিন্তু পরমাত্মা নিরংশ, অতএব উক্ত মত গ্রাহ্য নহে। বাৎস্যায়ন প্রভৃতি বিষয়বাদিরা শব্দাদি বিষয়কে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, এইমতও সৎ বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু বিষয়ের নিন্দাশ্রবণ আছে। বিষয়ের নিন্দা বিষয়ে; প্রবাদ আছে যে, বিষ ও বিষয় এই উভয়ের অতিশয় প্রভেদ দেখা যায়, বিষকে ভক্ষণ করিলেই সেই বিষ ভোক্তাকে বিনাশ করে, কিন্তু বিষয়কে স্মরণ করিলেও সেই বিষয় স্মরণ-কর্ত্তাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে; সুতরাং বিষয় যে বিষ হইতেও অধিক অনিষ্টসাধন করে, তাহাই প্রতিপন্ন হইল। অতএব বিষয়কে পরমাত্মা বলা যায় না। পৌরাণিকেরা বলিয়া থাকেন যে,—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়ই পরমাত্মা, ইহাও কল্পনামাত্র, প্রকৃতপক্ষে ভূরাদিলোকত্রয় পরমাত্মা নহে। ভূরাদি লোকত্রয়কে পরমাত্মা বলিলে তাঁহার অনন্তত্ব স্বীকার করিতে পারে না এবং পরমাত্মার স্বাতন্ত্র্যও অসিদ্ধ হইতে পারে। অনেকে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, দেবগণ যেমন আপন আপন অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, ঈশ্বর তাহা দিতে পারেন না; অতএব দেবগণই পরমাত্মা। এইমতও কল্পনামাত্র, যেহেতু দেবগণ যে

বেদা ইতি চ বেদবিদো যজ্ঞা ইতি চ তদ্বিদঃ।
ভোক্তেতি চ ভোক্তৃবিদো-ভোজ্যমিতি চ তদ্বিদঃ ॥২২॥

ফল প্রদান করেন, তাহাও আমাদিগের যত্ন সাপেক্ষ। আমরা দেবগণের আরাধনা না করিলে তাঁহারা কোন ফলপ্রদান করিতে পারেন না। যাহারা তাঁহাদিগের উপাসনা করে, তাহাদিগের অপেক্ষা দেবগণের বিশেষ ভাব আছে। যদি তাঁহারা স্বয়ংই ফলপ্রদান করিতেন, তবে তাঁহাদিগের উপাসনা বিফল হইত। বিশেষতঃ যাহারা সেই দেবগণের ভক্ত, তাহাদিগেরই বিশেষ প্রতিপত্তি দেখা যায়। অতএব দেবগণকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা অযুক্ত ॥ ২১ ॥

যাঁহারা বেদবিদ্, তাঁহারা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়কে জগৎকারণ পরমাত্মা বলিয়া মানেন। এইমতও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ বেদ সকল লৌকিকবর্ণ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। যথাক্রমে বিন্যস্তবর্ণ সকলকে বেদ বলা যায়, ক্রমপরিপ্রাপ্ত উচ্চারিত বর্ণ স্বরূপ বেদেতে পরমার্থরূপ আত্মার পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত হয় না। বৌধায়ন প্রভৃতি যাজ্ঞিকগণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, এই মতও অসঙ্গত, কারণ দ্রব্য, দেবতা ও দান এই সমুদায় মিলিয়াই যজ্ঞ হয়, দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে যজ্ঞের অনাত্মত্ব বোধ হইবে। যে সকল পদার্থ লইয়া যজ্ঞ হয়, সেই সমুদায় বস্তুই অনিত্য, অতএব যজ্ঞের আত্মত্ব সম্ভব হয় না। সাংখ্যেরা বলিয়া থাকেন, যিনি ভোক্তা তিনিই আত্মা, জগৎকর্ত্তা পরমাত্মা নহেন, অতএব সাংখ্যেরা ভোক্তাকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই মতও সৎ নহে, কারণ বিক্রিয়াকেই ভোগ বলিয়া স্বীকার করা যায়; সুতরাং ভোগকর্ত্তাও অনিত্য হইতে পারে। যদি ভোগই অনিত্য হইল, তবে ভোগকর্ত্তাও যে অনিত্য হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। অতএব ভোক্তাকে যাঁহারা আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। সূপকারগণ ভোজ্য বস্তুকে আত্মা বলিয়া থাকেন, ইহাও অযুক্ত পক্ষ। কারণ মধুরাদি রসপূর্ণ ব্যঞ্জনও ভোজ্য

সূক্ষ্ম ইতি সূক্ষ্মবিদঃ স্থূল ইতি চ তদ্বিদঃ।
মূর্ত্ত ইতি মূর্ত্তবিদো অমূর্ত্ত ইতি চ তদ্বিদঃ॥ ২৩॥

সর্ব্বে লৌকিকাঃ সর্ব্বপ্রাণিপরিকল্পিতা ভেদা রজ্জ্বামিব সর্পাদয়ঃ তচ্ছূন্যে

বস্তু বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই তাহার অন্যথাভাব দৃষ্ট হয়। ব্যঞ্জন পাকের প্রথমাবস্থায় যেরূপ থাকে, চরমাবস্থায় সেইরূপ থাকে না, তখন ভাবান্তর প্রাপ্ত হয় এবং ঐ ব্যঞ্জন সময়ান্তরে বিস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে, কখনও তাহার এক রূপ থাকে না, এইরূপ সময় সময় পরিবর্ত্তনশীল পদার্থকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করা নিতান্ত অসঙ্গত। ২২॥

কোন কোন মতাবলম্বীরা আত্মাকে সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা সূক্ষ্ম অর্থাৎ অণুপরিমাণবিশিষ্ট। এই মতও অসৎ বলিয়া জানিবে, কারণ পরমাত্মার সূক্ষ্মত্ব স্বীকার করিলে, একদা অনন্ত শরীরে সেই আত্মার অধিষ্ঠান অসম্ভব। অতএব আত্মাকে সূক্ষ্ম বলা যাইতে পারে না। লৌকিক ব্যবহারে "আমি স্থূল দেহবান্" সকলেরই এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, লৌকিক ব্যবহারবাদীরা আত্মাকে স্থূল বলিয়া স্বীকার করে, এই মতও অযৌক্তিক, স্থূল পদার্থকে আত্মা বলিলে মৃত ও সুষুপ্ত ব্যক্তিরও চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়। তাহাদিগেরও স্থূল দেহ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কোন ব্যক্তিরও মৃতাবস্থায় চৈতন্য দেখা যায় না। অতএব দেহাদি স্থূল পদার্থকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা যায় না। আগমিকেরা বলিয়া থাকেন, ত্রিশূলাদিধারী মহেশ্বর এবং চক্রাদিধারী বিষ্ণু প্রভৃতি মূর্ত্তিমান দেবতারাই পরমাত্মা এবং তাঁহারাই অখণ্ড জগতের কর্ত্তা। এই মতও ভ্রান্তিসঙ্কুল; যেহেতু আমাদিগের শরীরের ন্যায় হরবিষ্ণ্বাদিরও শরীর পাঞ্চভৌতিক। তাঁহারা সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ দ্বারাই নানাপ্রকার লীলা কল্পনা করেন। পাঞ্চভৌতিক দেহমাত্রই অনিত্য আমাদিগের দেহ যেমন অনিত্য সেইরূপ বিষ্ণু প্রভৃতির দেহও অনিত্য, অতএব মূর্ত্তিমান শিব, বিষ্ণু প্রভৃতিকে পরমাত্মা বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা শূন্যবাদী, তাঁহারা

কাল ইতি কালবিদো দিশ ইতি চ তদ্বিদঃ।
বাদা ইতি বাদবিদো ভুবনানীতি তদ্বিদঃ॥ ২৪॥

পরমাত্মাকে সর্ব্বপ্রকার আকারবিহীন, নিঃস্বভাব, শূন্যময় বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু এই মতও কল্পনামাত্র। বাস্তবিক পরমাত্মা নিঃস্বভাব ও শূন্য-স্বরূপ নহেন। "আত্মা নিঃস্বভাব" কদাচ এইরূপ প্রতীতি হয় না, অতএব পরমাত্মা অমূর্ত্ত হইতে পারেন না॥ ২৩॥

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ কালকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। এই কথা সর্ব্বথা অসঙ্গত; কালকে এক বলিলে মুহূর্ত্ত দণ্ডাদি ব্যবহার হইতে পারে না এবং সেই কালকে নানা বলিয়া স্বীকার করিলে আত্মারও নানাত্ব কল্পনা করিতে হয়। উদয়কাল ও অস্তকাল ইত্যাদিরূপে কালের নানাত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অতএব কালকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাঁহারা স্বরোদয়বেত্তা, তাঁহারা দিক্‌কে পরমাত্মা কহেন। এই মতও ভ্রান্ত; যেহেতু উত্তর পূর্ব্বাদিভেদে দিকের নানাত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, অতএব দিগ্বাদী স্বরোদয়বেত্তাদিগেরও পরাজয় দেখা যায়, অর্থাৎ দিক্‌কে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা অসঙ্গত বোধ হইতেছে। যাঁহারা ধাতুবাদী ও মন্ত্রবাদী, তাঁহারা ধাতু ও মন্ত্রকেই পরমাত্মা বলিয়া থাকেন। এ মতও প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে, কারণ ধাতু ও মন্ত্র উভয়ই নানাপ্রকার দেখা যায়। তাম্রাদি ধাতুতে কখনও কনকত্বাদির সম্ভব হয় না এবং মন্ত্রকেও সারভূত বলা যায় না, যেহেতু কালদষ্ট ব্যক্তিকে কখনও মন্ত্রবলে জীবিত করা যায় না এবং অকাল দষ্ট ব্যক্তি স্বয়ংই উত্থিত হয়, অতএব মন্ত্রেরও কোনরূপ বিশেষ শক্তি নাই; সুতরাং ধাতু ও মন্ত্র সারভূত বস্তু বলিয়া প্রতীতি হয় না। যাঁহারা ভুবনকোষবাদী, তাঁহারা চতুর্দ্দশভুবনকে সারভূত বস্তু বলিয়া জ্ঞান করেন, ভুবনকোষবাদি-দিগের এই মতও অসৎ বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ সেই সকল ভুবন কেহ কখন দর্শন করে নাই এবং কখন এই সকল ভুবন হইতে তাহা-দিগের দর্শন হয় না, অতএব পরস্পর তাহাদিগের বিরোধ আছে। এক

মন ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতি চ তদ্বিদঃ।
চিত্তমিতি চিত্তবিদো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তদ্বিদঃ ॥ ২৫ ॥

ভুবনে থাকিয়া যদি কেহ অন্য ভুবনকে জানিতে না পারে; তবে ভুবনই যে সারভূত বস্তু, এ কথা অগ্রাহ্য বোধ হয় ॥ ২৪ ॥

লৌকিক তত্ত্ববাদীরা মনকে আত্মা বলিয়া জানেন, এই মতও ভ্রান্তি-সঙ্কুল। কারণ মনের স্বাতন্ত্র্য থাকিলে ক্লেশের অনুভব হইতে পারে না এবং স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে ঘটপটাদির ন্যায় অনাত্মস্বরূপই হইল। তবে আর মনকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেমন প্রদীপ প্রকাশের কারণমাত্র, কিন্তু সেই প্রকাশের ফলভোগী নহে; সেইরূপ মনও সুখ দুঃখাদির কারণ বটে, কিন্তু সুখাদির ভোক্তা নহে, অতএব মনকে আত্মা বলা যায় না। বৌদ্ধেরা বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন, বৌদ্ধদিগের এই মতও নিশ্চয় ভ্রান্ত, বুদ্ধিকে আত্মা জ্ঞান করিলে সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি থাকে না, কিন্তু তখনও আত্মার অসত্তা হয় না। যদি বুদ্ধিই আত্মা হইত, তবে সুষুপ্তিকালেও তাহার বিদ্যমানতা থাকিত; সুতরাং বুদ্ধিকে আত্মজ্ঞান করা নিতান্ত অজ্ঞের কার্য্য। অপরাপর বাদীরা বাহ্য আকারশূন্য জ্ঞানময় চিত্তকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্ব্বোক্ত হেতু স্মরণ করিলে চিত্তবাদীর এই মতও ভ্রম সঙ্কুল বলিয়া প্রত্যয় হইবে, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে চিত্তের অবর্ত্তমানতাপ্রযুক্ত চিত্তকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন যে, বিধি নিষেধ জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মই পরমাত্মা, বিধিবাক্য পালন করিলে যে ধর্ম্ম হয় এবং সেই বিধি লঙ্ঘন করিলে যে অধর্ম্ম হয়, এই ধর্ম্মাধর্ম্মই লোকের শুভাশুভ ফল বিধান করে, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মই আত্মা, ইহাই মীমাংসকদিগের মত। কিন্তু এই মতও সৎ নহে, যেহেতু দেশকাল ভেদে ধর্ম্মাধর্ম্মেরও বিপ্রতিপত্তি দেখা যায়। এক দেশেতে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে, অন্য দেশে তাহা অধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয় এবং এক সময়ে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া আদর করে, অন্য সময়ে তাহাকে নরকের নিদানভূত অধর্ম্ম জ্ঞানে পরি-

পঞ্চবিংশক ইত্যেকে ষড়্বিংশ ইতি চাপরে।
একত্রিংশক ইত্যাহুরনন্ত ইতি চাপরে॥ ২৬॥

ত্যাগ করে, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা কেবল ভ্রান্তির কার্য্য॥ ২৫॥

সাংখ্যমতাবলম্বীরা "প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়, মনঃ এবং পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি বস্তুকেই পরমাত্মস্বরূপে নির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু এই সাংখ্যমতও কল্পনামাত্র। যদি উক্ত মতই যথার্থ হয়, তাহাহইলে পঞ্চবিশংতি বিশেষণ ব্যর্থ হয়। পরমাত্মা কখনও পঞ্চবিংশতি অবয়ব বিশিষ্ট নহেন, অতএব পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিংশতি পদার্থকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করা অবিধেয়। পাতঞ্জল মতে উক্ত পঞ্চবিংশতি এবং ঈশ্বর এই ষড়্বিংশতিকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ইহাও অযৌক্তিক মত বলিয়া বোধ হইতেছে। যেহেতু ঈশ্বরও পুরুষের অন্তর্গত, পুরুষের অতিরিক্ত ঈশ্বরত্বের উপপত্তি প্রমাণবিরুদ্ধ। যিনি পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, কেহই পুরুষ ভিন্ন ঈশ্বরকে অতিরিক্ত স্বীকার করেন না, অতএব ষড়্‌-বিংশতিবাদিদিগের মত যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষতঃ পুরুষাতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করিলে ঘটাদিরন্যায় অনীশ্বরত্ব প্রতিপত্তি হইতে পারে। পাশুপত-গণ পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিংশতি এবং রাগ, অবিদ্যা, নিয়তি, কালকলা ও মায়া এই একত্রিংশৎ পদার্থকে পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। এইরূপ পাশুপত-দিগের উক্তিও অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে. কারণ রাগ ও অবিদ্যা এই উভয়ই ক্লেশস্বরূপ হইলেও তাহাদিগের যেমন অবান্তর বিভেদ আছে, অর্থাৎ রাগ ও অবিদ্যা ইহারা পরস্পর বিভিন্ন, সেইরূপ অস্মদাদি সকল পদার্থের অবান্তর বিভেদ আছে; সুতরাং অসংখ্য পদার্থ স্বীকার করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, এই জগতে অনন্ত পদার্থ আছে, অতএব পরমাত্মা সেই অনন্ত পদার্থ স্বরূপ। এইকথাও অগ্রাহ্য, যেহেতু জগতে

লোকান্ লোকবিদঃ প্রাহুরাশ্রমা ইতি তদ্বিদঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকং লৈঙ্গাঃ পরাপরমথাপরে ॥ ২৭ ॥

আত্মানাত্মস্বরূপানিশ্চয়হেতোরবিদ্যয়া কল্পিতা ইতি পিণ্ডীকৃতোঽর্থঃ।

অনন্ত পদার্থ স্বীকার করিলে বাদিগণের বিবাদই হইতে থাকিল। অজ্ঞ লোকেরা অজ্ঞান বশতই পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে, অতএব অজ্ঞানই বিবাদের মূল কারণ বলিয়া জানা যায়। যদি পদার্থের ইয়ত্তা না হয়, তবে সেই অজ্ঞান থাকিয়া গেল, অতএব ইহাতে কোনরূপেও পরমাত্মতত্ব নির্ণয় হইতে পারে না; সুতরাং অনন্ত পদার্থ বাদীরা পরাজিত হইল ॥২৬॥

লৌকিক বাদীরা বলিয়া থাকেন, লোকানুরঞ্জনই প্রকৃত তত্ব। লোক সকলের সন্তোষ সম্পাদন করিতে পারিলেই পরমাত্মতত্ব পরিজ্ঞান হয়। লৌকিক বাদিদিগের এই মতও অভ্রান্ত নহে, কারণ এই জগতে অসংখ্য লোক আছে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই অভিরুচি পৃথক্, অতএব সকলের সন্তোষসাধনকরা ঈশ্বরেরও অসাধ্য। অতএব লোকানুরঞ্জন বাদিদিগের মত নিতান্তই ভ্রম সঙ্কুল বলিয়া বোধ হইতেছে। দক্ষপ্রভৃতিরা আশ্রমকেই পরমার্থ বলিয়া সমর্থন করেন। এই পক্ষও অসৎ, যেহেতু আশ্রম শব্দের অর্থ প্রবেশ; সুতরাং শূদ্রাদিরও আশ্রম সম্ভব আছে। জাতির নির্ণয় করা সকলেরই দুঃসাধ্য এবং জাতির মূলই আশ্রম, তাহারও ইয়ত্তা করা অসম্ভব। আর আমি শূদ্র ইত্যাদি জাতি সংস্কার দেহগত ধর্ম্ম, তাহার পারলৌকিক সম্বন্ধ সম্ভব হয় না; সুতরাং অসঙ্গ আত্মারও আশ্রমের সম্ভব হইতে পারে না, অতএব আশ্রমবাদিদিগের মত অনাদরণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। ব্যাকরণসিদ্ধান্তবেত্তারা স্ত্রী, পুং ও নপুংসক শব্দসকলকে পরমার্থরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। বৈয়াকরণদিগের এই মতও অযুক্ত। যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গপ্রভৃতি শব্দের স্বভাব, সুতরাং সর্ব্বাদি শব্দের ত্রিলিঙ্গত্বযোগ সম্ভবিতে পারে না; অতএব স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতিকে পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অপরাপর কোন কোন বাদীরা পরাপররূপে ব্রহ্মকে দ্বিবিধরূপে কল্পনা করেন, তাহা-

স্মৃষ্টিরিতি স্মৃষ্টিবিদো লয় ইতি চ তদ্বিদঃ।
স্থিতিরিতি স্থিতিবিদঃ সর্ব্বেচেহ তু সর্ব্বদা ॥ ২৮ ॥
যং ভাবং দর্শয়েদ্‌যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি।
তঞ্চাবতি স ভূত্বাসৌ তদ্‌গ্রহঃ সমুপৈতি তম্‌॥ ২৯ ॥

প্রাণাদিশ্লোকানাং প্রত্যেকং পদার্থব্যাখ্যানে ফল্গুপ্রয়োজনত্বাদ্‌যত্নো ন কৃতঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

কিং বহুনা প্রাণাদীনামন্যতমমুক্তমনুক্তং বাঽন্যং যং ভাবং পদার্থং দর্শয়েদ্যস্যাচার্য্যোঽন্যো বাপ্তপ্ত ইদমেব তত্ত্বমিতি স তং ভাবমাত্মভূতং পশ্যত্যয়মহমিতি বা মমেতি তঞ্চ দ্রষ্টারং সভাবোঽবতি যো দর্শিতো ভাবো স ভূত্বা রক্ষতি। স্বেনাত্মনা সর্ব্বতো নিরুণদ্ধি। তস্মিন্ গ্রহস্তদ্‌-

---

দিগের মতে পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম স্বীকৃত হয়, কিন্তু এই মতও সৎ নহে। ব্রহ্ম কখনও পরিছিন্ন হইতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, অতএব পরাপর ব্রহ্মবাদিদিগের মত যুক্তিসিদ্ধ নহে ॥ ২৭ ॥

পৌরাণিকেরা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কে প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু এই মতও কল্পনামাত্র, কারণ যে বস্তু বিদ্যমান আছে, তাহার উৎপত্তি নাই এবং যে বস্তু অসৎ তাহারাও প্রলয় অসম্ভব; অতএব পৌরাণিকদিগের মত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপে কতিপয় কল্পনামাত্র উক্ত হইল, এই প্রকার অনেকানেক কল্পনা অনুক্ত আছে। সেই সমুদয়েরই অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা, পরমাত্মাতে রূপ কল্পিত হয়, কিন্তু পরমাত্মা কখন কল্পিত হয়েন না ॥ ২৮ ॥

আর বহু উদাহরণ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। প্রাণাদি যে সকল পদার্থ উক্ত হইয়াছে ও অন্যান্য যাহা যাহা অনুক্ত রহিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে যে যে পদার্থকে "ইদমেব তত্ত্বং" বলিয়া যাহার গুরু যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন, তিনি সেইরূপেই সেই সকল পদার্থকে আত্মস্বরূপে অবলোকন করুন। যাহার যাহার যে যে ভাব প্রদর্শিত হইল, সেই সেই ভাব তাহাদিগকে রক্ষা করে। আর "ইদমেব তত্ত্বং" এইরূপে যাহার যে ভাবের অভি-

এতৈরেষোঽপৃথগ্‌ভাবৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতঃ।
এবং যো বেদ তত্ত্বেন কল্পয়েৎ সোঽবিশঙ্কিতঃ ॥ ৩০ ॥

গ্রহস্তদভিনিবেশঃ। ইদমেব তত্ত্বমিতি স তং গৃহীতারমুপৈতি। তস্যাত্মভাবং নিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এতৈঃ প্রাণাদিভিরাত্মনোঽপৃথগ্‌ভূতৈরপৃথগ্‌ভাবৈরেষ আত্মা রজ্জুরিব সর্পাদিবিকল্পনারূপৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতোঽপ্যলক্ষিতো মূঢ়ৈরিত্যর্থঃ। বিবেকিনাস্তু রজ্জ্বামিব কল্পিতাঃ সর্পাদয়ো নাত্মব্যতিরেকেণ প্রাণাদয়ঃ সন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। ইদং সর্ব্বং পদমাত্মেতি শ্রুতেঃ। এবমাত্মব্যতিরেকেণাসত্ত্বং রজ্জু সর্পবদাত্মনি কল্পিতানামাত্মানঞ্চ কেবলং নির্ব্বিকল্পং যো বেদ তত্ত্বেন শ্রুতিতো যুক্তিতশ্চ সোঽবিশঙ্কিতো বেদার্থং বিভাগতঃ কল্প-

---

নিবেশ হইয়াছে, সেই অভিনিবেশই তাহাকে আশ্রয় করে। যে ব্যক্তি যাহাকে আত্মভাবে গ্রহণ করে, সেই ভাবেই সেই ব্যক্তির আত্মপরিগ্রহ হয় ॥ ২৯ ॥

অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই আত্মাকে প্রাণাদি অনন্তভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রাণাদি সকলই আত্মার অপৃথগ্‌ভূত ভাব। যেমন এক রজ্জুই সর্পাদি অনন্তরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞেরা প্রাণাদি অনন্তভাবে আত্মার কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে তাহারা প্রকৃতরূপে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না। আর যাহারা বিবেকী, অর্থাৎ যাহাদিগের জ্ঞানের পরিপাক হইয়া সদসদ্বিবেচনার শক্তি জন্মিয়াছে, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যেমন রজ্জুতেই নানাপ্রকার কল্পনা হইয়া থাকে, কিন্তু কল্পিত পদার্থ সকলই মিথ্যা, কেবল একমাত্র রজ্জুই সত্য। সেইরূপ আত্মাতে প্রাণাদি অনন্তভাবের কল্পনা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রাণাদি কোন পদার্থই আত্মাতিরিক্ত নহে। অন্যান্য শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, এই আত্মাই সর্ব্বময়, অতএব এই জগতে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। যেমন রজ্জুতে সর্পাদি কল্পিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে সকল পদার্থ কল্পিত হইয়া থাকে; অতএব কেবল আত্মাই নির্ব্বিকল্প। এইরূপে যে

স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥ ৩১ ॥

:য়ং কল্পয়তীত্যর্থঃ। ইদমেব পরং বাক্যমদোঽন্যপরমিতি। নহ্যন- ধ্যাত্মবিদ্বেদান্ জ্ঞাতুং শক্নোতি তত্ত্বতঃ। নহ্যনাত্মবিৎকশ্চিৎক্রিয়াফল- মুপাশ্নুত ইতি হি মানবং বচনম্ ॥ ৩০ ॥

যদেতদ্দ্বৈতস্যাঃ সত্ত্বমুক্তং যুক্তিতস্তদ্বেদান্তপ্রমাণাবগতমিত্যাহ। স্বপ্নশ্চ মায়া চ স্বপ্নমায়ে অসদ্বস্ত্বাত্মিকেঽসত্যৌ সদ্বস্ত্বাত্মিকে ইব লক্ষ্যেতে অবিবেকিভিঃ। যথা চ প্রসারিতপণ্যাপণগৃহপ্রাসাদস্ত্রীপুংজনপদব্যব- হারাকীর্ণমিব গন্ধর্ব্বনগরং দৃশ্যমানমেব সদকস্মাদভাবতাং গতং দৃষ্টম্। যথা চ স্বপ্নমায়ে দৃষ্টেঽসদ্রূপে তথাবিশ্বমিদং দ্বৈতং সমস্তমসদ্দৃষ্টং কেত্যাহ। বেদান্তেষু নেহ না নাস্তি কিঞ্চন। ইন্দ্রো মায়াভিঃ। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। ব্রহ্মৈবেদমগ্র আসীৎ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি। নতু তদ্- দ্বিতীয়মস্তি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূদিত্যাদিষু বিচক্ষণৈর্নিপুণতরবস্তু-

---

ব্যক্তি যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণদ্বারা আত্মাকে জানিতে পারেন, সেই ব্যক্তি বেদার্থের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বত্র নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া থাকিতে পারেন ॥ ৩০ ॥

যেমন স্বপ্নকালে ও মায়াবলে অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞানীরা এই অনিত্য জগৎকে সদ্রূপে জ্ঞান করে। এই যে গন্ধর্ব্বনগর দেখিতেছ, এইক্ষণ এই নগরের গৃহসকল নানাবিধ পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং প্রাসাদ সকলে নিয়ত স্ত্রী ও পুরুষগণ বিবিধ ব্যবহার করি- তেছে, এইরূপ গন্ধর্ব্বনগরও অকস্মাৎ বিনাশ পাইয়া থাকে। এই সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তদ্বারা বেদান্তবিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই জগৎকে অনিত্য বলিয়া জানেন। যেমন স্বপ্নদৃষ্টপদার্থ অনিত্য, মায়াময় ও অলীক এবং গন্ধর্ব্বনগরও বিনশ্বর, সেইরূপ এই জগৎ অনিত্য ও বিনশ্বর। "এই জগতে কিছুই সৎ নহে, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই মায়াময়, জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মাই বর্ত্তমান ছিলেন, একমাত্র ব্রহ্মই জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী,

ন নিরোধো নচোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৩২ ॥

দর্শিভিরেভিঃ পণ্ডিতৈরিত্যর্থঃ। তমঃ শ্বভ্রনিভং দৃষ্টং বর্ষবুদ্বুদসন্নিভম্। নাশপ্রায়ং সুখাদ্ধীনং নাশোত্তরমভাবগমিতি হি ব্যাসস্মৃতেঃ ॥ ৩১ ॥

প্রকরণার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ যদা বিতথং দ্বৈতমাত্মৈবৈকঃ পরমার্থতঃ সন্ তদেদং নিষ্পন্নং ভবতি। সর্ব্বোঽয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারোঽবিদ্যাবিষয় এবেতি। তদা ন নিরোধঃ। নিরোধনং নিরোধঃ প্রলয় উৎপত্তির্জ্জননং বদ্ধঃ সংসারী জীবঃ সাধকঃ সাধনান্মোক্ষস্য মুমুক্ষু- র্মোচনার্থী মুক্তো বিমুক্তবন্ধঃ। উৎপত্তিপ্রলয়য়োরভাবাদ্বদ্ধাদয়ো ন সন্তী- ত্যেষা পরমার্থতা। কথমুৎপত্তিপ্রলয়যোরভাব ইত্যুচ্যতে। দ্বৈতস্যাস- ত্ত্বাৎ। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি। য ইহ নানেব পশ্যতি। আত্মৈবেদং সর্ব্বম্। ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং একমেবাদ্বিতীয়মিদং সর্ব্বম্। যদয়মাত্মেত্যাদিন দ্বৈতস্যাসত্ত্বং সিদ্ধম্। সতো হ্যুৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা স্যান্নাসতঃ শশবিষা ণাদেঃ। নাপ্যদ্বৈতমুৎপদ্যতে লীয়তে বা। অদ্বয়ঞ্চোৎপত্তিপ্রলয়বচ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। যস্তু পুনর্দ্বৈতসংব্যবহারঃ স রজ্জুসর্পবদাত্মনি প্রাণাদি লক্ষণঃ কল্পিত ইত্যুক্তম্। ন হি মনোবিকল্পনায়াঃ রজ্জুসর্পাদিলক্ষণায়

যাহারা দ্বৈতবাদী, চিরকালই তাহাদিগের ভয় থাকে, বাস্তবিক পরমাত্মার দ্বিতীয় কেহ নাই, এই জগতে সকলই আত্মস্বরূপ” এই সকল শ্রুতি প্রমাণদ্বারা বেদান্তনিপুণ বস্তুতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই জগৎকে অনিত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। ব্যাসস্মৃতিতেও উক্ত আছে যে, এই জগৎ তমোময় বিবরের ন্যায় ক্লেশপ্রদ, জল বুদ্বুদের ন্যায় অচিরস্থায়ী, বিনাশ শীল, সুখবিহীন এবং বিনাশপরিণামী ॥ ৩১ ॥

“এই দ্বৈত জগৎ অনিত্য, কেবল একমাত্র আত্মাই সৎ। লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারসকল মায়াময়” যখন কোন ব্যক্তির এইরূপ নিশ্চয় হয়, তখন তাহার বিনাশ হয় না, উৎপত্তি হয় না এবং সে কখনও সংসারে আবদ্ধ হয় না, কোনপ্রকার সাধন করে না, মুমুক্তি ইচ্ছা করে

রজ্জ্বাং প্রলয় উৎপত্তির্বা। ন চ মনসি রজ্জুসর্পস্যোৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা ন চোভয়তো বা তথা মানসত্বাবিশেষাদদ্বৈতস্য। ন হি নিয়তে মনসি সুষুপ্তে বা দ্বৈতং গৃহ্যতে। অতো মনোবিকল্পনামাত্রং দ্বৈতমিতি সিদ্ধম্। তস্মাৎসূক্তং দ্বৈতস্যাসত্ত্বান্নিরোধাদ্যভাবঃ পরমার্থতেতি। যদ্যেবং দ্বৈতাভাবে শাস্ত্রব্যাপারো নাদ্বৈতে বিরোধাৎ। তথা চ সত্যদ্বৈতস্য বস্তুত্বে প্রমাণাভাবাৎ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ। দ্বৈতস্য চাভাবাৎ ন রজ্জুসর্পাদিবিকল্পনায়া নিরাস্পদত্বানুপপত্তিরিতি প্রত্যুক্তমেতৎ কথমুজ্জীবসীত্যাহ। রজ্জুরপি সর্ববিকল্পস্যাস্পদীভূতা বিকল্পিতৈবেতি দৃষ্টান্তানুপপত্তিঃ ন বিকল্পনাক্ষয়েঽবিকল্পিতস্যাবিকল্পিতত্বাদেব সত্ত্বোপপত্তেঃ। রজ্জুসর্পবদসত্ত্বমিতি চেৎ। ন একান্তেনাবিকল্পিতত্বাদবিকল্পিতরজ্জ্বংশবৎপ্রাক্সর্পাভাববিজ্ঞানাৎ বিকল্পয়িতুশ্চ প্রাক্বিকল্পনোৎপত্তেঃ সিদ্ধত্বাভ্যুপগমাদেব সত্ত্বানুপপত্তিঃ। কথং পুনঃ স্বরূপে ব্যাপারাভাবে শাস্ত্রস্য দ্বৈতবিজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বম্। নৈষ দোষঃ। রজ্জ্বাং সর্পাদিবদাত্মনি দ্বৈতস্যাবিদ্যাধ্যস্তত্বাৎ কথং সুখ্যহং দুঃখী মূঢ়ো জাতো মৃতো জীর্ণো দেহবান্ পশ্যামি ব্যক্তাব্যক্তঃ কর্ত্তা ফলী সংযুক্তো নিযুক্তঃ ক্ষীণো বৃদ্ধোঽহং মমৈতদিত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে আত্মন্যধ্যারোপ্যন্তে। আত্মৈতেষ্বনুগতঃ সর্ব্বত্রাভিচারাৎ যথা সর্পধারাদিভেদেষু রজ্জুঃ। যদা চৈবং বিশেষ্যস্বরূপপ্রত্যয়স্য সিদ্ধত্বান্ন কর্ত্তব্যত্বং শাস্ত্রেণ। অকৃতকর্ত্তৃ চ শাস্ত্রং কৃতানুকারিত্বেঽপ্রমাণম্। যতোঽবিদ্যাধ্যারোপিতসুখিত্বাদিবিশেষপ্রতিবন্ধাদেরাত্মনঃ স্বরূপেণানবস্থানং স্বরূপা-

---

না এবং সেই ব্যক্তি মুক্তও নহে। যাহার উৎপত্তি বা প্রলয় নাই, তাহার বন্ধন ও মোক্ষ কিছুই হইতে পারে না; এইরূপ জ্ঞানই পরমার্থ জ্ঞান। যদি বল, দ্বৈতপদার্থের উৎপত্তি বিনাশ নাই, একথা অসম্ভব। কারণ সর্ব্বপ্রকার শ্রুতিতে দ্বৈতপদার্থের অসত্ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে পদার্থ সৎ, তাহারই উৎপত্তি ও প্রলয় হইতে পারে। যেমন শশবিষাণের উৎপত্তি ও প্রলয় দুইই অসম্ভব, সেইরূপ অসদ্বস্তুর উৎপত্তি প্রলয় অসম্ভব এবং দ্বৈতপদার্থ কখনও উৎপন্ন বা লীন হয় না। যাহারা দ্বৈতবাদী, তাহারা রজ্জুতে সর্প কল্পনার ন্যায় আত্মাতে প্রাণাদির কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু

ভাবৈরসদ্ভিরেবায়মদ্বয়েন চ কল্পিতঃ।
ভাবা অপ্যদ্বয়েনৈব তস্মাদদ্বয়তা শিবা॥ ৩৩॥

বস্থানঞ্চ শ্রেয় ইতি। সুখিত্বাদিনিবর্ত্তকং শাস্ত্রমাত্মন্যসুখিত্বাদিপ্রত্যয়কর
ণেন নেতি নেত্যস্থূলাদিবাক্যৈরাত্মস্বরূপবদসুখিত্বাদ্যপি সুখিত্বাদিভেদে
নানুবৃত্তোঽস্তি ধর্ম্মঃ। যদ্যনুবৃত্তস্যান্নাধ্যারোপিতসুখিত্বাদিলক্ষণো বিশেষঃ
যথোষ্ণত্বগুণবিশেষবত্যগ্নৌ শীততা তস্মিন্নির্ব্বিশেষ এবাত্মনি সুখিত্বাদয়ো
বিশেষাঃ কল্পিতাঃ। যত্ত্বসুখিত্বাদিশাস্ত্রমাত্মনস্তৎসুখিত্বাদিবিশেষনিবৃত্ত্য
মেবেতি সিদ্ধম্। সিদ্ধন্তু নিবর্ত্তকত্বাদিত্যাগমবিদাং সূত্রম্॥ ৩২॥

পূর্ব্বশ্লোকার্থস্য হেতুমাহ। যথা রজ্জ্বামসদ্ভিঃ সর্পধারাদিভিরদ্বয়ে
রজ্জুদ্রব্যেণ সতাঽয়ং সর্প ইয়ং ধারাদণ্ডোঽয়মিতি বা রজ্জুদ্রব্যমে
কল্প্যতে। এবং প্রাণাদিভিরনন্তৈরসদ্ভিরেবাবিদ্যমানৈঃ পরমার্থতঃ।
হ্যপ্রচলিতে মনসি কশ্চিদ্ভাব উপলক্ষয়িতুং শক্যতে কেনচিৎ। ন চাত্মন
প্রচলনমস্তি। প্রচলিতস্যৈবোপলভ্যমানা ভাবা ন পরমার্থতঃ সন্তঃ কল্প
য়িতুং শক্যাঃ। অতোঽসদ্ভিরেব প্রাণাদিভাবৈরদ্বয়েন চ পরমার্থসত

এইমত অযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। কেবল মনে মনেই রজ্জুতে সর্প
পরিকল্পনা হইয়া থাকে, তাহাতে রজ্জুতে সর্পকল্পনার প্রলয় বা উৎপত্তি
হয় না এবং রজ্জুতেও সর্পের উৎপত্তি বা প্রলয় হইতে পারে না। অতএ
দ্বৈতত্ব কেবল মানসিক কল্পনামাত্র; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দ্বৈতপদার্থে
উৎপত্তি ও প্রলয়ভাব অসঙ্গত নহে॥ ৩২॥

যেমন যখন রজ্জুতে "এই সর্প, এই জলধারা, অথবা এই দণ্ড" ইত্যা
কার জ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া রজ্জুস্বরূপের নিশ্চয় জ্ঞান হয়। সেইরূপ
অবিদ্যাকল্পিত প্রাণাদি অনন্তভাবের অভাব হইলেই অদ্বৈত আত্মা
পরমার্থতা প্রকাশ পায়। যখন মনঃ নিশ্চল থাকে, তখন কেহই তাহাতে
কোন ভাব উপলক্ষিত করিতে পারে না। কিন্তু আত্মা নিশ্চল, কখনও
আত্মার চাঞ্চল্য হয় না। প্রচলিত পদার্থেরই নানাপ্রকার ভাব উপ
লক্ষিত হয়, কিন্তু আত্মার কোনরূপ ভাবই কল্পনা করা যায় না। অতএব

নাত্মভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন।
ন পৃথঙ্নাপৃথক্কিঞ্চিদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥

ত্মনা রজ্জুবৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদভূতেনায়ং স্বয়মেবাত্মা কল্পিতঃ। সদৈকস্বভাবোঽপি সংস্তে চ প্রাণাদিভাবা অদ্বয়েনেব সতাত্মনা বিকল্পিতাঃ। ন হি নিরাস্পদা কাচিৎকল্পনোপলভ্যতে অতঃ সর্ব্বকল্পনাস্পদত্বাৎ স্বেনাত্মনাঽদ্বয়স্যাব্যভিচারাৎ। কল্পনাবস্থায়ামপ্যদ্বয়তা শিবা। কল্পনা এব হ্যশিবাঃ। রজ্জুসর্পাদিবৎত্রাসাদিকারিণ্যোঽহিতাঃ। অদ্বয়তা অভয়া অতঃ সৈব শিবা ॥ ৩৩ ॥

কুতশ্চাদ্বয়তা শিবা নানাভূতং পৃথক্ত্বমন্যস্যান্যস্মাদ্যত্র দৃষ্টং তত্রাশিবং ভবেৎ। ন হ্যত্রাদ্বয়ে পরমার্থসত্যাত্মনি প্রাণাদিসংসারজাতমিদং জগদাত্মভাবেন পরমার্থস্বরূপেণ নিরূপ্যমাণং নানাবস্ত্বন্তরভূতং ভবতি। যথা রজ্জুস্বরূপেণ প্রকাশেন নিরূপ্যমাণেন নানাভূতঃ কল্পিতঃ সর্পোঽস্তি তদ্বৎ। নাপি স্বেন প্রাণাদ্যাত্মনেদং বিদ্যতে। কদাচিদপি রজ্জুসর্পবৎ-

---

প্রাণাদিভাব সকলই অসৎ, বাস্তবিক আত্মা অদ্বয়। যেমন রজ্জু সর্পাদি বিকল্পের আস্পদ, সেইরূপ আত্মাই প্রাণাদি অনন্ত কল্পনার আধাররূপে স্বয়ং কল্পিত হইয়া থাকেন। আত্মা সর্ব্বদা একস্বভাব হইলেও তৎকর্ত্তৃক প্রাণাদিভাব কল্পিত হইয়া থাকে। নিরাশ্রয়ে কোন কল্পনাই হইতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বকল্পনার আস্পদীভূত আত্মাই অদ্বয়; তাহাতে কোন ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। অতএব কল্পনাকালেও আত্মার অদ্বয়ত্ব জ্ঞান মঙ্গলকর এবং কল্পনাই অনিষ্টকর। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলেও সেই ভ্রমজ্ঞানই ত্রাস উৎপাদন করে, সেইরূপ আত্মাতে প্রাণাদি কল্পনাও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। অতএব অদ্বৈতজ্ঞানই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃসাধন করে ॥ ৩৩ ॥

আত্মার কিরূপ অদ্বয়ত্বজ্ঞান মঙ্গলকর, এইক্ষণ তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মা আত্মস্বরূপে নানাপ্রকার নহেন। তাঁহার আত্মস্বরূপে নানাত্ব জ্ঞান শ্রেয়স্কর নহে;

বীতরাগভয়ক্রোধৈর্ম্মুনিভির্ব্বেদপারগৈঃ।
নির্ব্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ॥ ৩৫॥

কল্পিতত্বাদেব। তথাঽন্যোন্যং ন পৃথক্ প্রমাণাদি বস্তু। যথা অশ্বান্মহিষঃ পৃথগ্বিদ্যতএব অতোঽসত্বাৎ পৃথগ্বিদ্যতেঽন্যোন্যং পরেণ বা কিঞ্চিদিতি। এবং পরমার্থতত্ত্বমাত্মবিদো ব্রাহ্মণা বিদুঃ। অতোঽশিবহেতুত্বাভাবাদদ্বয়তৈব শিবেত্যভিপ্রায়ঃ। ৩৪।

তদেতৎ সম্যগ্‌দর্শনং স্তূয়তে। বিগতরাগভয়দ্বেষক্রোধাদিসর্ব্বদোষৈঃ সর্ব্বদা মুনিভির্ম্মননশীলৈর্ব্বিবেকিভির্ব্বেদপারগৈরবগতবেদার্থতত্ত্বৈর্জ্ঞানিভির্নির্ব্বিকল্পঃ সর্ব্ববিকল্পশূন্যোঽয়মাত্মা দৃষ্ট উপলব্ধো বেদান্তার্থতৎপরৈঃ। প্রপঞ্চোপশমঃ প্রপঞ্চো দ্বৈতভেদবিস্তারস্তস্যোপশমোঽভাবো যস্মিন্ স আত্মা প্রপঞ্চোপশম অতএবাদ্বয়ঃ। বিগতদ্বেষৈরেব পণ্ডিতৈর্ব্বেদান্তার্থতৎপরৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ পরমাত্মা দ্রষ্টুং শক্যো নান্যৈঃ রাগাদিকলুষিতচেতোভিঃ স্বপক্ষপাতদর্শনৈস্তার্কিকাদিভিরিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৩৫॥

পরন্তু তাহা অমঙ্গলপ্রদ। অদ্বয় আত্মাতে প্রাণাদি সংসার ধর্ম্ম নাই। তাঁহাকে জগতের আত্মস্বরূপে পরমার্থভাবে নিরূপণ করিবে। তিনি নানা বস্তুর অন্তরবর্ত্তীরূপে বিদ্যমান আছেন, যেমন রজ্জু স্বীয় আকারে প্রকাশিত হইয়াও সর্ব্বপ্রকারেই সর্পরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ আত্মাও স্বীয়রূপে প্রকাশ পাইয়া প্রাণাদি অনন্তভাবে কল্পিত হইয়া থাকেন তিনি প্রাণাদিরূপে বিদ্যমান থাকেন না, কারণ কখনও তাঁহাকে রজ্জু সর্পের ন্যায় কল্পনা করায় এবং আত্মাকে পৃথগ্‌ভূত প্রাণাদি বস্তুর ন্যায় বিভিন্ন বলা যায় না। যেমন অশ্ব মহিষ হইতে পৃথক্, আত্মা সেইরূপ প্রাণাদি হইতে পৃথক্ নহেন॥ ৩৪॥

যাহাদিগের রাগ, দ্বেষ, ক্রোধাদি সর্ব্বপ্রকার দোষ তিরোহিত হইয়াছে এবং যাহারা বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ, সেই সকল বিবেকী মুনিগণ নির্ব্বিকল্পক অদ্বয় আত্মাকে জানিতে পারেন। সেই আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে দ্বৈত প্রপঞ্চের উপশম হয়। রাগদ্বেষাদিশূন্য বেদার্থতৎপর সন্ন্যাসীরাই পর

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনমদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্।
অদ্বৈতং সমনুপ্রাপ্য জড়বল্লোকমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥
নিস্তুতির্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

যস্মাৎসর্ব্বানর্থপ্রশমনরূপত্বাদদ্বয়ং শিবং অভয়ং অত এবং বিদিত্বা-ঽদ্বৈতে স্মৃতিং যোজয়েৎ। অদ্বৈতাবগমায়ৈব স্মৃতিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চাদ্বৈতমবগম্যাহমস্মি পরং ব্রহ্মেতি বিদিত্বাঽশনায়াদ্যতীতং সাক্ষাদ-পরোক্ষাদজমাত্মানং সর্ব্বলোকব্যবহারাতীতো জড়বল্লোকমাচরেৎ। অপ্রখ্যাপয়ন্নাত্মানমহমেবংবিধ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

কয়া চর্য্যয়া লোকমাচরেদিত্যাহ। স্তুতিনমস্কারাদিসর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিত-স্ত্যক্তসর্ব্ববাহ্যৈষণঃ প্রতিপন্নপারমহংস্যপারিব্রাজ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। এতং

মাত্মাকে জানিতে পারেন, তদ্ভিন্ন যাহাদিগের চিত্ত রাগদ্বেষাদিদোষে কলু-ষিত হইয়াছে, সেই সকল স্বপক্ষপাতী তার্কিকেরা আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন না ॥ ৩৫ ॥

যেহেতু আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেই দ্বৈতপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইয়া সর্ব্ব-প্রকার অনর্থেরও নিবৃত্তি হয়। অতএব সেই আত্মা অদ্বয়, সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ ও অভয়, এইরূপে আত্মাকে জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিবে, আত্মাকে অদ্বৈতরূপে জানিতে পারিলেই "আমিই সেই পরংব্রহ্মস্বরূপ" ইত্যাকার জ্ঞান হয়। তখন সেই ব্যক্তি জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষুধাপিপাসাদি কোনরূপ লৌকিক ব্যবহার থাকে না। সেই ব্যক্তি সর্ব্বলোকের অতীত হয় ॥ ৩৬ ॥

আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যব-হারের অতীত হয়, সে কাহাকে স্তুতি বা নমস্কার করে না এবং স্বধা শব্দপ্রয়োগাদিদ্বারা পিতৃকৃত্যাদি কোন কার্য্যেই তাহার প্রবৃত্তি হয় না। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি দেবপূজাদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করে, কেবল পারমহংস্য প্রব্রজ্যাদি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান করে। শ্রুতিপ্রমাণেও

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।

বৈ তমাত্মানং বিদির্ত্বেত্যাদিশ্রুতেঃ। তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণা ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। চলং শরীরং প্রতিক্ষণমন্যথাভাবাৎ। অচলমাত্মতত্ত্বম্। যদা কদাচিদ্ভোজনাদিব্যবহারনিমিত্তমাকাশবদচলং স্বরূপমাত্মতত্ত্বমাত্মনো নিকেতনমাশ্রয়মাত্মস্থিতিং বিস্মৃত্যাহমিতি মন্যতে যদা তদা চলো দেহো নিকেতো যস্য সোঽয়মেবং চলাচলনিকেতো বিদ্বান্ ন পুনর্ব্বাহ্যবিষয়াশ্রয়ঃ। স চ যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ। যদৃচ্ছাপ্রাপ্তকৌপীনাচ্ছানগ্রাসমাত্রদেহস্থিতি-রিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

বাহ্যং পৃথিব্যাদি তত্ত্বমাধ্যাত্মিকঞ্চ দেহাদিলক্ষণং রজ্জুসর্পাদিবৎ। স্বপ্ন-মায়াদিবচ্চাসৎ। বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়মিত্যাদিশ্রুতেঃ। আত্মা চ

এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি আত্ম-জ্ঞানী, সেই ব্যক্তি লৌকিক কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই আত্মাকেই চিন্তা করে, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে এবং সর্ব্বদা সেই আত্মা-তেই একান্ত অনুরক্ত থাকে। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করে যে, সর্ব্বদাই এই দেহের অন্যথাভাব হইতেছে। অতএব দেহ চল, অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে এবং আত্মা সর্ব্বদাই একভাবে থাকেন, তাঁহার কখনও ভাবান্তর হয় না, পরন্তু আত্মাই অচল। দেহ ভোজনাদি ব্যবহার জন্য, কিন্তু আত্মা আকাশবৎ অচল, ভোজনাদি ব্যবহার অপেক্ষা করে না। এইরূপে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি দেহ ও আত্মার স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানপারদর্শী বিদ্বান্ যতি ব্যক্তি যাদৃচ্ছিক, অর্থাৎ অযত্নলভ্য কৌপীনাদি আচ্ছাদন ও একগ্রাসমাত্র ভোজনাদিদ্বারা পরিতুষ্ট থাকেন। কোনরূপ উত্তম বস্ত্রপরিধান করিব বা সুস্বাদু উত্তম ভোজ্যদ্রব্য ভোজনদ্বারা রসনার পরিতৃপ্তি করিব, এজন্য ব্যগ্র হয়েন না॥ ৩৭॥

পৃথিব্যাদি বাহ্যতত্ত্ব এবং দেহলক্ষণাদি আধ্যাত্মিকতত্ত্ব পর্য্যালোচনা-দ্বারা আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া আত্মপরায়ণ হইবে, কখন সেই আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা হইতে নিবৃত্ত হইবে না। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, বাস্তবিক সেই সর্প মিথ্যা, সেইরূপ এই পৃথিব্যাদি বাহ্যপদার্থ সকলই

তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরায়াং গৌড়পাদীয়-
কারিকায়াং বৈতথ্যাখ্যং দ্বিতীয়মাগম-
প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজোঽপূর্ব্বোঽনপরোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্ন আকাশবৎসর্ব্ব-গতঃ সূক্ষ্মোঽচলো নির্গুণো নিষ্কলো নিষ্ক্রিয়স্তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসীতি-শ্রুতেঃ। ইত্যেবং তত্ত্বদৃষ্ট্যা তত্ত্বীভূতস্তদারামো ন বাহ্যরমণো যথাঽতত্ত্বদর্শী কশ্চিচ্চিত্তমাত্মত্বেন প্রতিপন্নশ্চিত্তচলনমনুচলিতমাত্মানং মন্যমানস্তত্ত্বা-চ্চলিতং দেহাদিভূতমাত্মানং কদাচিন্মন্যতে প্রচ্যুতোঽহমাত্মতত্ত্বাদিদানী-মিতি। সমাহিতে তু মনসি কদাচিত্তত্ত্বভূতং প্রসন্নাত্মানং মন্যতে ইদানীমস্মি তত্ত্বীভূত ইতি। ন তথাত্মবিত্তবেৎ। আত্মন এবরূপত্বাৎ স্বরূপপ্রচ্যবনাসম্ভ-বাচ্চ। সদৈবং ব্রহ্মাস্মীত্যপ্রচ্যুতো ভবেত্তত্ত্বাৎ সদাঽপ্রচ্যুতাত্মদর্শনো

অসৎ, উহা কেবল মায়াপরিকল্পিত। স্বপ্নকালে যেমন অসত্য পদার্থকে সৎ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ মায়াবলে এই অসত্য জগৎকে সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অতএব পৃথিব্যাদি বাহ্যপদার্থ সমুদায়ই অনিত্য এবং সেই আত্মাই বাহ্য ও অভ্যন্তরবর্ত্তী অজ, অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য, আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্ম, অচল, নির্গুণ, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় এবং সত্য; এইরূপে আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনাদ্বারা সর্ব্বদা আত্মপরায়ণ হইয়া থাকিবে। কদাচ পৃথিব্যাদি বাহ্য বিষয়ে অনুরাগ করিবে না। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব-দর্শী, তাঁহারা কখনও চিত্তকে আত্মা বলিয়া জ্ঞানকরতঃ চিত্তের চাঞ্চল্যানু-ভব দৃষ্টে আত্মারও চাঞ্চল্য বোধ করিয়া আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা হইতে নিবৃত্ত হয়েন না। পরন্তু যাঁহারা সমাহিতচিত্ত, তাঁহারা "আমিই ব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা সেই আত্মতত্ত্ব চিন্তনে তৎপর থাকেন। অতএব এইরূপে সর্ব্বদা আত্মপরায়ণ হইয়া অনন্যচিত্তে তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেই তাহার আত্মদর্শন হয়। তখন তাহার কোনরূপ ভেদজ্ঞান থাকে না, সর্ব্ব-

ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ। শুনি চৈব শ্বপাকে চ। সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু ইত্যাদি-স্মৃতেঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়ে আগমশাস্ত্রভাষ্যে
দ্বিতীয়প্রকরণং বৈতথ্যাখ্যং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

ভূতকে সমজ্ঞান করে। সে কুক্কুর চাণ্ডালাদিকেও ঘৃণা করে না এবং দেবতাকেও ভক্তি করে না ; সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয় ॥ ৩৮ ॥

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষৎকারিকায়াং দ্বিতীয়মাগমপ্রকরণ ॥ ২ ॥

অথ গৌড়পাদীয়কারিকায়া অদ্বৈতাখ্যং তৃতীয় প্রকরণং।

ওঁ উপাসনাশ্রিতোধর্ম্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
প্রাগুৎপত্তেরজং সর্ব্বং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ ॥ ১ ॥

ওঁকারনির্ণয়ে উক্তঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত আত্মেতিপ্রতিজ্ঞামাত্রেণ। জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যত ইতি চ। তত্র দ্বৈতাভাবস্তু বৈতথ্যপ্রকরণেন স্বপ্নমায়াগন্ধর্ব্বনগরাদিদৃষ্টান্তৈর্দৃশ্যত্বাদ্যন্তবত্ত্বাদিহেতুভিস্তর্কেণ চ প্রতিপাদিতঃ। অদ্বৈতং কিমাগমমাত্রেণ প্রতিপত্তব্যমাহোস্বিত্তর্কেণাপীত্যত আহ শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্ তৎকথমিত্যদ্বৈতপ্রকরণমারভ্যতে। উপাস্যোপাসনাদিভেদজাতং সর্ব্বং বিতথং কেবলশ্চাত্মা অদ্বয়ঃ পরমার্থ ইতি স্থিতমতীতপ্রকরণে। যত উপাসনাশ্রিত উপাসনামাত্মনো মোক্ষসাধনত্বেন গত উপাসকোঽহং মমোপাস্যং ব্রহ্ম। তদুপাসনং কৃত্বা জাতে ব্রহ্মণি ইদানীং বর্ত্তমানোঽজং ব্রহ্ম শরীরপাতাদূর্দ্ধং

ওঙ্কারের স্বরূপ নির্ণয় হইলে যে প্রপঞ্চের উপশম হয়, তাহা প্রথম প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। "আত্মা মঙ্গলময় ও অদ্বিতীয়" এইরূপে আত্মজ্ঞান হইলে আর দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না, ইত্যাদিরূপে অনেকপ্রকারে প্রপঞ্চের শান্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় প্রকরণে স্বপ্ন, মায়া, গন্ধর্ব্বনগরাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বহু বহু হেতুবাদ ও তর্কবিতর্কদ্বারা দ্বৈতাভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই প্রকরণে ইহাই বিবেচনীয় হইবে যে, সেই অদ্বৈত জ্ঞান কি কেবল আগমমাত্রই হয়, কিম্বা তর্কদ্বারা হইয়া থাকে? এই আশঙ্কায় তর্কদ্বারা কিরূপে অদ্বৈতজ্ঞান হয়, এই প্রকরণে তাহাই নিরূপিত হইবে। পূর্ব্ব প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, উপাস্য উপাসকভাব মিথ্যা, কেবল অদ্বয় আত্মাই পরমার্থ। যিনি এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলেও উপাস্য উপাসকভাব বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিয়াও মনে করে

অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজাতিসমতাঙ্গতম্।
যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমং ততঃ॥ ২॥

প্রতিপ্রৎস্যে প্রাগুৎপত্তেশ্চাজমিদং সর্ব্বমহঞ্চ। যদাত্মকোঽহং প্রাগুৎপত্তেরিদানীং জাতো জাতে ব্রহ্মণি চ বর্ত্তমান উপাসনয়া পুনস্তদের প্রতিপৎস্য ইত্যেবমুপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মঃ। সাধকো যেনৈবং ক্ষুদ্রব্রহ্মবিৎ যে নাসৌ কারণেন কৃপণো দীনোঽল্পকঃ স্মৃতো নিত্যাজব্রহ্মদর্শিভির্ম্মহাত্মভিরিত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসত ইত্যাদি শ্রুতেস্তলবকারাণাম্॥ ১॥

সবাহ্যাভ্যন্তরমজমাত্মানং প্রতিপত্তুমশক্নুবন্নবিদ্যয়া দীনমাত্মানং মন্যমানো জাতোঽহং জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্তে তদুপাসনাশ্রিতঃ সন্ ব্রহ্ম প্রতিপৎস্য ইত্যেবং প্রতিপন্নঃ কৃপণো ভবতি যস্মাদতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমকৃপণভাবমজং ব্রহ্ম। তদ্ধি কার্পণ্যাস্পদং যত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং মর্ত্ত্যং সদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তদ্বিপরীতং সবাহ্যাভ্যন্তরমজমকার্পণ্যং ভূমাখ্যং ব্রহ্ম যৎপ্রাপ্যাবিদ্যাকৃত-

---

যে, "এই ব্রহ্ম আমার উপাস্য এবং আমি তাঁহার উপাসক, অতএব ইহার উপাসনা করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়াছে এবং এক্ষণে আমি বর্ত্তমান আছি, যখন এই দেহের পতন হইবে, তখন সর্ব্বময় সনাতন ব্রহ্মকে পাইব" তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা যোগিগণ কৃপণ বলিয়া থাকেন। সে কখনও ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে নাই। তাহাকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মজ্ঞানী বলা যায়॥ ১॥

যে আত্মাকে বাহ্য ও অভ্যন্তরবর্ত্তী অদ্বৈত বলিয়া নিশ্চয় করিতে না পারিয়া আপনাকে অজ্ঞানী জ্ঞান করে, অর্থাৎ "আমি এখনও ব্রহ্মলাভে অশক্ত আছি এবং ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে, তাঁহার উপাসনা করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিব" এইরূপে নিতান্ত দৈন্যভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই দৈন্য নিবারণের উপায় বলিব। যাহাতে তাহারা ব্রহ্মকে পাইয়া অবিদ্যাকৃত সর্ব্বদৈন্যের নিবৃত্তি করিতে পারে, তাহাই বলিতেছি। এই উপদেশে কার্পণ্য দোষের নিবৃত্তি হইয়া সর্ব্ব সাম্যভাব প্রাপ্ত

আত্মা হ্যাকাশবজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ।
ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈর্জাতাবেতন্নিদর্শনম্‌ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বকার্পণ্যনিবৃত্তিস্তদকার্পণ্যং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। তদজাতি অবিদ্যমানা জাতিরস্য। সমতাঙ্গতং সর্ব্বসাম্যং গতম্‌ কস্মাৎ। অবয়ববৈষম্যাভাবাৎ। যদ্ধি সাবয়বং বস্তু তদবয়ববৈষম্যং জায়ত ইত্যুচ্যতে। ইদন্তু নিরবয়বত্বাৎসমতাঙ্গতমিতি ন কৈশ্চিদবয়বৈঃ স্ফুটত্যতোঽজাত্যকার্পণ্যম্‌। সমন্ততঃ সমন্তাদ্বথা ন জায়তে কিঞ্চিদল্পমপি ন স্ফুটতি রজ্জুসর্পবদবিদ্যাকৃত দৃষ্ট্যা জায়মানং যেন প্রকারেণ ন জায়তে সর্ব্বতোঽজমেবং ব্রহ্ম ভবতি তথা তৎ প্রকারং শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অজাতি ব্রহ্মাকার্পণ্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং তৎসিদ্ধ্যর্থং হেতুং দৃষ্টান্তং বক্ষ্যামীত্যাহ। আত্মা পরো হি যস্মাদাকাশবৎ সূক্ষ্মো নিরবয়বঃ সর্ব্বগতং আকাশবদুক্তো জীবৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞৈর্ঘটাকাশৈরিব ঘটাকাশতুল্য উদিত উক্তঃ। স এবাকাশসমঃ পর আত্মা। অথবা ঘটাকাশৈর্যথোদিত উৎপন্নস্তথা পরো জীবাত্মভিরুৎপন্নো জীবাত্মনাং পরস্মাদাত্মন উৎপত্তির্যা শ্রূয়তে বেদান্তেষু সা মহাকাশাদ্ঘটাকাশোৎপত্তিসমানং পরমার্থত ইত্যভি-

---

হয়, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানীর অবয়বের বৈষম্য থাকে না, যে বস্তু সাবয়ব, তাহার অবয়ব বৈষম্য হইয়া থাকে। আত্মা নিরবয়বপ্রযুক্ত সমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কোন অবয়বই প্রকাশিত নাই; সুতরাং জাতি কার্পণ্যও নাই। যে প্রকার আচরণ করিলে তাহার কোন স্থানে অল্প পরিমাণেও প্রকাশ না হয়, অর্থাৎ রজ্জু সর্পাদির ন্যায় অবিদ্যাকৃত দৃষ্টিদ্বারা কোন প্রকার অজ্ঞান না থাকে এবং সর্ব্বতেজোময় ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে, সেই প্রকার বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

হেতু ও দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত অর্থবিবৃত করিতেছেন।— আত্মা সূক্ষ্ম, অবয়ববিহীন এবং যেমন আকাকাশ সর্ব্বগত, সেইরূপ আত্মা সর্ব্বব্যাপী। আকাশ যেমন বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট, আত্মাও সেইরূপ বিভু, তাঁহারা কোনরূপ ভেদ নাই। যেমন মহাকাশ ঘটাকাশাদি নানাকারে

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।
আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি॥ ৪॥
যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।

প্রায়ঃ। তস্মাদেবাকাশাদ্ঘটাদয়ঃ সঙ্ঘাতা যথোৎপদ্যন্তে এবমাকাশস্থানীয়াৎপরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিভূতসঙ্ঘাতা আধ্যাত্মিকাশ্চ কার্য্যকারণলক্ষণা রজ্জুসর্পবদ্বিকল্পিতা জায়ন্তে। অত উচ্যতে ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈরুদিত ইতি। যদা মন্দবুদ্ধিপ্রতিপিপাদয়িষয়া শ্রুত্যাত্মনো জাতিরুচ্যতে জীবাদীনাং তদা জাতাবুপগম্যমানায়ামেতন্নিদর্শনং দৃষ্টান্তো যথোদিতাকাশবদিত্যাদিঃ॥ ৩॥

যথা ঘটাদ্যুৎপত্ত্যা ঘটাকাশাদ্যুৎপত্তিঃ। যথা চ ঘটাদিপ্রলয়ে ঘটাকাশাদিপ্রলয়স্তদ্বদ্‌গৃহাদিসঙ্ঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিস্তৎপ্রলয়ে চ জীবানামিহাত্মনি প্রলয়ো ন স্বত ইত্যর্থঃ॥ ৪॥

সর্ব্বদেহেষাত্মৈকত্বে একস্মিন্ জননমরণসুখাদিমত্যাত্মনি সর্ব্বাত্মনাং

প্রতীত হয়, সেইরূপ আত্মাও নানাবিধ জীবাকারে প্রতীতির বিষয় হয়েন। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি নানাপ্রকার বস্তু উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক আত্মা হইতে পৃথিব্যাদি নানাপ্রকার পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুনরায় যেমন সেই ঘটাদির বিনাশ হইলে ঘটাকাশাদি মহাকাশে বিলীন হয়, সেইরূপ জীবাদির বিনাশ হইলেও পরমাত্মাতে লয় পায়॥ ৩॥

যেমন ঘটাদির উৎপত্তি হইলেই ঘটাকাশাদির উৎপত্তি হয় এবং সেই ঘটাদির বিনাশেই ঘটাকাশাদি মহাকাশ বিলীন হয়। সেইরূপ দেহাদির উৎপত্তি হইলেই জীবের উৎপত্তি হয় এবং সেই দেহের বিনাশেই জীব আত্মাতে লয় পায়। বাস্তবিক যেমন আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, সেইরূপ জীবেরও উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। দেহাদি উপাধির উৎপত্তি প্রলয়েই জীবেরও উৎপত্তি প্রলয় প্রতীতি হয়॥ ৪॥

যদি সকল দেহেতে আত্মার একত্ব স্বীকার কর, তাহাহইলে এক ব্যক্তির জন্ম, মরণ, সুখ অথবা দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাতে অন্যের জন্ম, মরণ,

ন সর্ব্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ ॥ ৫ ॥

তৎসম্বন্ধঃ ক্রিয়াফলসাঙ্কর্য্যঞ্চ স্যাদিতি য আহুর্দ্বৈতিনস্তান্ প্রতীদমুচ্যতে। যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে সংযুক্তে ন সর্ব্বে ঘটাকাশাদয়স্তদ্রজোধূমাদিভিঃ সংযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ। নন্বেক এবাত্মা। বাঢ়ম্। ননু ন শ্রুতং ত্বয়া আকাশবৎসর্ব্বসঙ্ঘাতেষ্বেক এবাত্মেতি। যদি এক এবাত্মা তর্হি সর্ব্বত্র সুখী দুঃখী চ স্যাৎ। ন চেদং সাঙ্খ্যচোদ্যং সম্ভবতি। ন হি সাঙ্খ্য আত্মনঃ সুখদুঃখাদিমত্ত্বমিচ্ছতি বুদ্ধিসমবায়াভ্যুপগমাৎ সুখদুঃখাদীনাম্। ন চোপলব্ধিস্বরূপস্যাত্মনো ভেদকল্পনায়াং প্রমাণমস্তি। ভেদাভাবে প্রধানস্য পারার্থ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ। ন। প্রধানকৃতস্যার্থস্যাত্মন্যসমবায়াৎ। যদি হি প্রধানকৃতো বন্ধো মোক্ষোবার্থঃ পুরুষেষু ভেদেন সমবৈতি ততঃ প্রধানস্য পারার্থ্যমাত্মৈকত্বেনোপপদ্যত ইতি যুক্তা পুরুষভেদকল্পনা। ন চ সাংখ্যৈর্ব্বন্ধো মোক্ষো বার্থঃ পুরুষসমবেতোঽভ্যুপগম্যতে। নির্ব্বিশেষাশ্চ চেতনমাত্রা আত্মনোঽভ্যুপগম্যন্তে। অতঃ পুরুষসত্তামাত্রপ্রযুক্তমেব প্রধানস্য পারার্থ্যং সিদ্ধং ন তু পুরুষভেদপ্রযুক্তমিতি। অতঃ পুরুষভেদকল্পনায়াং হেতুঃ। নচান্যাৎ পুরুষ-

---

সুখ কিম্বা দুঃখ হয় না কেন? এবং এক ব্যক্তি যে ভোজনাদি ক্রিয়া করে, সেই ভোজনাদিতে সকলেরই ভোজনাদি ক্রিয়া হইতে পারে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন একটি ঘটের মধ্যভাগ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা আবৃত হইলে, তাহাতে সকল ঘটাকাকাশ ধূলি ও ধূমাদিদ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। সেইরূপ এক ব্যক্তির জন্ম মরণাদিতে অন্যের জন্ম মৃত্যু হইতে পারে না, কারণ জন্ম মরণাদি সকলই উপাধিগত ধর্ম্ম বিশেষ। পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দেহাদি উপাধির জন্ম মৃত্যুতেই জীবের জন্মমৃত্যু অনুভূত হয়; সুতরাং এক ব্যক্তির জন্ম মরণে অপরের জন্ম মরণ আশঙ্কা হইতে পারে না। অতএব আত্মার একত্ব স্বীকার করিলে "এক ব্যক্তির ভোজনাদি ক্রিয়াতে, অপরের ভোজনাদির আশঙ্কাদ্বারা ব্যবস্থার

ভেদকল্পনায়াং। প্রমাণমস্তি সাংখ্যানাম্। পরসত্তামাত্রমেব চৈতন্যনিমিত্তী-কৃত্য স্বয়ং বধ্যতে মুচ্যতে চ প্রধানম্। পরশ্চোপলব্ধিমাত্রসত্তাস্বরূপেণ প্রধানপ্রকৃতৌ হেতুর্ন কেনচিদ্বিশেষেণেতি। কেবলমূঢতয়ৈব পুরুষভেদ-কল্পনা বেদার্থপরিত্যাগশ্চ। যে ত্বাহুর্বৈশেষিকাদয় ইচ্ছাদয় আত্মসমবায়িন ইতি। তদপ্যসৎ। স্মৃতিহেতূনাং সংস্কারাণামপ্রদেশবত্যাত্মন্যসমবায়াৎ। আত্মমনঃসংযোগাচ্চ স্মৃত্যুৎপত্তেঃ স্মৃতিনিয়মানুপপত্তিঃ। যুগপদ্বা সর্ব্ব-স্মৃত্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। ন চ ভিন্নজাতীয়ানাং স্পর্শাদিহীনানামাত্মনাং মন-আদিভিঃ সম্বোধো যুক্তঃ ন চ দ্রব্যাদ্রূপাদয়ো গুণাঃ কর্ম্মসামান্যবিশেষ-সমবায়া ভিন্নাঃ সন্তি। পরেষাং যদি হ্যত্যন্তভিন্না এব দ্রব্যাৎ স্যুরিচ্ছাদয়-শ্চাত্মনস্তথাসতি দ্রব্যেণ তেষাং সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। অযুতসিদ্ধানাং সমবায়-লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুধ্যত ইতি চেৎ ন ইচ্ছাদিভ্যোঽনিত্যেভ্য আত্মনো নিত্যস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বান্নাযুতসিদ্ধত্বোপপত্তিঃ। আত্মনা যুতসিদ্ধত্বে চেচ্ছাদী-নামাত্মগতমহত্ত্ববন্নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। স চানিষ্টঃ আত্মনোঽনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়স্য চ দ্রব্যাদন্যত্বে সতি দ্রব্যেণ সম্বন্ধান্তরং বাচ্যম্। যথা দ্রব্য-গুণয়োঃ সমবায়ো নিত্যসম্বন্ধ এবেতি ন বাচ্যমিতি চেৎ। তথা সমবায়-সম্বন্ধতাং নিত্যসম্বন্ধপ্রসঙ্গাৎ পৃথক্ত্বানুপপত্তিঃ। অত্যন্তপৃথক্ত্বে চ দ্রব্যা-দীনাং স্পর্শবদস্পর্শদ্রব্যয়োরিব ষষ্ঠ্যর্থানুপপত্তিঃ ইচ্ছাদ্যুপজনাপায়বদ্গুণ-বত্ত্বে চাত্মনো নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। দেহফলাদিবৎ সাবয়বত্বং বিক্রিয়াবয়বত্বঞ্চ দেহাদিবদেবেতি দোষাবপরিহার্য্যৌ। যথা ত্বাকাশস্যাঽবিদ্যাধ্যারোপিত-রজোধূমমলত্বাদি দোষবত্ত্বং তথাত্মনোঽবিদ্যাধ্যারোপিতবুদ্ধ্যাদ্যুপাধি-কৃতসুখদুঃখাদিদোষবত্ত্বে বন্ধমোক্ষাদয়ো ব্যবহারিকা ন বিরুধ্যন্তে। সর্ব্ববাদিভিরবিদ্যাকৃতব্যবহারাভ্যুপগমাৎ পরমার্থানভ্যুপগমাচ্চ। তস্মা-দাত্মভেদপরিকল্পনা বৃথৈব তার্কিকৈঃ ক্রিয়ত ইতি॥ ৫॥

অনুপপত্তি হয়” এই বলিয়া যাঁহারা দ্বৈতমত আশ্রয় করেন, তাঁহারা পরাস্ত হইলেন। বিশেষতঃ যেহেতু আত্মার জন্ম, মরণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কিছুই নাই, অতএব আত্মা এক হইলেও এক ব্যক্তির জন্ম মরণাদিতে অপরের জন্ম মরণাদি নিতান্ত অসম্ভব॥ ৫॥

রূপকার্য্যসমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তত্র তত্র বৈ।
আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ ॥ ৬ ॥
নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥ ৭ ॥

কথং পুনরাত্মভেদনিমিত্তব্যবহার একস্মিন্নাত্মন্যবিদ্যাকৃত উপপদ্যত ইতি। উচ্যতে। যথেহাকাশ একস্মিন্ ঘটকরকাপবরকাদ্যাকাশানাম-ল্পত্বমহত্ত্বাদিরূপাণি ভিদ্যন্তে তথা কার্য্যমুদকাহরণধারণশয়নাদিসমাখ্যাশ্চ ঘটাকাশকরকাকাশ ইত্যাদ্যাস্তৎকৃতাশ্চ ভিন্নাশ্চ দৃশ্যন্তে। তত্র তত্র বৈ ব্যবহারবিষয় ইত্যর্থঃ। সর্ব্বোঽয়মাকাশরূপাদিভেদকৃতো ব্যবহারো ন পরমার্থ এব। পরমার্থতস্ত্বাকাশস্য ভেদোঽস্তি। ন চাকাশভেদনিমিত্তো ব্যবহারোঽস্ত্যন্তরেণ পরোপাধিকৃতং দ্বারং যথৈতৎ। তদ্বদ্দেহোপাধি-ভেদকৃতেষু জীবেষু ঘটাকাশস্থানীয়েষ্বাত্মসু নিরূপণাৎ কৃতো বুদ্ধিভি-র্নির্ণয়ো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ননু তত্র পরমার্থকৃত এব ঘটাকাশাদিষু রূপকার্য্যাদিভেদব্যবহার ইতি। নৈতদস্তি যস্মাৎপরমার্থাকাশস্য ঘটাকাশো ন বিকারঃ। যথা সুবর্ণস্য রুচ-কাদির্যথা বাঽপাংফেনবুদ্বুদহিমাদির্নাপ্যবয়বঃ। যথা চ বৃক্ষস্য শাখাদিঃ।

এক আত্মাতে অজ্ঞানবশতঃ নানাপ্রকার ভেদ বুদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন একই আকাশ ঘটাকাশ পটাকাশাদিরূপে ক্ষুদ্রও মহৎ বলিয়া নির্ণীত হয়, বাস্তবিক আকাশের কোন ভেদ নাই। সেইরূপ নানাপ্রকার রূপ, অনেকপ্রকার কার্য্য ও নানাবিধ নামদ্বারা জীবেরও নানাপ্রকার প্রভেদ হইয়া থাকে। যেমন ঘটাকাশাদি সকলই মহাকাশের অভিন্ন সেইরূপ নানাপ্রকার জীবও সেই পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন নহে। যেমন ব্যবহারের নিমিত্ত ঘটাকাশাদি পরিকল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্যবহার সাধনার্থ নানাপ্রকারে জীবের কল্পনা হয় ॥ ৬ ॥

যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার বা অবয়ব নহে, সেইরূপ জীবও আত্মার বিকার কিম্বা অবয়ব নহে। যেমন কুণ্ডলাদি সুবর্ণের বিকার,

যথা ভবন্তি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাঽপি মলিনো মলৈঃ ॥ ৮ ॥

ন তথাকাশস্ত ঘটাকাশঃ। বিকারাবয়বৌ যথা তথা নৈবাত্মনঃ পরস্য পরমার্থসতো মহাকাশস্থানীয়স্ত ঘটাকাশস্থানীয়ো জীবঃ সদা সর্ব্বদা যথোক্ত দৃষ্টান্তবন্ন বিকারো নাপ্যবয়বঃ। অত আত্মভেদকৃতব্যবহারো মৃষৈবেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যস্মাদ্যথা ঘটাকাশাদিভেদবুদ্ধিনিবন্ধনো রূপকার্য্যাদিভেদব্যবহারস্তথা দেহোপাধিজীবভেদকৃতো জন্মমরণাদিব্যবহারঃ তস্মাত্তৎকৃতমেব ক্লেশকর্ম্ম-ফলমলবত্ত্বমাত্মনো ন পরমার্থত ইত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপিপাদয়িষন্নাহ যথা ভবতি। লোকে বালানামবিবেকিনাং গগনমাকাশং ঘনরজোধূমাদি-মলৈর্ম্মলিনং মলবন্ন গগনং মলবৎ তদ্বদাথাত্মাবিবেকিনাম্। তথা ভব-ত্যাত্মা পরোঽপি যো বিজ্ঞাতা প্রত্যক্ ক্লেশকর্ম্মফলমলৈর্ম্মলিনোঽবুদ্ধানাং প্রত্যগাত্মবিবেকরহিতানাং নাত্মবিবেকবতাম্। ন হ্যূষরদেশস্তৃড়্বৎপ্রাণ্য-ধ্যারোপিতোদকফেনতরঙ্গাদিমান্। তথা নাত্মা অবুধারোপিতক্লেশাদি-মলৈর্ম্মলিনো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ফেন, বুদ্‌বুদ ও হিমাদি জলের এবং শাখাপল্লবাদিকে বৃক্ষের অবয়ব বলিয়া থাকে, সেইরূপ ঘটাকাশ মহাকাশের এবং জীব আত্মার বিকার কিম্বা অবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অতএব জীবেতে যে আত্মভেদ ব্যবহার, তাহা মিথ্যা ॥ ৭ ॥

যেমন ঘটাকাশাদির ভেদ বুদ্ধিদ্বারা তাহার রূপ কার্য্যাদির ভেদ ব্যব-হার করে। সেইরূপ দেহোপাধিক জীবের ভেদ বুদ্ধিদ্বারা তাহার জন্ম মরণাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাতে আত্মাতে ক্লেশ কর্ম্মরূপ মলি নতা বোধ করে। বাস্তবিক আত্মা নির্ম্মল, তাহাতে কোনরূপ মল সম্পর্ক নাই। যেমন বালকেরা অজ্ঞানবশতঃ মেঘ, ধূলি ও ধূমাদিদ্বারা আকা শকে মলিন জ্ঞান করে, সেইরূপ অজ্ঞানীরা আপন অবিবেকবশত দেহের জন্ম-মরণাদিদ্বারা আত্মাকে মলিন জ্ঞান করে। যেমন আকাশ

মরণে সম্ভবে চৈব গত্যাগমনয়োরপি।
স্থিতৌ সর্ব্বশরীরেষু আকাশেনাবিলক্ষণঃ ॥ ৯ ॥
সঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্ব্বে আত্মমায়াবিসর্জ্জিতাঃ।
আধিক্যে সর্ব্বসাম্যে বা নোপপত্তির্হি বিদ্যতে ॥ ১০ ॥

পুনরপ্যুক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি ঘটাকাশজন্মনাশগমনাগমনস্থিতিবৎসর্ব্বশরীরেষ্বপ্যাত্মনো জন্মমরণাদিরাকাশেনাবিলক্ষণঃ প্রত্যেতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ঘটাদিস্থানীয়াস্তু দেহাদিসঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নদৃশ্যদেহাদিবন্মায়াবিকৃতদেহাদিবচ্চাত্মমায়াবিবর্জ্জিতা আত্মনো মায়াঽবিদ্যা তয়া প্রত্যুপস্থাপিতা ন পর-

---

নির্ম্মল, মেঘাদি তাহার ধর্ম্ম নহে। সেইরূপ আত্মাও নির্ম্মল, সুতরাং জন্ম-মরণাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে ॥ ৮ ॥

যেমন ঘটাকাশের উৎপত্তি, বিনাশ ও গমনাগমনাদিদ্বারা আকাশের উৎপত্তি, বিনাশ ও গমনাগমনাদি স্বীকার করিয়া থাকে। সেইরূপ শরীরের জন্ম, মরণ ও গমনাগমনাদিদ্বারা আত্মার জন্ম, মরণ ও গমনাগমনাদি কল্পনা করে। (যেমন ঘটাকাশেরই উৎপত্তি বিনাশাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহেরই জন্ম মরণাদি হয়। বাস্তবিক আকাশও যেমন উৎপত্তিবিনাশাদিবিহীন, আত্মাও সেইরূপ জন্মমরণাদিরহিত। কেবল জীবই মরণের পর সুকৃতি ফলে স্বর্গে গমন করে ও দুষ্কৃতির অনুরোধে নরক ভোগ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ নরকাদির ভোগাবসানে আগমনপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করে এবং যাবৎ ভোগ থাকে, তাবৎ ইহলোকে অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার পরলোকে গমন করে। কিন্তু আত্মার এইরূপ ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমনাদি হয় না) ॥ ৯ ॥

দেহাদির সত্যত্ব প্রযুক্ত অদ্বৈতানুপপত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—এই দেহাদি স্বপ্নদৃশ্য দেহাদির ন্যায় অসত্য ও মায়াকল্পিত এবং বিকৃত দেহাদি যেমন মায়াদ্বারা স্থাপিত হয়, সেইরূপ এই দেহও অবিদ্যারূপ মায়াদ্বারা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বাস্তবিক এই দেহ অসার, ইহার কোন শক্তিই নাই। তির্য্যগাদির দেহ হইতে দেবাদি দেহের

রসাদয়ো হি যে কোষা ব্যাখ্যাতাস্তৈত্তিরীয়কে।
তেষামাত্মা পরো জীবঃ খং যথা সম্প্রকাশিতঃ॥ ১১॥

মার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ। যদ্যাধিক্যমধিকভাবস্তির্য্যগ্দেহাদ্যপেক্ষায়া দেবাদি-কার্য্যকরণসঙ্ঘাতানাং যদি বা সর্ব্বেষাং সমতৈব নৈষামুপপত্তিসম্ভবঃ সদ্ভাব প্রতিপাদকো হেতুর্ব্বিদ্যতে। নাস্তি হি যস্মাত্তস্মাদবিদ্যাকৃতা এব পর-মার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ॥ ১০॥

উৎপত্ত্যাদিবর্জ্জিতস্যাদ্বয়স্যাত্মতত্ত্বস্য শ্রুতিপ্রমাণকত্বপ্রদর্শনার্থং বাক্যান্যুপন্যস্যন্তে। রসাদয়োঽন্নরসময়ঃ প্রাণময়ঃ ইত্যেবমাদয়ঃ কোশা ইব কোশা অস্যাদেরিবোত্তরোত্তরস্যাপেক্ষয়া বহির্ভাবাৎ পূর্ব্বস্য ব্যাখ্যাতা বিস্পষ্টমাখ্যাতাস্তৈত্তিরীয়কশাখোপনিষদ্বল্যাং তেষাং কোশানামাত্মা যেনাত্মনা পঞ্চাপি কোশা আত্মবন্তোঽন্তরতমেন। স হি সর্ব্বেষাং জীবন-নিমিত্তত্বাজ্জীবঃ। কোঽসাবিত্যাহ। পর এবাত্মা যঃ পূর্ব্বং সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্মেতি প্রকৃতঃ। যস্মাদাত্মনঃ স্বপ্নমায়াদিবদাকাশাদিক্রমেণ

পূজ্যতমত্ব থাকিলেও তাহাতে গুণের কোন আধিক্য নাই, উহাও তির্য্য-গাদির দেহের ন্যায় অসত্য। কেবল অজ্ঞানীরাই দেবতাদিগের দেহের আধিক্য জ্ঞান করে, বিবেক দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে তির্য্যগা-দির দেহ হইতে দেবাদির দেহে কিছুই বিশেষ অনুভূত হইবে না। তির্য্য-গাদির দেহও যেমন পাঞ্চভৌতিক, দেবাদির দেহও সেইরূপ পাঞ্চ-ভৌতিক; সুতরাং কোন ইতর বিশেষ নাই। আর যদি সকল দেহই সমান বিবেচনা কর, তাহাতে কোন অনুপপত্তি দেখিতেছি না। অতএব দেহের সত্যত্ববোধে অদ্বৈতত্বের হানি হইতে পারে না॥ ১০॥

ইতিপূর্ব্বে আত্মার উৎপত্তি বিনাশাদি নাই, ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ উক্ত বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—তৈত্তি-রীয় শ্রুতিতে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ বর্ণিত আছে। এই সকল কোষ উত্তরোত্তরের অভ্যন্তরবর্ত্তী, অর্থাৎ অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময়ের অভ্যন্তরে মনোময়

দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধুজ্ঞানে পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্।
পৃথিব্যামুদরে চৈব যথাকাশঃ প্রকাশিতঃ ॥ ১২ ॥

রসাদয়ঃ কোশলক্ষণাঃ সঙ্ঘাতা আত্মমায়াবিসর্জ্জিতা ইত্যুক্তম। স আত্মাঽস্মাভির্যথা থং তথেতি সম্প্রকাশিতঃ। আত্মা হ্যাকাশবদিত্যাদি-শ্লোকৈঃ। ন তার্কিকপরিকল্পিতাত্মবৎ পুরুষবুদ্ধিপ্রমাণগম্য ইত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চাধিদৈবমধ্যাত্মশ্চ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ পৃথিব্যাদ্যন্তর্গতো-যো বিজ্ঞাতা পর এবাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বমিতি দ্বয়োর্দ্বয়োরদ্বৈতক্ষয়াৎ পরংব্রহ্ম প্রকাশিতম্। কেত্যাহ ব্রহ্মবিদ্যাখ্যং মধ্যমৃতং অমৃতত্বং মোদনহেতু-ত্বাদ্বিজ্ঞায়তে যস্মিন্নিতি মধুব্রাহ্মণং তস্মিন্নিত্যর্থঃ। কিমিবেত্যাহ পৃথিব্যামুদরে চৈব যথৈক আকাশোঽনুমানেন প্রকাশিতো লোকে তদ্ব-দিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কোষ, মনোময়ের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় এবং বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরে আনন্দময়। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্বকোষ পর পর কোষের অভ্যন্তরবর্ত্তী; কিন্তু উক্ত পঞ্চকোষেরই অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা। এই আত্মাই পঞ্চকোষের অধীশ্বর। আত্মাদ্বারাই পঞ্চকোষকে জীবিত বলিয়া থাকে। সেই আত্মা আকাশের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন। তিনিই নিত্য, তাঁহার কোন কালেও উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না, কেবল পঞ্চকোষেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে। ঐ আত্মাদ্বারাই প্রাণীগণ জীবিত থাকে, অতএব সেই আত্মাকেই জীব বলে, বাস্তবিক আত্মা ও জীব পৃথক্ পদার্থ নহে ॥ ১১ ॥

জীব ও পরমাত্মার ঐক্য বিষয়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রদর্শন করিতেছেন।—আমি মনুষ্য, আমি প্রাণী, আমি জ্ঞানী, আমি কর্ত্তা ও আমি ভোক্তা, এই পঞ্চপ্রকার বুদ্ধির আশ্রয় যে সাক্ষি চৈতন্য তিনিই ব্রহ্ম; সুতরাং জীব আর পৃথক্ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না। উভয়েরই ঐক্য প্রতিপন্ন হইতেছে। "যেমন পৃথিবীর উদরেও আকাশ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, তেজোময়, অমৃতময় ইত্যাদি সর্ব্ব-

জীবাত্মনোরনন্যত্বমভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেবং হি সমঞ্জসম্॥ ১৩॥
জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রকীর্ত্তিতম্।

যদ্যুক্তিতঃ শ্রুতিতশ্চ নির্দ্ধারিতং জীবস্য পরস্য চাত্মনোরনন্যত্বমভেদেন প্রশস্যতে স্তূয়তে শাস্ত্রেণ ব্যাসাদিভিশ্চ। যচ্চ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণং স্বাভাবিকং শাস্ত্রবহিস্কৃতৈঃ কুতার্কিকৈর্ব্বিরচিতং নানাত্বদর্শনং নিন্দ্যতে। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি। উদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। ইদং সর্ব্বম্ যদয়মাত্মা। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতীত্যাদিবাক্যৈশ্চান্যৈশ্চ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ। যচ্চৈতত্তদেবং হি সমঞ্জসং ঋজ্বববোধং ন্যায্যমিত্যর্থঃ। যাস্তু তার্কিকপরিকল্পিতাঃ কুদৃষ্টয়স্তা অনৃজ্বো নিরূপ্যমাণা ন ঘটনাং প্রাঞ্চন্তীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৩॥

ননু শ্রুত্যাপি জীবপরমাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাগুৎপত্তেকৎপত্ত্যর্থোপনিষদ্বাক্যেভ্যঃ। পূর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতং কর্ম্মকাণ্ডে। অনেকশঃ কামভেদত

প্রকারেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হইতেছেন”। ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রমাণে জীব ও আত্মার ঐক্য জানা যায়॥ ১২॥

ব্যাস, পরাশরাদি পরমাত্মদর্শী মুনিগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আর শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞান পরাঙ্মুখ কুতার্কিকেরা যে আত্মাকে প্রত্যেক ব্যক্তিসাধারণ বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ কল্পনাকরে, সেই তার্কিকসকলকে নিন্দিতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।—“যাঁহারা ব্রহ্মের দ্বিতীয় স্বীকার করে, তাঁহারা সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকেন” ইত্যাদি নানাবিধ শ্রুতি প্রমাণবলে যে ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মের নানাত্ব বাদিদিগের মত নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। যাহারা অজ্ঞানমোহিত হইয়া জীব ও আত্মার ভেদজ্ঞান করে, তাহারা নিশ্চয় পাপী। এইরূপে ব্যাসাদি মুনিগণ জীবাত্মভেদবাদি দিগকে ভূরি ভূরি নিন্দা করিয়াছেন॥ ১৩॥

যদি বল, শ্রুতির উৎপত্তি প্রকরণে কর্ম্ম কাণ্ডীয় শ্রুতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথকত্ব উক্ত আছে, অতএব কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডীয় বাক্যের

ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা গৌণং তন্মুখ্যত্বং হি ন যুজ্যতে ॥ ১৪ ॥

ইদং কামোঽদঃকাম ইতি। পরশ্চ সদাধরপৃথিবীদ্যামিত্যাদিমন্ত্রবর্ণৈঃ তত্র কথং কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডবাক্যবিরোধে জ্ঞানকাণ্ডবাক্যার্থস্যৈবৈকত্বস্য সামঞ্জস্যমবধার্য্যত ইতি। অত্রোচ্যতে যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। তদৈক্ষত তত্তেজোঽসৃজতেত্যাদ্যুৎপত্ত্যর্থোপনিষদ্বাক্যেভঃ প্রাক্ পৃথক্ত্বং কর্ম্মকাণ্ডে প্রকীর্ত্তিতং যত্তন্ন পরমার্থং কিন্তর্হি গৌণম্। মহাকাশঘটাকাশাদিভেদবৎ। যথৌদনং পচতীতি ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা তদ্বৎ। ন হি ভেদবাক্যনাং কদাচিদপি মুখ্যভেদার্থত্বমুপপদ্যতে। স্বাভাবিকাবিদ্যাবৎ প্রাণিভেদদৃষ্ট্যনুবাদিত্বাদাত্মভেদবাক্যানাম্। ইহ চোপনিষৎসূৎপত্তিপ্রলয়াদিবাক্যৈর্জ্জীবপরমাত্মনোরেকত্বমেব প্রতিপিপাদয়িষিতম্। তত্ত্বমসি অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদেত্যাদিভিঃ। অত উপনিষৎস্বেকত্বং শ্রুত্যা প্রতিপাদয়িষিতং ভবিষ্যতীতি ভাবিনামেকবৃত্তিমাশ্রিত্যলোকে ভেদদৃষ্ট্যনুবাদো গৌণ এবেত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা তদৈক্ষত তত্তেজোঽসৃজতেত্যাদ্যুৎপত্তেঃ প্রাগেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যেকত্বং প্রকীর্ত্তিতম্। তদেব চ তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসীত্যেকত্বং ভবিষ্যতীতি তাং ভবিষ্যদ্বৃত্তিমপেক্ষ্য যজ্জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যত্র ক্বচিদ্বাক্যে গম্যমানং তদ্গৌণম্। যথৌদনং পচতীতি তদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

বিরোধ হেতু কেবল জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি বাক্যদ্বারা জীব ও পরমাত্মার ঐক্য হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে, কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিতে যে জীব ও পরমাত্মার পার্থক্য উক্ত আছে, তাহা গৌণ পার্থক্য; প্রকৃত পক্ষে জীব ও পরমাত্মার বিভিন্নতা নাই। যেমন মহাকাশ ও ঘটাকাশাদি আপাততঃ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহাদিগের বিভিন্নতা নাই, সেইরূপ জীব ও আত্মার বিভিন্নভাব যথার্থ নহে। যেমন অন্নপান করিতেছে, এইস্থলে অন্ন শব্দের গৌণ অর্থ হইয়া থাকে, কারণ তণ্ডুলাবস্থাতে অন্নের সম্ভব নাই; সুতরাং অন্নের গৌণ অর্থ স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ জীব ও আত্মার পৃথকৃত্ব গৌণ ॥ ১৪ ॥

মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতাঽন্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ১৫ ॥

ননু যদ্যুৎপত্তেঃ প্রাগজং সর্ব্বমেকমেবাদ্বিতীয়ং তথাপ্যুৎপত্তেরূর্দ্ধং জাতমিদং সর্ব্বং জীবাশ্চ ভিন্না ইতি। নৈবম্ অন্যার্থত্বাদুৎপত্তিশ্রুতীনাম্। পূর্ব্বমপি পরিহৃত এবায়ং দোষঃ। স্বপ্নবদাত্মমায়াবিসর্জ্জিতাঃ সঙ্ঘাতাঃ ঘটাকাশোৎপত্তিভেদাদিবজ্জীবানামুৎপত্তির্ভেদাদিরিতি। ইত এবোৎপত্তিভেদাদিশ্রুতিভ্য আকৃষ্যেহ পুনরুৎপত্তিশ্রুতীনামৈদম্পার্য্যপ্রতিপিপাদয়িষোপন্যাসঃ। মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদিদৃষ্টান্তোপন্যাসৈঃ সৃষ্টির্যা-চোদিতা প্রকাশিতা অন্যথা চ স সর্ব্বঃ সৃষ্টিপ্রকারো জীবপরমাত্মৈকত্ববুদ্ধ্যবতারায়োপায়োঽস্মাকম্। যথা প্রাণসংবাদ বাগাদ্যাসুরপাপ্মবেধাদ্যাখ্যায়িকা কল্পিতা প্রাণবৈশিষ্ট্যবোধাবতারায় তদপ্যসিদ্ধমিতি চেৎ ন শাখাভেদেষ্বন্যথা চ প্রাণাদিসম্বাদশ্রবণাৎ। যদি হি বাদঃ পরমার্থ এবাভূদেকরূপ এব সম্বাদঃ সর্ব্বশাখাস্বশ্রোষ্যদ্বিরুদ্ধানেকপ্রকারেণ নাশ্রোষ্যৎ। শ্রূয়তে তু তস্মান্ন তাদর্থ্যং সম্বাদশ্রুতীনাম্। তথোৎপত্তিবাক্যানি প্রত্যেতব্যানি। কল্পসর্গভেদাৎ সম্বাদশ্রুতীনাঞ্চ প্রতিসর্গমন্যথাত্বমিতি চেন্ন। নিষ্প্রয়োজনত্বাদ্যথোক্তবুদ্ধ্যবতারপ্রয়োজনব্যতিরেকেণ। ন হ্যন্যপ্রয়োজনবত্ত্বং সম্বাদোৎপত্তিশ্রুতীনাং শক্যং কল্পয়িতুম্। তথাত্বপ্রতি-

---

যদি বল, সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিতে জানা যায় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বেই একমাত্র অদ্বিতীয় সনাতন ব্রহ্ম ছিলেন, কিন্তু সৃষ্টির পরে নানাপ্রকার জীব হইয়া থাকে, অতএব অদ্বৈতমতের বিরোধ দেখাযায়, তথাপি সৃষ্টি বিষয়ক শ্রুতির অন্য প্রকার অর্থ দ্বারা জীব ও আত্মার ঐক্য প্রতিপন্ন হইতেছে। মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা যে সৃষ্টিপ্রকার উক্ত হইয়াছে, তাহাও জীব ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদনার্থ জানিবে, অতএব কোনরূপেও জীব ও আত্মার ভেদ হইতে পারে না; সুতরাং অদ্বৈতমতেরও বিরোধ নাই। যেমন স্বপ্নকালে নানাপ্রকার অলীক পদার্থের দর্শন হয়, সেইরূপ এই জগতে নানাপ্রকার জীব ও দেখা যায় এবং ঘটাকাশ ও মহাকাশের যেরূপ

আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ।
উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া॥ ১৬॥

পত্তয়ে ধ্যানার্থমিতি চেন্ন। কলহোৎপত্তিপ্রলয়ানাং প্রতিপত্তেরনিষ্টত্বাৎ। তস্মাদুৎপত্ত্যাদিশ্রুতয় আত্মৈকত্ববুদ্ধ্যবতারায়ৈব নান্যর্থাঃ কল্পয়িতুং যুক্তাঃ। অতো নাস্ত্যুৎপত্ত্যাদিকৃতো ভেদঃ কথঞ্চন॥ ১৫॥

যদি পর এবাত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব একঃ পরমার্থঃ সন্নেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদিশ্রুতিভ্যোঽসদন্যৎকিমর্থেয়মুপাসনোপদিষ্টা। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ। য আত্মাঽপহতপাপ্মা স ক্রতুং কুর্ব্বীত। আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। কর্ম্মাণি চাগ্নিহোত্রাদীনি। শৃণু তত্র কারণম্। আশ্রমা আশ্রমিণোঽধিকৃতাঃ। বর্ণিনশ্চ মার্গগাঃ। আশ্রমশব্দস্য প্রদর্শনার্থত্বাত্রিবিধাঃ। কথং হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ। হীনা নিকৃষ্টা মধ্যমা উৎকৃষ্টা চ দৃষ্টির্দর্শনসামর্থ্যঞ্চ যেষাং তে মন্দমধ্যমোত্তম বুদ্ধিসামর্থ্যোপেতা ইত্যর্থঃ। উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থং মন্দমধ্যমদৃষ্ট্যা শ্রমাদ্যর্থং

প্রভেদ, জীব ও আত্মার প্রভেদও সেইরূপ জানিবে। ইহাই সৃষ্টি বিষয়ক শ্রুতির অর্থ॥ ১৫॥

পরমব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদনদ্বারা সৃষ্টি বিষয়ক শ্রুতির বিরোধ নিবারণ করিয়া এইক্ষণ উপাসনাবিধির বিরোধের পরিহার করিতেছেন।—ইতি পূর্ব্বে নানাপ্রকার শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, নিত্য বুদ্ধ মুক্তস্বভাব একমাত্র সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই সৎ এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত সকলই অসৎ। এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি একমাত্র ব্রহ্মই সৎ এবং অন্য সমুদায়ই অসৎ হইল, তাহাইলে "সর্ব্বদা আত্মানুসন্ধান করিবে", "আত্মধ্যানে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়", "সর্ব্বদা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে", "অবশ্য আত্মার উপাসনা করিবে" এবং "অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ অবশ্য কর্ত্তব্য" ইত্যাদি নানা শ্রুতিতে উপাসনার উল্লেখ করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, জগতে ত্রিবিধ অধিকারী আছে, যথা নিকৃষ্টাধিকারী, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী। উক্ত ত্রিবিধ অধি-

স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মাণি চ। ন চাত্মৈক এবাদ্বিতীয় ইতি নিশ্চিতোত্তম দৃষ্ট্যর্থং দয়ালুনা বেদেনানুকম্পয়া সন্মার্গগাঃ সন্তঃ কথমিমামুত্তমামেকত্বদৃষ্টিং প্রাপ্নুযুরিতি। যন্মনসা নম নুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি। নেদং যদিদমুপাসতে তত্ত্বমসি আত্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্রোপপত্তিভ্যাবমধারিতত্বাৎ অদ্বয়াত্মদর্শনং সম্যগ্দর্শনং তদ্বাহ্যত্বান্মিথ্যাদর্শনমন্যৎ। ইতশ্চ মিথ্যাদর্শনং দ্বৈতিনাং রাগদ্বেষাদিদোষাস্পদত্বাৎ কথং সিদ্ধান্তব্যবস্থাসু স্বসিদ্ধান্তরচনানিয়মেষু কপিলকণাদবুদ্ধাদিদৃষ্ট্যনুসারিণো দ্বৈতিনো নিশ্চিতাঃ। এবমেবৈষ পরমার্থো নান্যথেতি তত্র তত্রাহনুরক্তাঃ প্রতিপক্ষঞ্চাত্মনঃ পশ্যন্তস্তং দ্বিষন্তইত্যেবং রাগদ্বেষোপেতাঃ স্বসিদ্ধান্তদর্শননিমিত্তমেব পরস্পরমন্যোন্যং বিরুধ্যন্তে।

কারীর মধ্যে যাঁহারা উত্তমাধিকারী, তাঁহারা উপাসনা করেন না। বুদ্ধির তাবতম্যই উক্তপ্রকার অধিকারিভেদের কারণ। যাহাদিয়ের বুদ্ধি সংসারে, আশক্ত আছে, তাহারা নিকৃষ্ট অধিকারী, যাহাদিগের বুদ্ধি মধ্যমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা মধ্যমাধিকারী এবং যাঁহারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভকরিয়াছেন, তাঁহারা উত্তমাধিকারী। উত্তমাধিকারিদিগের কোনপ্রকার উপাসনার আশুক নাই এবং যাহারা মধ্যম ও অধমাধিকারী তাহাদিগের উপাসনা আবশ্যক। অতএব পরম কৃপালু বেদ অনুকম্পা করিয়া মধ্যম ও অধমাধিকারীদিগের নিমিত্তে উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে, অদ্বৈত আত্মজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। তদ্ভিন্ন বাহ্য পদার্থ সকলের মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত দ্বৈতজ্ঞানকে প্রকৃতজ্ঞান বলা যায় না। দ্বৈতবাদিদিগের রাগদ্বেষাদি নানাবিধ দোষ দেখা যায়। অতএব কপিল, কণাদ, বুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ মতাবলম্বীরা স্বস্ব সিদ্ধান্ত বিষয়ে নানাপ্রকার বিরোধ করিয়া থাকেন। কপিলাদির আপন আপন মতসংস্থাপনার্থ আপন আপন মতকে প্রধান বলিয়া জ্ঞা

অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে ॥ ১৮ ॥

তৈরন্যোন্যবিরোধিভিরস্মদীয়োঽয়ং বৈদিকঃ সর্ব্বানন্যত্বাদাত্মৈকত্বদর্শনপক্ষো ন বিরুধ্যতে। যথা স্বহস্তপাদাদিভিঃ। এবং রাগদ্বেষানাস্পদত্বাদাত্মৈকত্ববুদ্ধিরেব সম্যগ্‌দর্শনমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭ ॥

কেন হেতুনা তৈর্নবিরুধ্যত ইত্যুচ্যতে। অদ্বৈতং পরমার্থো হীতি। যস্মাদদ্বৈতং নানাত্মমস্যাদ্বৈতস্য ভেদস্তস্য কার্য্যমিত্যর্থঃ। একমেবাদ্বিতীয়ম্। তত্তেজোঽসৃজতেতি শ্রুতেঃ। উপপত্তেশ্চ। স্বচিত্তস্পন্দনাভাবে সমাধৌ মূর্চ্ছায়াং সুষুপ্তৌ চাভাবাৎ। অতস্তদ্ভেদ উচ্যতে দ্বৈতম্। দ্বৈতিনাস্তু তেষাং পরমার্থতশ্চোভয়থাপি দ্বৈতমেব। যদি চ তেষাং ভ্রান্তানাং দ্বৈতদৃষ্টিরস্মাকমদ্বৈতদৃষ্টিরভ্রান্তানাং তেনায়ং হেতুনাস্মৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে তৈঃ। ইন্দ্রো মায়াভিঃ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তীতিশ্রুতেঃ। যথা মত্ত-

করিয়া অপরাপরমতের প্রতি দ্বেষাদির বশীভূত হইয়া পরস্পরমতের প্রতি নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের এই অদ্বৈত দিক মতকে কেহই বিরুদ্ধ বলিতে পারেন না। যেমন কোন ব্যক্তিই াপন হস্ত পদাদির প্রতি অবিশ্বাস করিতে পারে না, সেইরূপ অদ্বৈত ়দিক মতের প্রতি কেহ দোষারোপ করিতে পারে না। অতএব রাগ-ষাদিশূন্য অদ্বৈত আত্মজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ১৭।

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈত আত্মজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে, এইক্ষণ ়ই অবিরুদ্ধতার হেতু নিরূপণ করিতেছেন।—যেহেতু নানাবিধ শ্রুতি-মাণে জানা যায় যে, অদ্বৈতই পরমার্থ এবং দ্বৈত সেই অদ্বৈতের কার্য্য। ান চিত্তনিস্পন্দ হইয়া সমাধি উপস্থিত হয়, তখন দ্বৈত বুদ্ধি থাকে না বং মূর্চ্ছাকালে সুষুপ্তিসময়েও দ্বৈতের অভাব দেখা যায়। অতএব হারা দ্বৈতবাদী, তাহারা ভ্রান্ত; কিন্তু আমরা অদ্বৈতবাদী, আমাদিগের ম নাই। কারণ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, পরমাত্মার দ্বিতীয় নাই। াহারা দ্বৈত বাদী, তাহারাও চিন্ময় পরমব্রহ্মকে পরমার্থরূপে স্বীকার রে; সুতরাং আমাদিগের অদ্বৈত বৈদিক মত সর্ব্বদা অবিরুদ্ধ। ১৮।

মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্নান্যথাজং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানে হি মর্ত্ত্যতামমৃতং ব্রজেৎ ॥ ১৯ ॥

গজারূঢ় উন্মত্তং ভূমিষ্ঠং প্রতি গজারূঢ়োঽহং বাহয় মাং প্রতীতি ব্রুবাণমপি তং প্রতি ন বাহয়ত্যবিরোধবুদ্ধ্যা তদ্বৎ। ততঃ পরমার্থতো ব্রহ্ম চিদাত্মৈব দ্বৈতিনাম্। তেনায়ং হেতুনাস্মৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে তৈঃ ॥১৮॥

দ্বৈতমদ্বৈতভেদ ইত্যুক্তদ্বৈতমপ্যদ্বৈতবৎ পরমার্থসদিতি স্যাৎ কস্যচিদাশঙ্কেত্যত আহ। যৎপরমার্থসদদ্বৈতং মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতত্তৈমিরিকানেকচন্দ্রবদ্রজ্জুঃ সর্পাদিধারাদিভির্ভেদৈরিব ন পরমার্থতো নিরবয়বত্বাদাত্মনঃ। সাবয়বং হ্যবয়বান্যথাত্বেন ভিদ্যতে। যথা মৃদ্ঘটাদিভেদৈঃ তস্মান্নিরবয়বমজং নান্যথা কথঞ্চন কেনচিদপি প্রকারেণ ন ভিদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। তত্ত্বতো ভিদ্যমানে হ্যমৃতমজমদ্বয়ং স্বভাবতঃ সন্মর্ত্ত্যতাং ব্রজেৎ। যথাঽগ্নিঃ শীততাম্। তচ্চানিষ্টং স্বভাববৈপরীত্যগমনম্। সর্ব্ব

কেহ এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, যদি দ্বৈত অদ্বৈতের কার্য্য বলিয়া উক্ত হইল, তবে অদ্বৈত যেমন পরমার্থ সৎস্বরূপ, সেইরূপ দ্বৈতও পরমার্থ সৎস্বরূপ হইল না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যিনি পরমার্থ সৎস্বরূপ অদ্বৈত, তিনিই মায়া বলে নানারূপে বিভিন্ন হয়েন যেমন ঐন্দ্রজালিকেরা এক চন্দ্রকে অসংখ্য চন্দ্ররূপে দেখায়, সেইরূপ সৎস্বরূপ অদ্বৈত মায়া বলে নানারূপে বিভক্ত হইয়া থাকেন এবং যেমন একমাত্র রজ্জুতে সর্প ও জলধারাদি নানাপ্রকার ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ এক ব্রহ্মেতে নানাপ্রকার ভ্রান্তি হইয়া থাকে। বাস্তবিক আত্মা নিরবয়ব, তাঁহার কোন ভেদ হইতে পারে না, কেবল সাবয়বেরই ভেদ দেখা যায় মৃত্তিকা সাবয়ব, তাহার ভাবান্তর হয়, অতএব ঘটাদিরূপে তাহারই ভেদ হইতে পারে। কিন্তু আত্মা নিরবয়ব, তাঁহার ভাবান্তর হইতে পারে না; সুতরাং ভেদও অসম্ভব। বাস্তবিক তিনি অজ ও অদ্বয়, মায়া বলেই মর্ত্ত্যভাব প্রাপ্ত হয়েন। যেমন মায়াবলে অগ্নিও শীতল বোধ হয়, সেইরূপ আত্মাকেও মর্ত্ত্য বলিয়া জ্ঞান হয়। ১৯ ॥

অজাতস্যৈব ভাবস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥ ২০ ॥
ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতন্তথা।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥
স্বভাবেনামৃতো যস্য ভাবো গচ্ছতি মর্ত্ত্যতাম্।

প্রমাণবিরোধাৎ। অজমব্যয়মাত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে ন পরমার্থতঃ। তস্মান্ন পরমার্থসদ্দ্বৈতম্ ॥ ১৯ ॥

যে তু পুনঃ কেচিদুপনিষদ্ব্যাখ্যাতারো ব্রহ্মবাদিনো বাবদূকা অজাতস্যৈবাত্মতত্ত্বস্যামৃতস্য স্বভাবতো জাতিমুৎপত্তিমিচ্ছন্তি পরমার্থত এব তেষাং জাতং চেত্তদেব মর্ত্ত্যতামেষ্যত্যবশ্যম্। স চাজাতো হ্যমৃতভাবঃ স্বভাবতঃ সন্নাত্মা কথং মর্ত্ত্যতামেষ্যতি ন কথঞ্চন মর্ত্ত্যত্বস্বভাববৈপরীত্যমেষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যস্মান্ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যলোকেনাপি মর্ত্ত্যমমৃতং তথা ততঃ প্রকৃতেঃ স্বভাস্যান্যথাভাবঃ স্বতঃ প্রচ্যুতির্ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি। অগ্নেরিবৌষ্ণ্যস্য ॥ ২১ ॥

যস্য পুনর্ব্বাদিনঃ স্বভাবেনামৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং গচ্ছতি পরমার্থতো

কোন কোন উপনিষদ্‌ব্যাখ্যাতা বাবদূক ব্রহ্মবাদীরা অজাত আত্মারও ◌ৎপত্তি স্বীকার করেন। বাস্তবিক যিনি অজাত, কথনও তিনি মর্ত্ত্যভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন না। জাত পদার্থের মরণ ধর্ম্ম সম্ভব; কিন্তু অজাত যে াদার্থ, তাহার জন্ম নাই, তাহার মরণও নাই। আত্মা অজাত, অতএব তাহার মর্ত্ত্যভাব স্বীকার করা যায় না ॥ ২০ ॥

কথনও অমৃত পদার্থ মর্ত্ত্য হইতে পারে না এবং মর্ত্ত্যপদার্থ অমৃত হয় না। যেহেতু কোনরূপেও প্রকৃতির অন্যথা হইতে পারে না। যাহার যে ভাব, সেই স্বভাবের বৈপরীত্য হওয়া অসম্ভব। যে পদার্থের যে স্বভাব, াই পদার্থের সেইরূপ স্বভাবই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অমর্ত্ত্য হইয়াও মর্ত্ত্যভাব প্রাপ্ত হয়েন। যেহেতু তিনিই ার্য্যকারণস্বরূপ। একমাত্র ব্রহ্মই উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে অমর্ত্ত্য

কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ ॥ ২২ ॥
ভূততোঽভূততো বাপি সৃজ্যমানে সমা শ্রুতিঃ।
নিশ্চিতং যুক্তিযুক্তঞ্চ যত্তদ্ভবতি নেতরৎ ॥ ২৩ ॥

জায়তে তস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সভাবঃ স্বভাবতোঽমৃত ইতি প্রতিজ্ঞা মৃষৈব। কথং তর্হি কৃতকেনামৃতস্তস্য স্বভাবঃ কৃতকেনামৃতঃ স কথং স্থাস্যতি নিশ্চলোঽমৃতস্বভাবতয়া ন কথঞ্চিৎস্থাস্যতি আত্মা জাতিবাদিনঃ সর্ব্বদাঽজং নাম নাস্ত্যেব সর্ব্বমেতন্মর্ত্ত্যম্। অতোঽনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২২ ॥

নন্বজাতিবাদিনঃ সৃষ্টিপ্রদিপাদিকা শ্রুতির্ন সঙ্গচ্ছতে প্রামাণ্যম্। বাঢ়ং বিদ্যতে সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ। সা ত্বন্যপরা উপায়ঃ সোঽবতারায়েত্যবোচাম। ইদানীমুক্তেঽপি পরিহারে পুনশ্চোদ্যপরিহারৌ বিবক্ষিতার্থং প্রতি সৃষ্টি শ্রুত্যক্ষরাণামানুলোম্যবিরোধাশঙ্কামাত্রপরিহারার্থৌ। ভূততঃ পরমার্থতঃ সৃজ্যমানে বস্তুনি অভূততো মায়য়া বা মায়াং বিনেব সৃজ্যমানে বস্তুনি সমা তুল্যা সৃষ্টিশ্রুতিঃ। ননু গৌণমুখ্যয়োর্ম্মুখ্যে শব্দার্থপ্রতিপত্তির্যুক্তা ন অন্যথা সৃষ্টেরপ্রসিদ্ধত্বান্নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চেত্যবোচাম।

থাকেন এবং উৎপত্তির পর সেই ব্রহ্মই কার্য্যরূপে মর্ত্ত্যভাব আশ্রয় করেন। অতএব রূপভেদে একব্রহ্মের মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যত্ব উভয় ভাবই অবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে; সুতরাং যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, "অমর্ত্ত্যও মর্ত্ত্য হয় না, এবং মর্ত্ত্যও অমর্ত্ত্য হয় না" তাঁহাদের এই প্রতিজ্ঞা বৃথা হইল যাহার অমৃতত্ব কাল্পনিক, সে কখনও নিশ্চল থাকিতে পারে না, অর্থাৎ যদি আত্মার অমৃতত্ব যথার্থই না হইল, তবে মোক্ষ অসম্ভব হইতে পারে ।২২।

দ্বৈতবাদী বলিতে পারেন, যখন ভূত অর্থাৎ পরমার্থ এবং অভূত অর্থাৎ মায়া, উভয় হইতেই মায়াভিন্ন, অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুর উৎপত্তি সম্বন্ধে তুল্যপ্রমাণ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন উহার প্রমাণ্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহা স্বীকার করিতেছি, তাদৃশ শ্রুতি আছে বটে এবং যদি আত্মা কার্য্যরূপে উৎপন্ন না হয়, তবে ঐরূপ সৃষ্টিবিষয়ক

নেহনানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ ॥ ২৪ ॥

অবিদ্যা সৃষ্টিবিষয়ৈব সর্ব্বা গৌণী মুখ্যা চ সৃষ্টিঃ ন পরমার্থতঃ। সবাহ্যা-
ভ্যন্তরোহ্যজ ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাচ্ছ্রুত্যা নিশ্চিতং যদেকমেবাদ্বিতীয়ম-
জমমৃতমিতি যুক্তিযুক্তঞ্চ। যুক্ত্যা চ সম্পন্নং তদেবেত্যবোচাম পূর্ব্বৈর্গ্রন্থৈঃ
তদেব শ্রুত্যর্থো ভবতি নেতরং কদাচিদপি ॥ ২৩ ॥

কথং শ্রুতিনিশ্চয় ইত্যাহ। যদি হি ভূত এব সৃষ্টিঃ স্যাত্ততঃ সত্যমেব
নানা বস্ত্বিতি তদভাবপ্রদর্শনার্থমাম্নায়ো ন স্যাৎ। অস্তি চ নেহ নানাস্তি
কিঞ্চনেত্যাদিরাম্নায়ো দ্বৈতভাবপ্রতিষেধার্থঃ। তস্মাদাত্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থা
কল্পিতা সৃষ্টিরভূতৈব প্রাণসম্বাদবৎ। ইন্দ্রো মায়াভিরিত্যভূতার্থপ্রতিপাদ-
কেন মায়াশব্দেন ব্যপদেশাৎ। নমু প্রজ্ঞাবচনো মায়াশব্দঃ সত্যম্। ইন্দ্রিয়-
প্রজ্ঞয়া অবিদ্যাত্বেন মায়াত্বাভ্যুপগমাদদোষঃ। মায়াভিরিন্দ্রিয়প্রজ্ঞা-
ভিরবিদ্যারূপাভিরিত্যর্থঃ। অজায়মানো বহুধা বিজায়ত ইতি শ্রুতেঃ।

শ্রুত্যুক্তিও অযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, ঐ শ্রুতিতে যখন
অদ্বৈতমতের পোষকতাই উক্ত হইয়াছে, (দ্বৈতমতের নহে) তখন ঐস্থলে
সৃষ্টিশব্দের গৌণার্থই মুখ্যার্থরূপে গ্রহণপূর্ব্বক শ্রুতির যুক্তিযুক্ত তাৎপর্য্যার্থ
য মায়াময় সৃষ্টি, ইহাই বুঝিতে হইবে। কখনই লৌকিক মুখ্যার্থ গ্রহণ
করিতে হইবেনা। লৌকিকার্থ সত্য হউক্, তাহা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া
কখনই শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। শ্রুতির মতে সৃষ্টিমাত্রই মায়াময়, কিছুই
সত্য নহে ॥ ২৩ ॥

আরও দেখ, যদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যর্থ অদ্বৈতমতের অনুকূল না হইবে,
তবে এই "জগতে কিছুই নানা, অর্থাৎ বহুবিধরূপে বর্ত্তমান নহে" এইরূপ
দ্বৈতপ্রতিকূল শ্রুতিও দৃষ্ট হইতেছে কেন? অথচ উহার প্রতিষেধক শ্রুত্য-
ন্তরও দৃষ্ট হইতেছে না কেন? "ইন্দ্র মায়াদ্বারা" ইত্যাদি যে শ্রুতি রহিয়াছে,
তাহাও অবিদ্যা বিষয়কই দৃষ্ট হইতেছে। অতএব সৃষ্টিশব্দে শ্রুতিতে
কল্পিত সৃষ্টিকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। আরও দেখ, "অজায়মান, অর্থাৎ
উৎপত্তি বিহীন, একমাত্র আত্মা মায়াযোগে বহুধা উৎপন্ন হইতেছেন"

সম্ভূতেরপবাদাচ্চ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে।
কোন্বেনং জনয়েদিতি কারণং প্রতিষিধ্যতে ॥ ২৫ ॥

তস্মান্মায়য়ৈব জায়তে তু সঃ। তু শব্দোঽবধারণার্থঃ। মায়য়ৈবেতি। ন হ্যজায়মানত্বং বহুধা জন্ম চৈকত্র সম্ভবতি। অগ্নাবিব শৈত্যমৌষ্ণ্যঞ্চ। ফলবত্ত্বাচ্চাত্মৈকত্বদর্শনমেব শ্রুতিনিশ্চিতোঽর্থঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যত ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতীতি নিন্দিতত্বাচ্চ সৃষ্ট্যাদিভেদদৃষ্টেঃ। ২৪।

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসত ইতি শ্রুতেঃ সম্ভূতেরুপাস্যত্বাপবাদাৎ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। ন হি পরমার্থতঃ সম্ভূতায়াং সম্ভূতৌ তদপবাদ উপপদ্যতে। নমু বিনাশেন সম্ভূতেঃ সমুচ্চয়বিধ্যর্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। যথাঽন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ইতি। সত্যমেব দেবতাদর্শনস্য সম্ভূতিবিষয়স্য বিনাশশব্দবাচ্যস্য কর্ম্মণঃ সমুচ্চয়বিধানার্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। তথাপি বিনাশাখ্যস্য কর্ম্মণঃ স্বাভাবিকাজ্ঞানপ্রবৃত্তিরূপস্য মৃত্যোরতিতরণার্থত্ববদ্দেবতাদর্শনকর্ম্মসমুচ্চয়স্য পুরুষসংস্কারার্থস্য কর্ম্মফলরাগপ্রবৃত্তিরূপস্য সাধ্যসাধনৈষণাদ্বয়লক্ষণস্য মৃত্যোরতিতরণার্থত্বম্। এবং হ্যেষণাদ্বয়লক্ষণাদবিদ্যায়া মৃত্যোরতিতীর্ণস্য বিরক্তস্যোপনিষচ্ছাস্ত্রার্থালোচনপরস্য নান্ত-

এইরূপ শ্রুতিও বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি উহা মায়াময় সৃষ্টিরই পরিপোষক না হইবে, তবে "অজায়মান বস্তু বহুধা জাত হইতেছে" এই বাক্যার্থ অগ্নির শত্য ও উষ্ণতা উভয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় অসম্ভব বোধ হইতেছে। অতএব একত্ব প্রদর্শনই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ২৪।

আর ও দেখ, যিনি সম্ভূতি, অর্থাৎ কার্য্যরূপ হিরণ্যগর্ভাখ্য শ্রেষ্ঠ দেবতার উপাসনা করেন, তিনি গাঢ়তম অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছেন। কার্য্যরূপ দেবতার উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ নিন্দাবাদ রহিয়াছে। ঐ নিন্দা কি উৎপত্তির প্রতিষেধক নহে? কে ইহাকে উৎপাদন করে? শ্রুতির আর এক সাক্ষেপোক্তিও কি কারণের প্রতিষেধক হইতেছে না? এতদ্বারা অবিদ্যা জনিত নষ্ট বস্তুর যে কেহ জনয়িতা নাই, এই অভিপ্রায়ই

স এষ নেতি নেতীতি ব্যাখ্যাতং নিহ্নুতে যতঃ।
সর্ব্বমগ্রাহ্যভাবেন হেতুনাহজং প্রকাশতে ॥ ২৬ ॥

ীয়কী পরমাত্মৈকত্ববিদ্যোৎপত্তিরিতি পূর্ব্বভাবিনীমবিদ্যামপেক্ষ্য পশ্চা-ভাবিনী ব্রহ্মবিদ্যাহমৃতত্বসাধনা একেন পুরুষে সম্বধ্যমানা অবিদ্যয়া সমু-চ্চীয়ত ইত্যুচ্যতে। অতোহন্যার্থত্বাদমৃতত্বসাধনং ব্রহ্মবিদ্যামপেক্ষ্য নিন্দার্থ এব ভবতি সম্ভূত্যপবাদঃ। যদ্যপ্যশুদ্ধিবিয়োগহেতুরতন্নিষ্ঠত্বাৎ। অতএব সম্ভূতেরপবাদাৎ সম্ভূতেরাপেক্ষিকমেব সত্ত্বমিতি পরমার্থসদাত্মৈকত্বমপে-ক্ষ্যামৃতাখ্যঃ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। এবং মায়ানির্ম্মিতস্যৈব জীবস্যাবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতস্যাবিদ্যানাশে স্বভাবরূপত্বাৎ পরমার্থতঃ কো ন্বেনং জন-য়েৎ। ন হি রজ্জ্বামবিদ্যারোপিতং সর্পং পুনর্ব্বিবেকতো নষ্টং জনয়েৎ কশ্চিৎ। তথা ন কশ্চিদেনং জনয়েদিতি কো ন্বিত্যাক্ষেপার্থত্বাৎ কারণং প্রতিষিধ্যতে। অবিদ্যোদ্ভূতস্য নষ্টস্য জনয়িতৃ কারণং ন কিঞ্চিদস্তীত্য-ভিপ্রায়ঃ। নাহয়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিদিতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫ ॥

সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধেনাথাতোহদেশো নেতি নেতীতি প্রতিপাদিত-স্যাত্মনো দুর্ব্বোধ্যত্বং মন্যমানা শ্রুতিঃ পুনঃ পুনরুপায়ান্তরত্বেন তস্যৈব-প্রতিপিপাদয়িষয়া যদ্যদ্ব্যাখ্যাতং তৎসর্ব্বং নিহ্নুতে। গ্রাহ্যং জনিমদ্বুদ্ধি-বিষয়মপলপত্যর্থাৎ স এব নেতি নেতীত্যাত্মনোহদৃশ্যতাং দর্শয়ন্তী শ্রুতি রুপায়স্যোপেয়তিনিষ্ঠতামজানত উপায়ত্বেন ব্যাখ্যাতস্যোপেয়বদ্গ্রাহ্যতা-মা ভূদিত্যগ্রাহ্যভাবেন হেতুনা কারণেন নিহ্নুত ইত্যর্থঃ। ততশ্চৈবমুপা-

---

স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। যেহেতু এই জগতের কোন বস্তুই কোথা হইতেও উৎপন্ন হয় নাই, শ্রুতিতে এইরূপও স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে ॥২৫॥

শ্রুতি আত্মার অতিদুর্জ্ঞেয়ত্ববশতই তাহার অদৃশ্যতা জ্ঞাপনার্থ পুনঃ পুনঃই দৃশ্য কল্পিত বস্তু হইতে তাহার বিশেষত্ব দেখাইতে যাইয়া "সেই আত্মা এই নয়, সেই আত্মা এই নয়", এইরূপ উক্তিপূর্ব্বক যে স্বকৃত ব্যাখ্যানের প্রতিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারাই অজস্বভাব আত্মার প্রকৃতস্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে নতু তত্ত্বতঃ।
তত্ত্বতো জায়তে যস্য জাতং তস্য হি জায়তে ॥ ২৭ ॥

য়স্যোপেয়নিষ্ঠতামেব জানত উপেয়স্য চ নিত্যৈকরূপত্বমিতি তস্য সবাহ্যাভ্যন্তরমজমাত্মতত্ত্বং প্রকাশতে স্বয়মেব ॥ ২৬ ॥

এবং হি শ্রুতিবাক্যশতৈঃ সবাহ্যাভ্যন্তরমজমাত্মতত্ত্বমদ্বয়ং ন ততোঽন্যদস্তীতি নিশ্চিতমেব। তদ্‌যুক্ত্যা চাধুনৈতদেব পুনর্নির্দ্ধার্য্যত ইত্যাহ। তত্রৈতৎ স্যাৎ সদা গ্রাহ্যমেব চেদসদেবাত্মতত্ত্বমিতি। তন্ন কার্য্যগ্রহণাৎ। যথা সতো মায়াবিনো মায়য়া জন্মকার্য্যং এবং জগতো জন্মকার্য্যং গৃহ্যমাণং মায়াবিনমিব পরমার্থং সন্তমাত্মানং জগজ্জন্ম মায়াস্পদমেব গময়তি। যস্মাৎ সতো হি বিদ্যমানাৎ কারণাৎ মায়ানির্ম্মিতস্য হস্ত্যাদিকার্য্যস্যেব জগজ্জন্ম যুজ্যতে। নাসতঃ কারণাৎ নতু তত্ত্বত এবাত্মনো জন্ম যুজ্যতে। অথবা সতো বিদ্যমানস্য বস্তুনো রজ্জ্বাদেঃ সর্পাদিবন্মায়য়া জন্ম যুজ্যতে ন তু তত্ত্বতো যথা তথাঽগ্রাহ্যস্য তস্যাপি সত এবাত্মনো রজ্জুসর্পবজ্জগদ্রূপেণ মায়য়া জন্ম যুজ্যতে। ন তু তত্ত্বত এবাজস্যাত্মনো জন্ম। যস্য পুনঃ পরমার্থসদজমাত্মতত্ত্বং জগদ্রূপেণ জায়তে বাদিনো ন হি তস্যাজং জায়ত ইতি শক্যং বক্তুং বিরোধাৎ। ততস্তস্যার্থাজ্জাতং জায়ত ইত্যাপন্নম্। ততশ্চানবস্থাপাতাজ্জায়মানত্বেন। তস্মাদজমেকমেবাত্মতত্ত্বমিতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

এইপ্রকার শ্রুতিবাক্যসমূহদ্বারা আত্মা যে অদ্বয়, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, ইহাই নিশ্চিত হইল, তথাপি তদীয়যুক্তি বলে অধুনা সেই আত্মাই নির্ণীত হইতেছে।—সৎস্বরূপ আত্মার মায়াতেই যে জন্ম হয়, তাহাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, বাস্তবিক সৎপদার্থের জন্ম নাই। যাঁহারা আত্মার জন্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে "জাতই জন্মিতেছে", এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে; নতুবা অজের জন্ম হয়, এই বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। কারণ যিনি জায়মান, তাহার আবার জন্ম কি? এতদ্দ্বারা আত্মা যে এক এবং জন্মরহিত, তাহাই সিদ্ধ হইল ॥ ২৭ ॥

অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে ॥ ২৮ ॥
যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ ॥ ২৯ ॥
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।

অসদ্বাদিনামসতো ভাবস্য মায়য়া তত্ত্বতো বা ন কথঞ্চন জন্ম যুজ্যতে।
দৃষ্টত্বাৎ ন হি বন্ধ্যাপুত্রো মায়য়া তত্ত্বতো বা জায়তে তস্মাদসদ্বাদো দুরত
বানুপপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

কথং পুনঃ সতো মায়য়ৈব জন্মেত্যুচ্যতে। যথা রজ্জ্বাং বিকল্পিতঃ
র্পো রজ্জুরূপেণাবেক্ষ্যমাণঃ সন্ এবং মনঃ পরমার্থবিজ্ঞপ্ত্যাত্মরূপেণা-
বক্ষ্যমাণং সৎ গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ দ্বয়াভাসং স্পন্দতে স্বপ্নে মায়য়া রজ্জা-
মিব সর্পঃ। তথা তদ্বদেব জাগ্রজ্জাগরিতে স্পন্দতে মায়য়া মনঃ স্পন্দত
বেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

রজ্জুরূপেণ সর্প ইব পরমার্থত আত্মরূপেণাদ্বয়ং সত্তদ্দ্বয়াভাসং মনঃ
প্নে ন সংশয়ঃ। ন হি স্বপ্নে হস্ত্যাদি গ্রাহ্যং গ্রাহকং চক্ষুরাদিদ্বয়ং

অসদ্বাদিদিগের পক্ষে অসদ্বস্তুর জন্ম কি বাস্তবিক? অথবা মায়াকল্পিত,
কানরূপই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না, কারণ বন্ধ্যাপুত্রের জন্ম
াস্তবিক অথবা মায়াকল্পিত কোনপ্রকারই দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব
সসদ্বাদীর মত একান্তই অগ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২৮ ॥

কিরূপে কেবল মায়াদ্বারাই সতের উৎপত্তি অনুভূত হয়, তাহা
দখাইতেছেন।—যেমন রজ্জুতে বিকল্পিত সর্প রজ্জুরূপে দৃষ্ট হইয়াও দ্বৈত-
াৎ প্রতিভাত হয় এবং যেমন মনঃ স্বপ্নকালে মায়াদ্বারা গ্রাহ্যবস্তুর অগ্রা-
কেরূপে দ্বৈতবৎ আভাসমান হয়, সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় মন একমাত্র
ায়াদ্বারাই দ্বৈতবৎ প্রতিভাত হইতেছে। ২৯ ॥

রজ্জুরূপে সর্পবৎ অদ্বয় মনঃ স্বপ্নযোগে যে দ্বৈতবৎ প্রতিভাত হয়,
াহার আর সংশয় নাই। আর জাগ্রদবস্থায়ও যে সেই মনঃ অদ্বৈত

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥
মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥ ৩১ ॥
আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্ ॥ ৩২ ॥

বিজ্ঞানব্যতিরেকেণাস্তি। জাগ্রদপি তথৈবেত্যর্থঃ। পরমার্থসদ্বিজ্ঞানমাত্রাবিশেষাৎ ॥ ৩০ ॥

রজ্জুসর্পবদ্বিকল্পনারূপং দ্বৈতরূপেণ মন এব যুক্তম্। তত্র কিং প্রমাণমিত্যন্বয়ব্যতিরেকলক্ষণমনুমানমাহ। কথং তেন হি মনসা বিকল্প্যমানেন দৃশ্যং মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং সর্ব্বং মন ইতি প্রতিজ্ঞা। তদ্ভাবে ভাবাত্তদভাবেঽভাবাৎ। মনসো হ্যমনীভাবে নিরুদ্ধে বিবেকদর্শনাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং রজ্জ্বামিব সর্পে লয়ঙ্গতে বা সুষুপ্তে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যত ইত্যভাবাৎ সিদ্ধং দ্বৈতস্যাসত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

কথং পুনরয়ং অমনীভাব ইতি উচ্যতে। আত্মৈব সত্যমাত্মসত্যং মৃত্তিকাবৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি শ্রুতেঃ

হইলেও দ্বৈতবৎ আভাসমান হইয়া থাকে, তাহারও কোন সংশয় নাই ॥ ৩০ ॥

এই চরাচরের সকল বস্তুই দ্বৈতরূপ, একমাত্র মনের দর্শনীয়; কারণ উহা মনেরই বিকল্পনামাত্র। বিবেকদর্শন অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা মনঃ নিরুদ্ধ, অর্থাৎ তাদৃশ বিকল্পনা হইতে ক্ষান্ত হইলে রজ্জুতে সর্পের তিরোভাবের ন্যায় দ্বৈতজ্ঞানও বিলীন হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥

মনের অমনীভাব অথবা নিরোধ শব্দে যাহা অধুনা উক্ত হইল, তাহার স্বরূপ কথিত হইতেছে।—যখন আত্মাই একমাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা, মনের এইরূপ বোধ জন্মে, তখন সঙ্কল্পনীয় বাহ্যবস্তুর অভাবে দাহ্য কাষ্ঠাদির অভাবে অগ্নির জ্বলন ধর্ম্মের ন্যায়, মনঃ স্বতঃই সঙ্কল্প হইতে বিরত হয়। গ্রাহ্যবস্তুর অভাবে মনের এই সঙ্কল্পশূন্য অবস্থাকেই অমনীভাব কহে

অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে।
ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

তস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমন্ববোধ আত্মসত্যানুবোধঃ। তেন সঙ্কল্প্যাভাবাত্তন্ন সঙ্কল্পতে। দাহ্যাভাবে জ্বলনমিবাগ্নেঃ। যদা যস্মিন্ কালে তদা তস্মিন্ কালে। অমনস্তামমনোভাবম্ যাতি গ্রাহ্যাভাবে তন্মনোঽগ্রহং গ্রহণবিকল্পনাবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

যদ্যসদিদং দ্বৈতং কেন সমঞ্জসমাত্মতত্ত্বং বিবুধ্যত ইতি উচ্যতে। অকল্পকং সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতং অত এবাজং জ্ঞানং জ্ঞপ্তিমাত্রং জ্ঞেয়েন পরমার্থসতা ব্রহ্মণা ভিন্নং প্রচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপোবিদ্যতেঽগ্ন্যুষ্ণবৎ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তস্যৈব বিশেষণং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং যস্য স্বস্থং তদিদং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং ঔষ্ণ্যস্যেবাগ্নিবদভিন্নম্। তেনাত্মস্বরূপেণাজেন জ্ঞানে-

---

এবং শাস্ত্র ও গুরূপদেশদ্বারা ইহাই সম্পাদিত হইয়া থাকে যে, একমাত্র আত্মাই সত্য ॥ ৩২ ॥

যদি দ্বৈত সমস্তই মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হইল, তবে কাহার আত্মতত্ত্বের বোধ হইতেছে? সত্য, কিন্তু সঙ্কল্পবর্জ্জিত যে অজ, অর্থাৎ নিত্যজ্ঞান, ব্রহ্মবিৎপণ্ডিতেরা তাহাকে জ্ঞেয় পরমব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া উক্ত করেন নাই, কারণ "ব্রহ্মবিজ্ঞানও আনন্দস্বরূপ" এইরূপ শ্রুতিদ্বারাই তাহা প্রমাণীকৃত হইতেছে। জ্ঞানমাত্রের অবস্থানেও বোধের লোপ হইতেছে না, কারণ কাষ্ঠাদি দাহ্যবস্তুর অভাবে কখনও অগ্নির উষ্ণতা লুপ্ত য় না। অগ্নির উষ্ণতা যেমন অগ্নি হইতে পৃথগ্‌ভূত নহে, সেইরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞেয় একই পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব লিতেছেন, জ্ঞানই জ্ঞেয়স্বরূপ অভিন্ন আত্মাকেই দর্শন করিয়া থাকে। যমন সূর্য্যদেব আপনাহইতে প্রকাশ পান, সেইরূপ আত্মাও আত্মাকেই অনুভব করেন, জ্ঞানান্তর অপেক্ষা করেন না ॥ ৩৩ ॥

নিগৃহীতস্য মনসো নির্ব্বিকল্পস্য ধীমতঃ।
প্রচারঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষুপ্তেঽন্যো ন তৎসমঃ ॥ ৩৪ ॥
লীয়তে হি সুষুপ্তে তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে।

নাজং জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বং স্বয়মেব বিবুধ্যতে অবগচ্ছতি নিত্যপ্রকাশস্বরূপ ইব সবিতা। নিত্যবিজ্ঞানৈকরসঘনত্বান্ন জ্ঞানান্তরমপেক্ষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

আত্মসত্যানুরোধেন সঙ্কল্পমকুর্ব্বৎ বাহ্যবিষয়াভাবে নিরিন্ধনাগ্নিবৎ-প্রশান্তং নিগৃহীতং নিরুদ্ধং মনো ভবতীত্যুক্তম্। এবঞ্চ মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতাভাবশ্চোক্তঃ। তস্যৈবং নিগৃহীতস্য নিরুদ্ধস্য মনসো নির্ব্বিকল্পস্য সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতস্য ধীমতো বিবেকবতঃ প্রচরণং প্রচারো যঃ স তু প্রচার-বিশেষেণ জ্ঞেয়ো যোগিভিঃ। নমু সর্ব্বপ্রত্যয়াভাবে যাদৃশঃ সুষুপ্তিস্থস্য মনসঃ প্রচারস্তাদৃশ এব নিরুদ্ধস্যাপি প্রত্যয়াভাবাবিশেষাৎকিং তত্র বিজ্ঞেয়মিতি। অত্রোচ্যতে নৈবম্ যস্মাৎ সুষুপ্তেঽন্যঃ প্রচারোঽবিদ্যা-মোহতমোগ্রস্তস্যান্তর্লীনানেকানর্থপ্রবৃত্তিবীজবাসনাবতো মনস আত্ম-সত্যানুবোধহুতাশবিপ্লুষ্টাবিদ্যাদ্যনর্থপ্রবৃত্তিবীজস্য নিরুদ্ধস্যান্য এব প্রশান্ত সর্ব্বক্লেশরজসঃ স্বতন্ত্রঃ প্রচারঃ। অতো ন তৎসমঃ। তস্মাদ্যুক্তঃ স বিজ্ঞাতুমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ॥ ৩৪ ॥

প্রচারভেদে হেতুমাহ। লীয়তে হি যস্মাৎ সর্ব্বাভিরবিদ্যাদিপ্রত্যয়-বীজবাসনাভিঃ সহ তমোরূপমবিশেষরূপং বীজভাবমাপদ্যতে তদ্বি-

---

পূর্ব্বোক্তরূপ নিরুদ্ধ সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিত বিবেকবান্ মনের প্রচরণ কেবল যোগিরাই বিশেষরূপে জানিতে পারেন। ঐ প্রচরণ নিদ্রিতা-বস্থায় মনের প্রচরণের অনুরূপ নহে। আত্মতত্ত্বের বোধ জন্মিলে এবং অবিদ্যাদি বিলুপ্ত হইলে সর্ব্বপ্রকারে প্রশান্ত মনের যে প্রচরণ, তাহা সুষুপ্তাবস্থায় মনের প্রচরণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব সেই বিশেষাবস্থায় মনঃ জ্ঞানক্রিয়াতে সমর্থ থাকে ॥ ৩৪ ॥

অধুনা মনের প্রচরণ ভেদের কারণ বলিতেছেন।—নিদ্রিতাবস্থায় মনঃ নিরুদ্ধ হইয়াও অবিদ্যাস্বরূপ বাসনাদির সহিত অবিশেষজ্ঞানভাব

তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ ॥ ৩৫ ॥
অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকমরূপকম্।
সকৃদ্বিভাতং সর্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন ॥ ৩৬ ॥

বেকবিজ্ঞানপূর্ব্বকং নিরুদ্ধং নিগৃহীতং সৎ ন লীয়তে তমোবীজভাবং নাপদ্যতে তস্মাদ্যুক্তঃ প্রচারভেদঃ সুষুপ্তস্য সমাহিতস্য মনসঃ। যদা গ্রাহ্যগ্রাহকাবিদ্যা কৃতমলদ্বয়বর্জ্জিতং তদা পরমদ্বয়ং ব্রহ্মৈব তৎসংবৃত্তমিত্যতস্তদেব নির্ভয়ম্। দ্বৈতগ্রহণস্য ভয়নিমিত্তস্যাভাবাৎ। শান্তমভয়ং ব্রহ্ম। যদ্বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন। তদেব বিশেষ্যতে জ্ঞপ্তির্জ্ঞানমাত্মস্বভাবচৈতন্যং তদেব জ্ঞানমালোকঃ প্রকাশো যস্য তদ্‌ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং বিজ্ঞানৈকরসঘনমিত্যর্থঃ। সমন্ততঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতো ব্যোমবন্নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপক মিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

জন্মনিমিত্তাভাবাৎসবাহ্যাভ্যন্তরমজম্। অবিদ্যানিমিত্তং হি জন্ম রজ্জুসর্পবদিত্যবোচাম। সা চাবিদ্যাত্মসত্যানুবোধেন নিরুদ্ধা যতোঽজং অত এবানিদ্রম্ অবিদ্যালক্ষণাঽনাদিমায়া নিদ্রা স্বাপাৎ প্রবুদ্ধোঽদ্বয়স্বরূপেণাত্মনা অতোঽস্বপ্নম। অপ্রবোধকৃতে স্বস্য নামরূপে প্রবোধাচ্চতে রজ্জুসর্পবদ্বিনষ্টে ন নাম্নাঽভিধীয়তে ব্রহ্ম রূপ্যতে বা ন

প্রযুক্ত তমোরূপ বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া লীন হইয়া যায়। কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় বিবেক ও বিজ্ঞান একত্রীভূত থাকিয়া লীন হয় না, অর্থাৎ তমোরূপ বীজভাব প্রাপ্ত হয় না; সেইহেতু অবিদ্যাকৃত গ্রাহ্য গ্রাহকরূপ মলদ্বয় বর্জ্জিত হইয়া জ্ঞানমাত্র চৈতন্যস্বরূপ নির্ভয়রূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান হয়েন ॥ ৩৫ ॥

এ পর্য্যন্ত যতদূর বলা হইয়াছে, তাহাদ্বারা বক্ষ্যমাণরূপে আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে।—আত্মা অজ, অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত জন্মাদিরহিত; যেহেতু তিনি অজ, অতএব অনিদ্র, অর্থাৎ অবিদ্যালক্ষণ মায়ার অতীত। যেহেতু তিনি অদ্বয় স্বরূপ, অতএব সদা প্রবুদ্ধ, অর্থাৎ চৈতন্যময় এবং অস্বপ্ন। কোনরূপ নামদ্বারা অভিহিত নহেন, অর্থাৎ নামরূপাদিদ্বারা তাঁহাকে

সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ।
সুপ্রশান্তঃ সকৃজ্জ্যোতিঃ সমাধিরচলোঽভয়ঃ॥ ৩৭॥

কেনচিৎপ্রকারেণেত্যনামকমরূপকঞ্চ তৎ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কিঞ্চ সকৃদ্বিভাতং সদৈব বিভাতং সদা ভারূপমগ্রহণান্যথাগ্রহণাবির্ভাবতিরোভাববর্জ্জিতত্বাৎ। গ্রহণাগ্রহণে হি রাত্র্যহনী তমশ্চাবিদ্যালক্ষণং সদাঽপ্রভাতত্বে কারণং তদভাবাৎ নিত্যচৈতন্যভারূপত্বাচ্চ যুক্তং সকৃদ্বিভাতমিতি। অতএব সর্ব্বঞ্চ তৎ জ্ঞস্বরূপঞ্চেতি সর্ব্বজ্ঞম্। নেহ ব্রহ্মণ্যেবম্বিধে উপচরণমুপচারঃ কর্ত্তব্যঃ। যথাঽন্যেষামাত্মস্বরূপব্যতিরেকেণ সমাধানাদ্যুপচারঃ। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাবাদ্ব্রহ্মণঃ কথঞ্চন ন কথঞ্চিদপি কর্ত্তব্যসম্ভবোঽবিদ্যানাশে ইত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

অনামকত্বাদ্যুক্তার্থসিদ্ধয়ে হেতুমাহ। অভিলপ্যতেঽনেনেতি অভিলাপো বাক্করণং সর্ব্বপ্রকারস্যাভিধানস্য তস্মাদ্বিগতঃ। বাগত্রোপলক্ষণার্থা সর্ব্ববাহ্যকরণবর্জ্জিত ইত্যেতৎ। তথা সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ চিন্ত্যতেঽনয়েতি চিন্তা বুদ্ধিস্তস্যাঃ সমুত্থিতোঽন্তঃকরণবিবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইতি শ্রুতেঃ। অক্ষরাৎপরতঃ পরঃ। যস্মাৎ সর্ব্ববিষয়বর্জ্জিতঃ অতঃ সুপ্রশান্তঃ। সকৃজ্জ্যোতিঃ সদৈব জ্যোতিরাত্মচৈতন্যস্বরূপেণ সমাধিঃ সমাধিনিমিত্তপ্রজ্ঞাবগম্যত্বাৎ। সমাধীয়তেঽস্মিন্নিতি বা সমাধিঃ। অচলোঽবিক্রিয়ঃ। অতঃ এবাভয়ো বিক্রিয়াভাবাৎ॥ ৩৭॥

নিরূপণ করা যায় না। অতএব তিনি আবির্ভাবতিরোভাববর্জ্জিত বলিয়া সদা প্রকাশমান, সর্ব্বময় এবং জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহাকে উপচার, অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্ত ভারান্তরদ্বারা ঈদৃশ বলিয়া নিরূপণ করিতে পারা যায় না॥ ৩৬॥

তাঁহাকে কোনপ্রকার বাক্য বা নামদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তিনি বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণরহিত; কারণ শ্রুতিতে তিনি অপ্রাণ, অমনাঃ ও শুভ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সুপ্রশান্ত; কারণ সর্ব্বপ্রকার

গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে।
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতি সমতাং গতম্ ॥ ৩৮ ॥

যস্মাদ্‌ব্রহ্মৈব সমাধিরচলোভয় ইত্যুক্তং অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি গ্রহো গ্রহণং উপাদানং নোৎসর্গ উৎসর্জ্জনং হানং বা বিদ্যতে। যত্র হি বিক্রিয়া তদ্বিষয়ত্বং বা তত্র হানোপাদানে স্যাতাং ন তৎ দ্বয়মিহ ব্রহ্মণি সম্ভবতি। বিকারহেতোরন্যস্যাভাবান্নিরবয়বত্বাচ্চ। অতো ন তত্র হানোপাদানে ইত্যর্থঃ। চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে। সর্ব্বপ্রকারৈব চিন্তা ন সম্ভবতি। যত্রামনস্ত্বং কুতস্তত্র হানোপাদানে ইত্যর্থঃ। যদৈবাত্মসত্যানুবোধো জাতস্তদৈবাত্মসংস্থং বিষয়াভাবাদগ্ন্যুষ্ণবদাত্মন্যেব স্থিতং জ্ঞানম্। অজাতি জাতিবর্জ্জিতম্। সমতাং গতং পরং সাম্যমাপন্নম্ভবতি যদাদৌ প্রতিজ্ঞাতমতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজাতিসমতাং গতমিতি। ইদং তদুপপত্তিতঃ শাস্ত্রতশ্চোক্তমুপসংহ্রিয়তে। অজাতিসমতাং গতমিত্যেতস্মাদাত্মসত্যানুবোধাৎ কার্পণ্যবিষয়মন্যৎ। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ ইতি শ্রুতেঃ। প্রাপ্যৈতৎ সর্ব্বঃ কৃতকৃত্যো ব্রাহ্মণো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ও বিষয়বর্জ্জিত। তিনি চৈতন্যস্বরূপে নিয়ত জ্যোতির্ম্ময় এবং একমাত্র মনঃসংযমজনিত প্রজ্ঞাদ্বারাই বিজ্ঞেয় অতএব তিনি সমাধি এবং বিকারশূন্য হইয়া অচলনামে আখ্যাত হয়েন ॥ ৩৭ ॥

সেই ব্রহ্মের উপাদান বা উৎসর্গ নাই, কারণ তিনি নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব বলিয়াই তাঁহার উপদান সম্ভব হয় না। তিনি অমনাঃ বলিয়া পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাতে কোনরূপ চিন্তার অবকাশ নাই। যখন জ্ঞানরূপে আত্মসত্তার অববোধ জন্মে, তখন আপনিই আপনাতে সংস্থিত থাকেন। যেমন অগ্নির উষ্ণতা অভিন্নভাবে অগ্নিতেই অবস্থান করে, সেইরূপ জাতিরহিত আত্মা সমতা লাভ করেন, অর্থাৎ তিনি আপনিই আপনাতে প্রকাশ পান ॥ ৩৮ ॥

অস্পর্শযোগো বৈ নাম দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ॥ ৩৯॥
মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্ব্বযোগিনাম্।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাঽপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ॥ ৪০॥

যদ্যপীদমিত্থং পরমার্থতত্ত্বং অস্পর্শযোগো নামায়ং সর্ব্বসম্বন্ধাখ্যস্পর্শ বর্জ্জিতত্বাদস্পর্শযোগো নাম বৈ স্মর্য্যত প্রসিদ্ধ উপনিষৎসু। দুঃখেন দৃশ্যত ইতি দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বৈর্যোগিভির্ব্বেদান্তবিজ্ঞানরহিতৈঃ সর্ব্বযোগিভিরাত্মসত্যানু বোধায়াসলভ্য এবেত্যর্থঃ। যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাৎসর্ব্ব মলবর্জ্জিতাদ প্যাত্মনাশরূপমিমং যোগং মন্যমানা ভয়ং কুর্ব্বন্তি অভয়েঽস্মিন্ ভয়দর্শিনো ভয় নিমিত্তাত্মনাশদর্শনশীলা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

যেষাং পুনর্ব্রহ্মস্বরূপব্যতিরেকেণ রজ্জুসর্পবৎকল্পিতমেব মন ইন্দ্রিয়াদি চ ন পরমার্থতো বিদ্যতে তেষাং ব্রহ্মস্বরূপাণামভয়ং মোক্ষাখ্যা চাক্ষয় শান্তিঃ স্বভাবত এব সিদ্ধা নান্যায়ত্তা নোপচারঃ কথঞ্চনেত্যবোচাম। যে ত্বতোঽন্যে যোগিনো মার্গগা হীনমধ্যমদৃষ্টয়ো মনোঽন্যদাত্মব্যতিরিক্ত মাত্মসম্বন্ধি পশ্যন্তি তেষামাত্মসত্যানুবোধরহিতানাং মনসো নিগ্রহায়ত্তভয়ং সর্ব্বেষাং যোগিনাম্। কিঞ্চ দুঃখক্ষয়োঽপি। ন হ্যাত্মসম্বন্ধিনি মনসি প্রচলিতে দুঃখক্ষয়োঽস্ত্যবিবেকিনাম্। কিঞ্চাত্মপ্রবোধোঽপি মনোনি গ্রহায়ত্ত এব। তথাঽক্ষয়াপি মোক্ষাখ্যা শান্তিস্তেষাং মনো নিগ্রহায় ত্তৈব॥ ৪০॥

তিনি উপনিষদে অস্পর্শযোগ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বর্জ্জিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বেদান্তবিজ্ঞানরহিত যোগিগণ অতিক্লেশেও তাঁহাকে জানিতে পারে না। উক্ত যোগিগণ যোগমার্গকে আত্মবিনাশক শঙ্কা করিয়া অভয় হইলেও অবিবেকবশতঃ তাহা হইতে ভয়দর্শন করিয়া থাকেন॥৩৯॥

সকল যোগিই চিত্তের সম্যক্ সংযমনদ্বারা সেই অভয় ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারেন। যোগদ্বারা আত্মসত্তার বোধ জন্মিলেই দুঃখনাশ

উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ ॥
উপায়েন নিগৃহ্ণীয়াদ্বিক্ষিপ্তং কামভোগয়োঃ।
সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা ॥ ৪২ ॥

মনোনিগ্রহোপি তেষাং উদধেঃ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা উৎসেচনেন শোষণ-
সায়বৎ ব্যবসায়বতামনবসন্নান্তঃকরণানামনির্ব্বেদাদপরিখেদতোভবতী-
র্থঃ ॥ ৪১ ॥

কিমপরিখিন্নব্যবসায়মাত্রমেব মনোনিগ্রহ উপায়ো নেত্যুচ্যতে। অপ-
খিন্নব্যবসায়বান্ সন্ বক্ষ্যমাণেনোপায়েন কামভোগবিষয়েষু বিক্ষিপ্তং
না নিগৃহ্ণীয়াৎ নিরুদ্ধ্যাৎ আত্মন্যেবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ লীয়তেঽস্মিন্নিতি
প্তো লয়স্তস্মিন্ লয়ে চ সুপ্রসন্নং আয়াসবর্জ্জিতমপি ইত্যেতৎ নিগৃহ্ণীয়া-
ত্যনুবর্ত্ততে সুপ্রসন্নঞ্চেৎ কস্মান্নিগৃহ্যত ইতি উচ্যতে। যস্মাদ্‌যথা কামোঽনর্থ
তুস্তথা লয়োঽপি। অতঃ কামবিষয়স্য মনসো নিগ্রহবল্লয়াদপি নিরোদ্ধব্য
ত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ং অবিবেকের লোপ হইয়া প্রবোধের উদয় হয়। পরন্তু তাহাহইলেই
ক্ষয়া শান্তি, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করা যায় ॥ ৪০ ॥

কুশাগ্রদ্বারা এক এক বিন্দু করিয়া সমুদ্র সেচন করিতে যেমন ব্যব-
য়ীর ক্লেশ হয় না, প্রশস্তমনা ব্যক্তির মনের নিগ্রহও সেইরূপ অক্লেশে
পাদিত হইয়া থাকে। কারণ যাহার অন্তঃকরণ অবসন্ন নহে, তাহার
ান কার্য্যেই নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় না ॥ ৪১ ॥

একমাত্র ক্লেশব্যবসায়ই চিত্তবিনিগ্রহের উপায় নহে। বক্ষ্যমাণ
ায়দ্বারাও চিত্তকে বিষয়ভোগবাসনা হইতে স্বয়ংই নিবৃত্ত করিবে।
কালে অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়েও সুপ্রসন্ন অর্থাৎ আয়াসরহিত মনকে
গ্রহ করিবে। মন সুপ্রসন্ন হইলেও যেখানে কাম, সেইখানেই লয়
। অতএব কাম ও লয় এই দুই অনর্থহেতু হইতেই তুল্যরূপে মনকে
হীত করিতে হয় ॥ ৪২ ॥

দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কামভোগান্নিবর্ত্তয়েৎ।
অজং [illegible]ত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি ॥ ৪৩ ॥
লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

কঃ স উপায় ইতি উচ্যতে সর্ব্বং দ্বৈতং অবিদ্যাবিজৃম্ভিতং দুঃখমেবেত্যনুস্মৃত্য কামভোগাৎ কামনিমিত্তো ভোগ ইচ্ছাবিষয়ঃ তস্মাদ্ বিপ্রসৃতং মনো নিবর্ত্তয়েৎ বৈরাগ্যভাবনয়া ইত্যর্থঃ। অজং ব্রহ্ম সর্ব্বমিত্যেতৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতোঽনুস্মৃত্য তদ্বিপরীতং দ্বৈতজাতং নৈব তু পশ্যতি। অভাবাৎ ॥ ৪৩ ॥

এবমনেন জ্ঞানাভ্যাসবৈরাগ্যদ্বয়োপায়েন লয়ে সুষুপ্তে লীনং সম্বোধয়েন্মনঃ। আত্মবিবেকদর্শনেন যোজয়েৎ। চিত্তং মন ইত্যনর্থান্তরম্। বিক্ষিপ্তঞ্চ কামভোগেষু শময়েৎ পুনঃ। এবং পুনঃ পুনরভ্যস্যতো লয়াৎ সম্বোধিতং বিষয়েভ্যশ্চ ব্যাবর্ত্তিতং নাপি সাম্যাপন্নং অন্তরালাবস্থং সকষায়ং সরাগং বীজসংযুক্তং মন ইতি বিজানীয়াৎ। ততোঽপি যত্নতঃ

মনোনিগ্রহের উপায় এই,—অবিদ্যাপরিকল্পিত সকল বস্তুকেই দুঃখহেতু জ্ঞান করিয়া কামভোগ, অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিবে। বিষয়বৈরাগ্যই এইরূপ জ্ঞানের কারণ, ঐরূপ চিন্তা করিলে দ্বৈতজ্ঞান আপনাহইতেই তিরোহিত হইয়া যায় ॥ ৪৩ ॥

এইরূপে জ্ঞানাভ্যাস ও বৈরাগ্য, এই দুই উপায় অবলম্বন করিয় সুষুপ্তিলীন মনকে প্রবুদ্ধ করিবে। তৎপরে বিষয়ানুরক্ত মনকে শান্ত অর্থাৎ বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিবে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসদ্বারা বিষ হইতে ব্যাবৃত্ত এবং সুষুপ্তি হইতে সম্বোধিত মনঃকেও সমভাবপ্রাপ্ত বলিয় বোধ করিবে না, বিষয় ও সুষুপ্তি এই উভয়ের মধ্যস্থিত বাসনারূপ বীজ সংযুক্ত বলিয়া জানিবে। যখন মন বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত ও সুষুপ্তি হইতে প্রবোধিত হয়, তখনও তাহাতে সংসারের বীজস্বরূপ বাসনা থাকে বাসনা পরিত্যক্ত না হইলে মন সমতাপ্রাপ্ত হয় না। অতএব যত্নপূর্ব্বক

নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।
নিশ্চলং নিশ্চরৎ চিত্তং একীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ ৪৫॥
যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তত্তথা॥ ৪৬॥

সাম্যমাপাদয়েৎ। যদা তু সমপ্রাপ্তং ভবতি সমপ্রাপ্ত্যভিমুখী ভবতী-ত্যর্থঃ। ততস্তৎ ন বিচালয়েৎ বিষয়াভিমুখং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

সমাধিৎসতো যোগিনো যৎ সুখং জায়তে তন্নাস্বাদয়েৎ তত্র ন রজ্যে-তেত্যর্থঃ। কথং তর্হি নিঃসঙ্গঃ নিস্পৃহঃ প্রজ্ঞয়া বিবেকবুদ্ধ্যা যদুপলভ্যতে সুখং তদবিদ্যাপরিকল্পিতং মৃষৈবেতি বিভাবয়েৎ। ততোঽপি সুখরাগা-ন্নিগৃহ্ণীয়াৎ ইত্যর্থঃ। যদা পুনঃ সুখরাগান্নিবৃত্তং নিশ্চলস্বভাবং সন্নিশ্চর-দ্বহির্নির্গচ্ছদ্ভবতি চিত্তং ততস্ততো নিয়ম্যোক্তোপায়েন আত্মন্যেকীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ। চিৎস্বরূপসত্তামাত্রমেবাপাদয়েদিত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

যথোক্তেন নিগৃহীতং চিত্তং যদা সুষুপ্তে ন লীয়তে ন চ পুনর্ব্বিষয়েষু বিক্ষিপ্যতে অনিঙ্গনমচলং নিবাতপ্রদীপকল্পম্। অনাভাসং ন কেনচিৎ

মনের সমতা সম্পাদন করিবে; যখন সমতাপ্রাপ্ত হইবে, অথবা তৎপ্রাপ্তির অভিমুখী হইবে, তখন আর উহাকে বিষয়ে প্রেরণ করিবে না॥ ৪৪॥

সমাধিলাভেচ্ছুক যোগিদিগের যে সুখোদয় হইয়া থাকে, তাহারা তাহাতে আসক্ত হয়েন না। প্রজ্ঞা, অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিবলে উপলব্ধ সুখকেও যোগীরা অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া মিথ্যাজ্ঞান করিয়া থাকেন। অত-এব উহারা নিগৃহীত, অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণা হইতে বিরত থাকিতে পারেন। সুখাসক্তিনিবৃত্ত নিশ্চলস্বভাব মনঃ যখনই আবার বাহ্যবিষয়ে প্রধাবিত হয়, তখনই পূর্ব্বোক্ত উপায়দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক আত্মাতেই সংযুক্ত করেন॥ ৪৫॥

পূর্ব্বোক্তরূপ অভ্যাসদ্বারা যখন চিত্ত আর সুষুপ্তিতে লীন হয় না এবং বিষয়েতে বিচলিত হয় না, তখন নিবাতপ্রদেশস্থ প্রদীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে এবং কোনপ্রকার কল্পিত বিষয়ভাবে অনুরক্ত বলিয়া

স্বস্থং শান্তং সনির্ব্বাণং অকথ্যং সুখমুত্তমম্।
অজমজেন জ্ঞেয়েন সর্ব্বজ্ঞং পরিচক্ষতে॥ ৪৭॥
ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে॥ ৪৮॥

ইতি গৌড়পাদীয়কারিকায়ামদ্বৈতাখ্যং
তৃতীয়প্রকরণম্॥ ৩॥

কল্পিতেন বিষয়ভাবেনাবভাসতে ইতি। যদৈবং লক্ষণং চিত্তং তদা নিষ্পন্নং ব্রহ্ম ব্রহ্মস্বরূপেণ নিষ্পন্নং চিত্তং ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪৬॥

যথোক্তং পরমার্থসুখমাত্মসত্যানুবোধলক্ষণং স্বস্থং স্বাত্মনি স্থিতম্। শান্তং সর্ব্বানর্থোপশমরূপম্। সনির্ব্বাণং নির্ব্বৃতির্নির্ব্বাণং কৈবল্যং সহ নির্ব্বাণেন বর্ত্ততে। তচ্চাকথ্যং ন শক্যতে কথয়িতুম্। অত্যন্তাসাধারণ বিষয়ত্বাৎ। সুখমুত্তমং নিরতিশয়ং হি তৎ যোগিপ্রত্যক্ষমেব। ন জাতমিত্যজম্। যথা বিষয়ং অজেনানুৎপন্নেন জ্ঞেয়েনাব্যতিরিক্তং সং স্বেন সর্ব্বজ্ঞরূপেণ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব সুখং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ॥ ৪৭॥

সর্ব্বোঽপ্যয়ং মনোনিগ্রহাদির্মৃল্লোহাদিবৎ সৃষ্টিরূপাসনা চোক্তা পরমার্থস্বরূপপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন ন পরমার্থসত্যেতি। পরমার্থসত্যং তু ন

লক্ষিত হয় না, তখন উহাকে অনাভাস অর্থাৎ অনাসক্ত বলাযায়। এইরূপ হইলেই মনের ব্রহ্মভাব নিষ্পন্ন হইল জানিবে॥ ৪৬॥

ব্রহ্মবিৎপণ্ডিতগণ সেই আত্মস্থ সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের শান্তিকারক অনির্ব্বচনীয় অনুভূয়মান অজব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মজ্ঞানস্বরূপ একমাত্র যোগিদিগের প্রত্যক্ষীভূত পরমার্থ সুখকে সর্ব্বজ্ঞব্রহ্ম বলিয়া থাকেন॥ ৪৭॥

অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্তিপরম্পরাদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, যিনি পরমার্থ সত্য, তিনি কখনও কর্ত্তাভোক্তাস্বরূপ সাধারণ জীবাকারে উৎপন্ন

কশ্চিৎ জায়তে জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ নোৎপদ্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ। অতঃ স্বভাবতোঽজস্যাস্যৈকস্যাত্মনঃ সম্ভবঃ কারণং ন বিদ্যতে নাস্তি। যস্মান্ন বিদ্যতেঽস্য কারণং তস্মান্ন কশ্চিজ্জায়তে জীব ইত্যেতৎ। পূর্ব্বেষু-পায়ত্বেনোক্তানাং সত্যানামেতদুত্তমং সত্যং যস্মিন্ সত্যস্বরূপে ব্রহ্মণ্যণু-মাত্রমপি কিঞ্চিন্ন জায়তে ইতি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়ভাষ্যে আগমশাস্ত্রবিব-রণেঽদ্বৈতাখ্যতৃতীয়প্রকরণভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

হয়েন না। যিনি স্বভাবতঃ অজ, তাঁহার উৎপত্তি একান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া কখনও তাহা সম্ভবিতে পারে না। এক সত্যই শ্রেষ্ঠ, যে কিছু জগতে উৎপন্ন হয়, তাহার কিছুই সত্য নহে। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই অলীক; সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেতে কিঞ্চিন্মাত্রও উৎপন্ন হয় না ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীগৌড়পাদীয়কারিকার অদ্বৈতাখ্য তৃতীয়-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

অথ গৌড়পাদীয়কারিকায়া অলাত-শান্ত্যাখ্যং চতুর্থপ্রকরণং।

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাম্বরম্॥ ১॥

ওঙ্কারনির্ণয়দ্বারেণ আগমতঃ প্রতিজ্ঞাতস্যাদ্বৈতস্য বাহ্যবিষয়ভেদবৈত থ্যাচ্চ প্রসিদ্ধস্য পুনরদ্বৈতে শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং সাক্ষান্নির্ধারিতস্যৈতদুত্তম সত্যমিত্যুপসংহারঃ কৃতঃ অন্তে তস্যৈতস্যাগমার্থস্যাদ্বৈতদর্শনস্য প্রতি পক্ষভূতাদ্বৈতিনো বৈনাশিকাশ্চ তেষাং চান্যোন্যবিরোধাদ্রাগদ্বেষাদিক্লেশ স্পদং দর্শনমিতি মিথ্যাদর্শনত্বং সূচিতম্। ক্লেশানাস্পদত্বাৎ সম্যগ্‌দর্শন মিত্যদ্বৈতদর্শনস্তুতয়ে। তদিহ বিস্তরেণান্যোন্যবিরুদ্ধতয়া অসম্যগ্‌দর্শ ত্বংপ্রদর্শ্য তৎপ্রতিষেধেনাদ্বৈতদর্শনসিদ্ধিরুপসংহর্ত্তব্যা। আবীতন্যায়েনেত লাতশান্তিরারভ্যতে তত্রাদ্বৈতদর্শনং সম্প্রদায়কর্ত্তুরদ্বৈতস্বরূপেণৈব নঃ স্কারার্থোঽয়মাদ্যশ্লোকঃ। আচার্য্যপূজা হ্যভিপ্রেতার্থসিদ্ধর্থেষ্যতে। শাস্ত্র রম্ভে আকাশেনেষদসমাপ্তমাকাশকল্পমাকাশতুল্যমেতৎ। তেনাকা কল্পেন জ্ঞানেন কিং ধর্ম্মানাত্মনঃ কিম্বিশিষ্টান্ গগনোপমান্ গগনমুপম যেষান্তে গগনোপমাঃ তানাত্মনো ধর্ম্মান্। জ্ঞানস্যৈব পুনর্ব্বিশেষণম্ জ্ঞেয়ৈর্ধর্ম্মৈরাত্মভিরভিন্নমগ্ন্যুষ্ণ্যবৎ সবিতৃপ্রকাশবচ্চ জ্ঞানং তেন জ্ঞেয়া ভিন্নেন জ্ঞানেনাকাশকল্পেন জ্ঞেয়াত্মস্বরূপাব্যতিরিক্তেন গগনোপমান্ ধর্ম্মান্ যঃসম্বুদ্ধঃ সম্বুদ্ধবানিত্যয়মেবেশ্বরো যো নারায়ণাখ্যস্তং বন্দে অভি- বাদয়ে দ্বিপদাং বরং দ্বিপদোপলক্ষিতানাং পুরুষাণাং বরং প্রধানং পুরুষো-

অগ্নির উষ্ণতা যেমন তাহাতেই অপৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করিতেছে। সেইরূপ যিনি আত্মা হইতে অভিন্নরূপে অবস্থিত আছেন এবং যিনি আকাশতুল্য অপরিচ্ছিন্ন, যিনি স্বীয় জ্ঞানযোগে আকাশসদৃশ স্বকীয় অনন্ত

অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্ব্বসত্ত্বসুখো হিতঃ।
অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্ ॥ ২ ॥
ভূতস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি।
অভূতস্যাপরে ধীরা বিবদন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৩ ॥

স্তমমিত্যভিপ্রায়ঃ। উপদেষ্টৃনমস্কারমুখেন জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বদর্শনমিহ প্রকরণে প্রতিপিপাদয়িষিতং প্রতিপক্ষপ্রতিষেধদ্বারেণ প্রতিজ্ঞাতং ভবতি ॥ ১ ॥

অধুনাঽদ্বৈতদর্শনযোগস্য নমস্কারস্তৎস্তুতয়ে স্পর্শনং স্পর্শসম্বন্ধো ন বিদ্যতে যস্য যোগস্য কেনচিৎকদাচিদপি সোঽস্পর্শযোগো ব্রহ্মস্বভাব এব বৈনামেতি। ব্রহ্মবিদামস্পর্শযোগ ইত্যেবং প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। স চ সর্ব্বসত্ত্বসুখো ভবতি। কশ্চিদত্যন্তসুখসাধনবিশিষ্টোঽপি দুঃখরূপঃ যথাতপঃ অয়ন্তু ন তথা কিন্তুর্হি সর্ব্বসত্ত্বানাং সুখঃ। তথেহ ভবতি কশ্চিদ্বিষয়োপভোগঃ সুখো ন হিতঃ। অয়ন্তু সুখো হিতশ্চ। নিত্যমপ্রচলিতস্বভাবত্বাৎ। কিঞ্চাবিবাদঃ বিরুদ্ধবদনং বিবাদঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহেণ যস্মিন্ন বিদ্যতেসোঽবিবাদঃ। কস্মাৎ যতোঽবিরুদ্ধশ্চ য ঈদৃশো যোগী দেশিত উপদিষ্টঃ শাস্ত্রেণ তং নমাম্যহং প্রণমামীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কথং দ্বৈতিনঃ পরস্পরং বিরুধ্যন্ত ইতি উচ্যতে। ভূতস্য বিদ্যমানস্য

ধর্ম্মসমূহকে জ্ঞাত হইতেছেন। সেই পুরুষোত্তম নারায়ণাখ্য ঈশ্বরকে বন্দনা করিতেছি ॥ ১ ॥

যে আত্মযোগ সর্ব্বস্পর্শসম্বন্ধবর্জ্জিত, অর্থাৎ বিষয়াসঙ্গশূন্য বলিয়া অস্পর্শযোগ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, যাহা সর্ব্বপ্রাণীর সুখহেতু এবং কল্যাণকর, যে আত্মযোগ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে না। কারণ উহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিরোধ লক্ষিত হয় না, সেই শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মযোগকেও নমস্কার করিতেছি ॥ ২ ॥

দ্বৈতমতাবলম্বিদিগের মধ্যে কেহ বা বিদ্যমান বস্তুরই উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। সাংখ্যবাদিগণ কেহ বা অভূত, অর্থাৎ অবিদ্যমানের
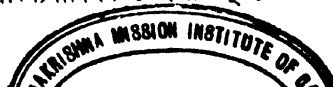
ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদভূতং নৈব জায়তে।
বিবদন্তোঽদ্বয়া হ্যেবমজাতিং খ্যাপয়ন্তি তে ॥ ৪ ॥
খ্যাপ্যমানামজাতিন্তৈরনুমোদামহে বয়ম্।
বিবদামো ন তৈঃ সার্দ্ধমবিবাদং নিবোধত ॥ ৫ ॥

বস্তুনো জাতিমুৎপত্তিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি সাঙ্খ্যা ন সর্ব্ব এব দ্বৈতিনঃ। যস্মাদভূতস্যাঽবিদ্যমানস্যাঽপরে বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ ধীরা ধীমন্তঃ প্রাজ্ঞাভিমানিন ইত্যর্থঃ। বিবদন্তোঽন্যোন্যমিচ্ছন্তি জেতুমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩ ॥

তৈরেবং বিরুদ্ধবদনেনান্যোন্যপক্ষপ্রতিষেধং কুর্ব্বদ্ভিঃ কিং খ্যাপিতং ভবতীতি উচ্যতে। ভূতং বিদ্যমানং বস্তু ন জায়তে কিঞ্চিদ্বিদ্যমানত্বাদেব আত্মবদিত্যেবং বদন্নসদ্বাদী সাঙ্খ্যপক্ষং প্রতিষেধতি। সজ্জন্ম তথা অভূতমবিদ্যমানমবিদ্যমানত্বান্নৈব জায়তে শশবিষাণবদিত্যেবং বদন্ সাঙ্খ্যোঽপ্যসদ্বাদিপক্ষমসজ্জন্ম প্রতিষেধতি। বিবদন্তো বিরুদ্ধং বদন্তোঽদ্বয়া অদ্বৈতিনোপ্যেতে হ্যোন্যস্য পক্ষৌ সদসতোর্জ্জন্মনী প্রতিষেধন্তোঽজাতিমনুৎপত্তিমর্থাৎ খ্যাপয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি তে ॥ ৪ ॥

তৈরেবং খ্যাপ্যমানামজাতিমেবমস্ত্বিত্যনুমোদামহে কেবলং ন তৈঃ সার্দ্ধং বিবদামঃ পক্ষপ্রতিপক্ষগ্রহণেন। যথা তেঽন্যোন্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। অতস্তমবিবাদং বিবাদরহিতং পরমার্থদর্শনমনুজ্ঞাতমস্মাভির্নির্ব্বোধত হে শিষ্যাঃ ॥৫॥

উৎপত্তি ইচ্ছা করেন। প্রজ্ঞাভিমানী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ এইরূপে পরস্পর তুমুল বিবাদে প্রবৃত্ত আছেন ॥ ৩ ॥

অদ্বয়বাদীরা বলিয়া থাকেন, যে বস্তু বিদ্যমান, তাহারও উৎপত্তি নাই এবং অবিদ্যমান পদার্থও উৎপন্ন হয় না। এইরূপে ভূত অভূত উভয় প্রকার পদার্থ হইতেই উৎপত্তি অস্বীকারপূর্ব্বক পরস্পর বিবাদ করিয়া এককালে উৎপত্তিমাত্রেরই সত্ত্বা বিলুপ্ত করিতেছেন ॥ ৪ ॥

আমরাও অদ্বৈতবাদিদিগের স্বীকৃত মতেরই অনুমোদন করিতেছি। আমাদের সহিত তাহাদের মতের কোন বিরোধ নাই এবং আমরা অদ্বৈত

অজাতস্যৈব ধর্ম্মস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ধর্ম্মো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥ ৬ ॥
ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতন্তথা।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥
স্বভাবেনামৃতো যস্য ধর্ম্মো গচ্ছতি মর্ত্ত্যতাম্।
কৃতকেনাঽমৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ ॥ ৮ ॥

সদসদ্বাদিনঃ সর্ব্বে যান্তি পুরস্তাৎ কৃতভাষ্যশ্লোকঃ ॥ ৬ ॥

উক্তার্থানাং শ্লোকানামিহোপন্যাসঃ পরবাদিপক্ষাণামন্যোঽন্যবিরোধখ্যাপিতানুমোদনপ্রদর্শনার্থঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

বাদিদিগের সহিত বিবাদ করিতেও চাহি না, অতঃপর সেই নির্ব্বিবাদের কারণ শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

বাদিগণ অজাত ধর্ম্মেরই উৎপত্তি ইচ্ছা করেন, যাহা অজাতস্বভাব, তাহা অবিনশ্বর। উৎপত্তি স্বীকার করিলেই যখন তাহার বিনশ্বরত্বও স্বীকার করিতে হয়, তখন অমৃতধর্ম্ম কিরূপে মর্ত্ত্যস্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? ॥ ৬ ॥

জগতে যে সকল পদার্থ অমৃত, অর্থাৎ অবিনশ্বর, সেই সকল পদার্থ বিনাশ ধর্ম্মকে আশ্রয় করে না এবং যাহা মর্ত্ত, অর্থাৎ বিনাশশীল, তাহা কখনও অমৃতভাব প্রাপ্ত হয় না; কারণ যে পদার্থের যেরূপ স্বভাব, তাহার কখনও অন্যথা হইতে পারে না। অতএব বাদিগণ যে অজাত পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা অবিরুদ্ধ নহে ॥ ৭ ॥

যাহার মতে স্বভাবতঃ অবিনশ্বর বস্তু আত্মাই বিনশ্বরত্বলাভ করিতে পারেন, তাহার মতে কৃতক অর্থাৎ জাত ধর্ম্মের অমৃতভাব কিরূপে স্থির থাকিতে পারে? যেহেতু উৎপন্ন সমস্ত বস্তুই বিনশ্বর, অতএব ন্যায়বিরোধ ঘটিতেছে ॥ ৮ ॥

সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহজা অকৃতা চ যা।
প্রকৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়া স্বভাবং ন জহাতি যা॥ ৯॥
জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ স্বভাবতঃ।

যস্মাল্লৌকিক্যপি প্রকৃতির্ন বিপর্য্যেতি কাঽসাবিত্যাহ সম্যক্‌সিদ্ধিঃ সংসিদ্ধিস্তত্র ভবা সাংসিদ্ধিকী যথা যোগিনাং সিদ্ধানামণিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ। প্রকৃতিঃ সা ভূতভবিষ্যৎকালয়োরপি যোগিনা ন বিপর্য্যেতি তথৈব সা। তথা স্বাভাবিকী দ্রব্যস্বভাবত এব সিদ্ধা। যথাঽগ্ন্যাদীনামুষ্ণপ্রকাশাদিলক্ষণা সাপি ন কালান্তরে ব্যভিচরতি দেশান্তরে চ তথা সহজা আত্মনা সহৈব জাতা যথা পক্ষ্যাদীনামাকাশগমনাদিলক্ষণা। অন্যাপি যা কাচিদকৃতা কেনচিন্ন কৃতা যথাঽপাং নিম্নদেশগমনাদিলক্ষণা। অন্যাপি যা কাচিৎ স্বভাবং ন জহাতি সা সর্ব্বা প্রকৃতিরিতি বিজ্ঞেয়া। লোকে মিথ্যাকল্পিতেষু লৌকিকেষ্বপি বস্তুষু প্রকৃতির্নান্যথা ভবতি কিমুতাঽজস্বভাবেষু পরমার্থবস্তুষ্বমৃতত্বলক্ষণা প্রকৃতির্নান্যথা ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৯॥

কিং বিষয়া পুনঃ সা প্রকৃতির্যস্যা অন্যথাভাবো বাদিভিঃ কল্প্যতে কল্পনায়াং বা কো দোষ ইত্যাহ। জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ জররামরণাদিসর্ব্ববিক্রিয়া-

---

যাহা সাংসিদ্ধিকী, অর্থাৎ সাঙ্গযোগানুষ্ঠান হইতে সমুৎপন্ন হয়, যেমন অণিমাদি সিদ্ধি এবং যাহা স্বাভাবিকী, অর্থাৎ বস্তুমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ, দেশকালভেদেও যাহা অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না, যেমন অগ্ন্যাদির উষ্ণতাদি; যাহা সহজ, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই জন্মিয়া থাকে, যেমন পক্ষ্যাদির আকাশ গমনশক্ত্যাদি; আর যাহা অকৃত, অর্থাৎ অন্যকর্ত্তৃক কৃত নহে, যেমন জলের নিম্নগমনাদি। এই সকলকে প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে, ইহারা কখনও স্বধর্ম্মত্যাগ করে না। যখন উপরোক্ত লৌকিকী প্রকৃতিই অন্যথাভাব গ্রহণ করিতেছে না, তখন অজস্বভাব অমৃতলক্ষণ পরমার্থ বস্তু যে প্রকৃতিকে ত্যাগকরিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব হইতেছে, সন্দেহ নাই॥ ৯॥

ধর্ম্মমাত্রই স্বভাবতঃ জন্মমরণাদি বিকার হইতে নির্ম্মুক্ত বলিয়া জানিবে, কখনও তাহার বিকার বা বিনাশকল্পনা করিবে না। কারণ এইরূপ

জরাম্মরণমিচ্ছন্তশ্চ্যবন্তে তন্মনীষয়া ॥ ১০ ॥
কারণং যস্য বৈ কার্য্যং কারণং তস্য জায়তে।
জায়মানং কথমজং ভিন্নং নিত্যং কথঞ্চ তৎ ॥ ১১ ॥

বর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। কে সর্ব্বে ধর্ম্মা সর্ব্বে আত্মন ইত্যেতৎ স্বভাবতঃ প্রকৃতিতঃ। এবং স্বভাবাঃ সন্তো ধর্ম্মা জরামরণমিচ্ছন্ত ইবেচ্ছন্তো রজ্জ্বামিব সর্পমাত্মনি কল্পয়ন্তশ্চ্যবন্তে স্বভাবতশ্চলন্তীত্যর্থঃ। তন্মনীষয়া জন্মমরণচিন্তয়া তদ্ভাবভাবিতত্বদোষেণেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কথং সজ্জাতিবাদিভিঃ সাংখ্যৈরনুপপন্নমুচ্যত ইত্যাহ বৈশেষিকঃ। কারণং মৃদ্বদুপাদানলক্ষণং যস্য বাদিনো বৈ কার্য্যং কারণমেব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে তস্য বাদিন ইত্যথঃ। তস্যাঽজমেব সৎপ্রধানাদি কারণং মহদাদি কার্য্যরূপেণ জায়ত ইত্যর্থঃ। মহদাদ্যাকারেণ চেজ্জায়মানং প্রধানং কথমজমুচ্যতে তৈর্ব্বিপ্রতিষিদ্ধঞ্চেদং জায়তেঽজঞ্চেতি। নিত্যঞ্চ তৈরুচ্যতে। প্রধানং ভিন্নং বিদীর্ণং স্ফুটিতমেকদেশেন সৎ কথং নিত্যং ভবেদিত্যর্থঃ। ন হি সাবয়বং ঘটাদি একদেশস্ফুটনধর্ম্মি নিত্যং দৃষ্টং লোক ইত্যর্থঃ। বিদীর্ণঞ্চ স্যাদেকদেশেনাজং নিত্যঞ্চেতি এতদ্বিপ্রতিষিদ্ধং তৈরভিধীয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

কল্পনার বাসনাতে স্বভাবচ্যুতি জন্মিয়া থাকে। উক্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ মরণাদিবিহীন আত্মা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় স্বভাবের বিকার ও বিনাশ চিন্তা করিয়া আত্মস্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ উক্তরূপ চিন্তা করিয়া তদ্দোষে আত্মাও দূষিত হইয়া পড়ে ॥ ১০ ॥

যাঁহারা বলিয়া থাকেন, কারণই কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাঁহাদিগের মতে সৎপ্রধান কারণই মহদাদি কার্য্যাকারে উৎপন্ন হইতেছে। যদি সৎপ্রধান কারণই মহদাদি আকারে উৎপন্ন হইল, তবে তাহাকে কোনরূপেও অজ বলিতে পার না। অতএব সাংখ্যবাদিগণের মতানুসারে অজস্বভাব হইয়াও সৎপ্রধানাদি কিরূপে নিত্যত্ব রক্ষা করিতে পারে?

কারণাদ্‌যদ্যনন্যত্বমতঃ কার্য্যমজং যদি।
জায়মানাদ্ধি বৈকার্য্যাৎ কারণংতে কথং ধ্রুবম্॥ ১২॥
অজাদ্বৈ জায়তে যস্য দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ।
জাতাচ্চ জায়মানস্য ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে॥ ১৩॥

উক্তস্যৈবার্থস্য স্পষ্টীকরণার্থমাহ। কারণাদজাৎ কার্য্যস্য যদ্যনন্যত্বমিষ্টং ত্বয়া ততঃ কার্য্যমজঞ্চেতি প্রাপ্তং ইদঞ্চান্যদ্বিপ্রতিষিদ্ধং কার্য্যমজঞ্চেতি তব। কিঞ্চান্যৎ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বে জায়মানাদ্ধি বৈ কার্য্যাৎ কারণমনন্যন্নিত্যং ধ্রুবঞ্চ তে কথং ভবেৎ। ন হি কুক্কুট্যা একদেশঃ পচ্যতে একদেশঃ প্রসবায় কল্প্যতে॥ ১২॥

কিঞ্চান্যদজাদনুৎপন্নাদ্বস্তুনো জায়তে তস্য বাদিনঃ কার্য্যম্। দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ দৃষ্টান্তাভাবেঽর্থাদজান্ন কিঞ্চিজ্জায়ত ইতি সিদ্ধন্তবতীত্যর্থঃ। যদা পুনর্জাতাজ্জায়মানস্য বস্তুনোঽভ্যুপগমঃ তদপ্যন্যস্মাজ্জাতাত্তদপ্যন্যস্মাদিতি ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে। অনবস্থানং স্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

এক বস্তু কখনও বিভিন্নস্বভাব প্রাপ্ত হয় না, অতত্রব এতদ্দ্বারা সাংখ্যমত নিরস্ত হইতেছে॥ ১১॥

আরও দেখ, যদি কারণ ও কার্য্য এই উভয়কে এক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে যাহার কারণ অজ, তাহার কার্য্যও অজ হইল। জগতের যাবতীয় বস্তুর বিকারসম্ভাবনাবশতঃ সাংখ্যবাদীর কারণও বিকারী বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। উহা কোনরূপে নিত্যতা লাভ করিতে পারিতেছে না। কাবণ যেমন কুক্কুটীর একদেশ পরিপক্ক হইতেছে এবং অন্যদেশ প্রসব করিতেছে, এইপ্রকার কল্পনা করা যায় না। সেইরূপ এক অজকে সৎ ও অসৎ বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না॥ ১২॥

আর যাঁহারা অজের জাতি স্বীকার করিতেছেন, তাঁহাদিগের মতের কোন দৃষ্টান্তও দেখা যাইতেছে না; সুতরাং তাঁহাদিগের মত অগ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি জাতবস্তু হইতে উৎপত্তি স্বীকার কর, তবে

হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈরুপবর্ণ্যতে ॥ ১৪ ॥
হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
তথা জন্ম ভবেত্তেষাং পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা ॥ ১৫ ॥

যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূদিতি পরমার্থতো দ্বৈতাভাবঃ শ্রুত্যোক্তস্তমাশ্রিত্যাহ। হেতোর্ধর্ম্মাদেরাদিঃ কারণং দেহাদিসঙ্ঘাতঃ ফলং যেষাং বাদিনাম্। তথাদিঃ কারণম্ হেতুর্ধর্ম্মাদিঃ। ফলস্য চ দেহাদিসঙ্ঘাতস্য। এবং হেতুফলয়োরিতরকার্য্যকারণত্বেনাদিমত্ত্বং ব্রুবদ্ভিরেবং হেতোঃ ফলস্য চানাদিত্বং কথং তৈরুপবর্ণ্যতে বিপ্রতিসিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যস্য কূটস্থস্যাত্মনো হেতুফলাত্মকতা সম্ভবতি ॥ ১৪ ॥

কথং তৈর্ব্বিরুদ্ধমভ্যুপগম্যত ইতি উচ্যতে। হেতুজন্যাদেব ফলাদ্ধেতোর্জ্জন্মাভ্যুপগচ্ছতাং তেষামীদৃশো বিরোধ উক্তো ভবতি যথা পুত্রাজ্জন্ম পিতুঃ ॥ ১৫ ॥

এই বস্তু জাত, ইহা আবার অন্য বস্তু হইতে জাত হয়, ইত্যাদিরূপ অনবস্থা দোষ হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

হেতু ও ফল, এই উভয়ের মধ্যে ফলকে হেতুর কারণ এবং হেতুকে ফলের কারণ বলিয়া যাহারা পরস্পরের পক্ষ নিরসনপূর্ব্বক হেতু ফলাত্মক সংসারের অনাদিত্বস্থাপন করিতেছেন, তাঁহারা কার্য্যকারণ সম্বন্ধে হেতু ও ফলের আদিত্ব স্বীকারপূর্ব্বক কিরূপে আবার তুল্যরূপ বিরোধসত্ত্বেও উহাদিগের অনাদিত্ব বর্ণনা করিতেছেন? নিত্য কূটস্থপুরুষ আত্মার কখনও ফলাত্মকতা সম্ভব হইতে পারে না, অর্থাৎ আত্মাকে কখনও কার্য্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ১৪ ॥

যাহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্তরূপ হেতুর কারণ ফল এবং ফলের কারণ হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের উৎপত্তিপ্রকার নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। যেমন পিতা হইতে পুত্রের জন্ম অসম্ভব, সেইরূপ ফল হইতে কারণের উৎপত্তি বিরুদ্ধই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১৫ ॥

সম্ভবে হেতুফলয়োরেষিতব্যঃ ক্রমস্ত্বয়া।
যুগপৎসম্ভবে যস্মাদসম্বন্ধো বিষাণবৎ ॥ ১৬ ॥
ফলাদুৎপদ্যমানঃ সন্ন তে হেতুঃ প্রসিদ্ধ্যতি।
অপ্রসিদ্ধঃ কথং হেতুঃ ফলমুৎপাদয়িষ্যতি ॥ ১৭ ॥

যথোক্তো বিরোধো ন যুক্তোঽভ্যুপগন্তুমিতি চেন্মন্যসে সম্ভবে হেতুফলয়োরুৎপত্তৌ ক্রম এষিতব্যস্ত্বয়াঽন্বেষ্টব্যঃ। হেতুঃ পূর্ব্বং পশ্চাৎ ফলঞ্চেতি। ইতরশ্চ যুগপৎসম্ভবে যস্মাদ্ধেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণত্বেনাসম্বন্ধঃ। যথা যুগপৎসম্ভবতো সব্যেতরগোবিষাণয়োঃ ॥ ১৬ ॥

কথমসম্বন্ধ ইত্যাহ। জন্যাৎ স্বতোঽলব্ধাত্মকাৎ ফলাদুৎপদ্যমানঃ সন শশবিষাণাদেরিবাসতো ন হেতুঃ সিধ্যতি জন্ম ন লভ্যতে। অলব্ধাত্মকোঽপ্রসিদ্ধঃ সন্ শশবিষাণাদিকল্পস্তব কথং ফলমুৎপাদয়িষ্যতি। নহীতরেতরাপেক্ষ সিদ্ধ্যোঃ শশবিষাণকল্পয়োঃ কার্য্যকারণভাবেন সম্বন্ধঃ ক্বচিদ্দৃষ্টঃ অন্যথা বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হেতু ও ফলের উৎপত্তির নিয়মে অবশ্যই পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি উভয় গোশৃঙ্গবৎ যুগপৎ উৎপত্তি স্বীকার কর, তবে আর কার্য্যকারণসম্বন্ধ স্থির থাকিতে পারে না, অর্থাৎ কে কাহার কার্য্য ও কে কাহার কারণ? কিছুই নির্ণয় করা যায় না ॥ ১৬ ॥

যদি বল, কি প্রাকরে সম্বন্ধ লোপ হইল? তাহা দর্শাইতেছেন, যাহাকে জন্য বলিতেছ, অর্থাৎ যাহা উৎপত্তি অপেক্ষা করিতেছে, তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বকালে অবিদ্যমান থাকে। শশ শৃঙ্গের ন্যায় অসৎ পদার্থ সতের হেতু হইতে পারে না, অর্থাৎ অসৎ হইতে যে সতের জন্ম হয়, তাহা অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য হইল। অতএব শশ শৃঙ্গবৎ অসিদ্ধ বস্তু কিরূপে ফলের উৎপাদক হইতে পারে? যাহাদের সিদ্ধি অন্যকে অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা অপরের সিদ্ধির কারণ হইতে পারে না; সুতরাং কার্য্যকারণভাব অবশ্যই অলীক হইতেছে ॥ ১৭ ॥

যদি হেতোঃ ফলাৎ সিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধিশ্চ হেতুতঃ।
কতরৎ পূর্ব্বনিষ্পন্নং যস্য সিদ্ধিরপেক্ষয়া ॥ ১৮ ॥
অশক্তিরপরিজ্ঞানং ক্রমকোপোঽথবা পুনঃ।
এবং হি সর্ব্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা ॥ ১৯ ॥

অসম্বদ্ধতাদোষেণোপপাদিতেঽপি হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাবে যদি হেতুফলয়োরন্যোঽন্যসিদ্ধিরভ্যুপগম্যত এব ত্বয়া কতরৎ পূর্ব্বনিষ্পন্নং হেতুফলয়োর্যস্য পশ্চাদ্ভাবিনঃ সিদ্ধিঃ স্যাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ্যপেক্ষয়া তদ্‌ব্রূহী-ত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অথৈতন্ন শক্যতে বক্তুমিতি মন্যসে সেয়মশক্তিমপরিজ্ঞানম্। তত্ত্বা-বিবেকো মূঢ়তেত্যর্থঃ। অথ বা যোঽয়ং ত্বয়োক্তঃ ক্রমঃ হেতোঃ ফলস্য সিদ্ধিরিতীতরেতরানন্তর্য্যলক্ষণস্তস্য কোপো বিপর্য্যাসোঽন্যথাভাবঃ স্যাদি-ত্যভিপ্রায়ঃ। এবং হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাবানুপপত্তেরজাতিঃ সর্ব্ব-স্যানুৎপত্তিঃ পরিদীপিতা প্রকাশিতাঽন্যোন্যাপেক্ষদোষং ব্রুবদ্ভির্ব্বাদিভি-র্ব্বুদ্ধৈঃ পণ্ডিতৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

আরও বলিতেছি, যদ্যপি ফল হইতে হেতুর নিষ্পত্তি এবং হেতু হইতে ফলের নিষ্পত্তি সম্ভব হয়, তবে বল দেখি, ইহাদের মধ্যে কোনটী অগ্রে নিষ্পন্ন এবং কোনটি বা পরে নিষ্পন্ন হয়? সুতরাং উৎপত্তি বিষয়ে পর-স্পরের বিরোধ হেতু উৎপত্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব কার্য্যকারণ সম্বন্ধে অবশ্যই পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম স্বীকার করিতে হইবে। ১৮ ॥

হেতু ও ফল ইহাদিগের মধ্যে হেতুই অগ্রে উৎপন্ন হয়, কি ফলই অগ্রে উৎপন্ন হয়, ইহার কিছুই স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না, কারণ উভয়ই পরস্পরের আশ্রয় অপেক্ষা করে। অতএব হেতু ও ফল ইহাদিগের উৎপত্তি-বিষয়ে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম স্বীকার করিতে হয়। এইক্ষণ যদি বল, কে অগ্রে নিষ্পন্ন হয়, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, তাহাও তোমার অবিবেক ও মূর্খতামাত্র। অথবা যেরূপ ক্রমের কথা বলিতেছ যে, তাহাতেও হেতুহইতে

বীজাঙ্কুরাখ্যো দৃষ্টান্তঃ সদা সাধ্যসমো হি সঃ।
ন হি সাধ্যসমো হেতুঃ সিদ্ধৌ সাধ্যস্য যুজ্যতে॥ ২০॥

নন্বু হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাব ইত্যস্মাভিরুক্তং শব্দমাত্রমাশ্রিত্য ছলমিদং ত্বয়োক্তং পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা বিষাণবচ্চাসম্বন্ধ ইত্যাদি। ন হ্যস্মাভিরসিদ্ধা হেতোঃ ফলসিদ্ধিঃ অসিদ্ধাদ্বা ফলাদ্ধেতুসিদ্ধিরভ্যুপগতা কিন্তুর্হি বীজাঙ্কুরবৎ কার্য্যকারণাভাবোঽভ্যুপগম্যত ইতি। অত্রোচ্যতে। বীজাঙ্কুরাখ্যো যো দৃষ্টান্তঃ স সাধ্যেন তুল্যো মমেত্যভিপ্রায়ঃ। ন তু প্রত্যক্ষঃ কার্য্যকারণভাবো বীজাঙ্কুরয়োরনাদিঃ ন পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্যাঽপরবাদাদিমত্ত্বাঽভ্যুপগমাৎ। যথেদানীমুৎপন্নোঽপরোঽঙ্কুরো বীজাদিমান্ বীজঞ্চাঽপর মন্যস্মাদঙ্কুরাদিতি ক্রমেণোৎপন্নত্বাদাদিমৎ। এবং পূর্ব্বপূর্ব্বোঽঙ্কুরোবীজঞ্চ পূর্ব্বং পূর্ব্বমাদিমদেবেতি প্রত্যেকং সর্ব্বস্য বীজাঙ্কুরজাতস্যাদিমত্ত্বাৎ কস্যচিদপ্যনাদিত্বানুপপত্তিঃ। এবং হেতুফলানাম্। অথ বীজাঙ্কুরসন্ততেরনাদিমত্ত্বমিতি চেৎ ন একত্বানুপপত্তেঃ। ন হি বীজাঙ্কুরব্যতিরেকেণ বীজাঙ্কুরসন্ততির্নামৈকাভ্যুপগম্যতে হেতুফলসন্ততির্ব্বা তদনাদিত্ববাদিভিঃ। তস্মাৎসূক্তং হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈরুপবর্ণ্যত ইতি। তথাচান্যদপ্যনুপপত্তের্ন ছলমিত্যভিপ্রায়ঃ। ন চ লোকে সাধ্যসমো হেতুঃ সাধ্যসিদ্ধৌ সিদ্ধিনিমিত্তং প্রযুজ্যতে প্রমাণকুশলৈরিত্যর্থঃ। হেতুরিতি দৃষ্টান্তোঽত্রাভিপ্রেতো গমকত্বাৎ। প্রকৃতো হি দৃষ্টান্তো ন হেতুরিতি॥ ২০॥

ফলসিদ্ধি কিম্বা ফলহইতে হেতুসিদ্ধি হয়, তাহার অনিশ্চয়ত্ব প্রযুক্ত এককালে উৎপত্তিই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে॥ ১৯॥

বীজ ও অঙ্কুরের যেমন কার্য্যকারণভাব প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ হেতু ও ফলের কার্য্যকারণ ভাব স্বীকার করিলে আর পরস্পরের আশ্রয়ত্ব দোষ হইতে পারে না, অতএব "হেতু হইতে ফলসিদ্ধি কিম্বা ফল হইতে হেতুসিদ্ধি হয়" এইরূপ সংশয় করিতে পারে না। এইরূপ মীমাংসাও সুসঙ্গত বোধ হয় না, কারণ বীজাঙ্কুরের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, তাহাও সাধ্যতুল্য, অর্থাৎ হেতু হইতে ফলের উৎপত্তি কিম্বা ফল হইতে হেতুর

পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানমজাতেঃ পরিদীপকম্।
জায়মানাদ্ধি বৈ ধর্ম্মাৎ কথং পূর্ব্বং ন গৃহ্যতে॥ ২১॥
স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়তে।
সদসৎ সদসদ্বাঽপি ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়তে॥ ২২॥

কথং বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতেত্যাহ্। যদেতদ্ধেতুফলয়োঃ পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানং তচ্চৈতদজাতেঃ পরিদীপকং অববোধকমিত্যর্থঃ। জায়মানো হি চ ধর্ম্মো গৃহ্যতে। কথং তস্মাৎ পূর্ব্বং কারণং ন গৃহ্যতে। অবশ্যং হি জায়মানস্য গ্রহীত্রা তজ্জনকং গ্রহীতব্যম্। জন্যজনকয়োঃ সম্বন্ধস্যানপেতত্বাৎ। তস্মাদজাতিপরিদীপকং তদিত্যর্থঃ॥ ২১॥

ইতশ্চ ন জায়তে কিঞ্চিৎ। যৎ জায়মানং বস্তু স্বতঃ পরত উভয়তো বা সৎ অসৎ সদসদ্বা জায়তে ন তস্য কেনচিদপি প্রকারেণ জন্ম সম্ভবতি।

উৎপত্তির যেমন স্থিরতা নাই, বীজাঙ্কুরের উৎপত্তিও সেইরূপ। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি, কি অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তি হয়? তাহারও কোন নিশ্চয় নাই। কখনও ফলসিদ্ধি বিষয়ে সাধ্যতুল্যহেতু কার্য্যকারী হইতে পারে না॥ ২০॥

হেতু এবং ফলের পৌর্ব্বাপর্য্য না জানাই অজাতিজ্ঞানের কারণ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। যদি কার্য্যকে জায়মানরূপে গ্রহণ করিতে যাও, তাহাতে অজাতি অসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু কারণকে গ্রহণ করিতে গেলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হেতু স্পষ্টতই অজাতি ব্যক্ত হইতেছে, তবে কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণকে কেন গ্রহণ করিবেন। যখন জন্য জ্ঞানই সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া গৃহীত হইতেছে, তখন জায়মানের গ্রহণ কর্ত্তা অবশ্য তাহার জনককেও গ্রহণ করিবেন। অতএব পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞান অজাতির অববোধক হইল, যদি কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্যজ্ঞানই না হইল, তাহাহইলে জন্মই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে॥ ২১॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বযুক্তিদ্বারা উপপন্ন হইতেছে যে, আত্মা, কি পর, অথবা আত্মপর উভয় হইতেও সৎ কি অসৎ? অথবা সদসদুভয় কোনও ভাবের

হেতুর্ন জায়তেঽনাদেঃ ফলঞ্চাপি স্বভাবতঃ।
আদির্ন বিদ্যতে যস্য তস্য হ্যাদির্ন বিদ্যতে ॥ ২৩ ॥

ন তাবৎ স্বয়মেবাপরিনিষ্পন্নাৎ স্বরূপাৎ স্বয়মেব জায়তে যথা ঘটস্তস্মাদেব ঘটাৎ। নাপি পরতঃ অন্যস্মাদন্যো যথা ঘটাৎ ঘটঃ পটাৎ পটান্তরং তথা নোভয়তঃ। বিরোধাৎ। যথা ঘটপটভ্যাং ঘটঃ পটো বা জায়তে নম্বু মৃদো ঘটো জায়তে পিতুশ্চ পুত্রঃ সত্যং অস্তি জায়ত ইতি প্রত্যয়ঃ শব্দশ্চ মূঢ়ানাং তাবেব শব্দপ্রত্যয়ৌ বিবেকিভিঃ পরীক্ষ্যেতে কিং সত্যমেব তৌ উত মৃষেতি যাবতা শব্দপরীক্ষ্যমাণে। শব্দপ্রত্যয়বিষয়ং বস্তু ঘটপুত্রাদি-লক্ষণং শব্দমাত্রমেব তৎ। বাচারম্ভণমিতি শ্রুতেঃ। সচ্চেন্ন জায়তে সত্বাৎ মৃৎপিণ্ডাদিবৎ। যদ্যসত্তথাপি জায়তে ন বিদ্যতে অসত্বাদেব শশবিষাণ-বৎ। অথ সদসত্তথাপি জায়তে বিরুদ্ধস্যৈকস্যাসম্ভবাৎ। অতো ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়ত ইতি সিদ্ধম্। যেষাং পুনর্জ্জনিরেব জায়ত ইতি ক্রিয়া-কারকফলৈকত্বমভ্যুপগম্যতে ক্ষণিকত্বঞ্চ বস্তুনঃ। তে দূরত এব ন্যায়া-পেতাঃ। ইদমিত্থমিত্যবধারণক্ষণান্তরানবস্থানাৎ অননুভূতস্য স্মৃত্যনুপ-পত্তেশ্চ ॥ ২২ ॥

কিঞ্চ হেতুফলয়োরনাদিত্বমভ্যুপগচ্ছতা ত্বয়া বলাদ্ধেতুফলয়োরজন্মৈবা-ভ্যুপগতং স্যাৎ কথং অনাদেরাদিরহিতাৎ ফলাদ্ধেতুর্ন জায়তে। ন হ্যনুৎ-

---

উৎপত্তি হয় না; এই জগতে জাতমাত্রই মিথ্যা, সন্দেহ নাই। শব্দ-প্রতীতির বিষয়ীভূত ঘটপুত্রাদি কেবল শব্দমাত্রই বুঝিতে হইবে, তাহা সত্য নহে ॥ ২২ ॥

আরও দেখ যখন হেতু ও ফল এই উভয়ের অনাদিত্ব স্বীকার করিতেছ, তখন উহাদিগের অজাতিই স্বীকৃত হইতেছ। যদি বল, আদি রহিত ফল হইতে কারণের উৎপত্তি হইবে না কেন? ইহার উত্তর এইযে, তুমি স্বয়ংই আদিরহিত ফল হইতে হেতুর উৎপত্তি ইচ্ছা করিতেছ না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যেমন অনাদি ফল হইতে হেতুর উৎপত্তি স্বীকৃত হইল না, সেইরূপ আদিরহিত অনুৎপন্নহেতু হইতেও ফলের উৎপত্তি প্রতীত হয় না। অতএব হেতু ও ফলের অনাদিত্ব মানিতে গেলে

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমন্যথা দ্বয়নাশতঃ।
সংক্লেশস্যোপলব্ধেশ্চ পরতন্ত্রাস্তিতা মতা॥ ২৪॥

পন্নাদনাদেঃ ফলাদ্ধেতোর্জ্জন্মেষ্যতে ত্বয়া ফলঞ্চ। আদিরহিতাদনাদের্হে-তোরজাৎ স্বভাবত এব নির্নিমিত্তং জায়ত ইতি নাভ্যুপগম্যতে। তস্মাদনাদিত্বমভ্যুপগচ্ছতি ত্বয়া হেতুফলয়োরজন্মৈবাভ্যুপগম্যতে। যস্মাদাদিঃ কারণং ন বিদ্যতে যস্য লোকে তস্য আদিঃ পূর্ব্বোক্তা জাতির্ন বিদ্যতে। কারণবত এব হ্যাদিরভ্যুপগম্যতে নাকারণবতঃ॥ ২৩॥

উক্তস্যৈবার্থস্য দৃঢ়ীকরণচিকীর্ষয়া পুনরাক্ষিপতি। প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিস্তস্যাঃ সনিমিত্তত্বম্। নিমিত্তং কারণং বিষয় ইত্যেতস্য নিমিত্তত্বং সবিষয়ত্বং স্বাত্মব্যতিরিক্তবিষয়তেত্যেতৎ প্রতিজানীমহে। ন হি নির্ব্বিষয়া প্রজ্ঞপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিঃ স্যাৎ। তস্যাঃ সনিমিত্তত্বাৎ। অন্যথা নির্ব্বিষয়ত্বে শব্দস্পর্শনীলপীতলোহিতাদিপ্রত্যয়বৈচিত্র্যদ্বয়স্য নাশতঃ নাশোঽভাবঃ প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ। ন চ প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্যাভাবোঽস্তি প্রত্যক্ষত্বাৎ অতঃ প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য দর্শনাৎ। পরেষাং তন্ত্রং পরতন্ত্রমিত্যন্যশাস্ত্রং তস্য পরতন্ত্রাশ্রয়স্য বাহ্যার্থস্য জ্ঞানব্যতিরিক্তস্যাস্তিতা মতাঽভিপ্রেতা। ন হি প্রজ্ঞপ্তেঃ প্রকাশমাত্রস্বরূপায়া নীলপীতাদিবাহ্যা-

---

উহাদের অজাতিও মানিতে হইতেছে। যেহেতু লোকে দেখাযাইতেছে, যাহার আদি অর্থাৎ কারণ নাই, তাহার জাতিও নাই; যাহার কারণ আছে, তাহার আদিও স্বীকার করিতে হয়; যাহার কারণ নাই, তাহার আদিও স্বীকার করা যায় না॥ ২৩॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্থের প্রমাণ্যস্থাপনার্থ বলিতেছেন।—শব্দাদির যে প্রতীতি হয়, তাহারও নিমিত্ত আছে, অর্থাৎ শব্দাদিরবিষয়ই তাহার নিমিত্ত। অতএব শব্দপ্রতীতি অনিমিত্তক নহে। এইক্ষণ আমরা ইহাই জানিতেছি যে, আত্মাভিন্ন শব্দই শব্দপ্রতীতির বিষয়, যেহেতু কখনও নির্ব্বিষয় প্রতীতি হয় না। শব্দাদিপ্রতীতির নির্ব্বিষয়তা স্বীকার করিলে শব্দস্পর্শাদির প্রতীতি হইতে পারে না। কিন্তু শব্দাদির বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। নানাপ্রকার শব্দদ্বারা নানাপ্রকার প্রতীতি

**প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমিষ্যতে যুক্তিদর্শনাৎ।
নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বমিষ্যতে ভূতদর্শনাৎ॥ ২৫॥**

লম্বনবৈচিত্র্যমন্তরেণ স্বভাবভেদেনৈব বৈচিত্র্যং সম্ভবতি। স্ফটিকস্যেব নীলাদ্যুপাধ্যাশ্রয়ৈর্ব্বিনা বৈচিত্র্যং ন ঘটত ইত্যভিপ্রায়ঃ। ইতশ্চ পরতন্ত্রাশ্রয়স্য বাহ্যার্থস্য জ্ঞানব্যতিরিক্তস্যাস্তিতা। সংক্লেশনং সংক্লেশো দুঃখমিত্যর্থঃ। উপলভ্যতে হ্যগ্নিদাহাদিনিমিত্তং দুঃখং যদ্যগ্ন্যাদিবাহ্যং দারাদি নিমিত্তং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তং ন স্যাৎ ততো দাহাদিদুঃখং নোপলভ্যেত। উপলভ্যতে তু অতস্তেন মন্যামহে অস্তি বাহ্যোঽর্থ ইতি। ন হি বিজ্ঞানমাত্রে সংক্লেশো যুক্তঃ। অন্যত্রাদর্শনাদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৪॥

অত্রোচ্যতে বাঢ়ং এবং প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং দ্বয়সংক্লেশোপলব্ধিযুক্তিদর্শনাদিষ্যতে ত্বয়া। স্থিরীভব তাবত্ত্বং যুক্তিদর্শনং বস্তুতস্তথাত্বাভ্যুপগমে কারণমিত্যত্র ব্রূহি কিমত্র ইতি। উচ্যতে নিমিত্তস্য প্রজ্ঞপ্ত্যালম্বনাভিমতস্য তব ঘটাদেরনিমিত্তত্বমনালম্বনত্বং বৈচিত্র্যাহেতুত্বমিষ্যতেঽস্মাভিঃ কথং ভূতদর্শনাৎ পরমার্থদর্শনাদিত্যেতৎ। ন হি ঘটো যথাভূতমৃদ্রূপদর্শনে সতি তদ্ব্যতিরেকেণাস্তি। যথাঽশ্বান্মহিষঃ পটো বা তন্তু ব্যতি-

---

হইতেছে। বাহ্য প্রতীতির নির্ব্বিষয়তা স্বীকার করিলে শব্দগত বৈচিত্র্য অপ্রসিদ্ধ হয় এবং শব্দ, স্পর্শ, নীল, পীত ও লোহিত ইত্যাদি প্রতীতিও হইতে পারে না। পরন্তু প্রতীতির বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব শব্দ বৈচিত্র ও প্রতীতিবৈচিত্র্য উভয়ই দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য প্রতীতিও স্বীকার করিতে হয়। এই নিমিত্ত যাহারা বাহ্য প্রতীতি স্বীকার করে, তাহাদিগের মতও প্রসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। বাহ্যপ্রতীতি অস্বীকার করিলে অগ্নিদাহাদি জন্য দুঃখও হইতে পারে না। অতএব অবশ্যই বাহ্য প্রতীতি স্বীকার করিতে হয়॥ ২৪॥

যুক্তিদর্শনহেতু বাহ্য প্রতীতির সনিমিত্তত্ব ইচ্ছা করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেই নিমিত্তও অনিমিত্ত বলিয়া বোধ হইবে। যেমন নানা প্রকার যুক্তি দ্বারাই ঘট ও মৃত্তিকা পৃথক পদার্থ

**চিত্তং ন সংস্পৃশত্যর্থং নার্থাভাসং তথৈব চ।
অভূতো হি যতশ্চার্থো নার্থাভাসস্ততঃ পৃথক্ ॥ ২৬ ॥**

রেকেণ। তন্তুবশ্চাগুব্যতিরেকেণেত্যেবমুত্তরোত্তরভূতদর্শনে আশব্দ-প্রত্যয়নিরোধান্নৈব নিমিত্তমুপলভামহ ইত্যর্থঃ। অথবা ভূতদর্শনাদ্বাহ্যার্থস্যানিমিত্তত্বমিষ্যতে। রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদেরিত্যর্থঃ। ভ্রান্তিদর্শনবিষয়ত্বাচ্চ নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বং ভবেৎ। তদভাবেঽভানাৎ। ন হি সুষুপ্তসমাহিতমুক্তানাং ভ্রান্তিদর্শনাভাবে আত্মব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থ উপলভ্যতে ন হ্যুন্মত্তাবগতবস্তুনুৎপত্তেরপি তথাভূতং গম্যতে। এতেন দ্বয়দর্শনং সংক্লেশোপলব্ধিশ্চ প্রযুক্তা ॥ ২৫ ॥

যস্মান্নাস্তি বাহ্যং নিমিত্তং অতশ্চিত্তং ন স্পৃশত্যর্থং বাহ্যালম্বনবিষয়ম্। নাপ্যর্থাভাসং চিত্তত্বাৎস্বপ্নচিত্তবৎ। অভূতো হি জাগরিতেঽপি স্বপ্নার্থবদেব বাহ্যঃ শব্দাদ্যর্থো যত উক্তহেতুত্বাচ্চ নাপ্যর্থাভাসশ্চিত্তাৎপৃথক্ চিত্তমেব হি ঘটাদ্যর্থবদবভাসতে যথা স্বপ্নে ॥ ২৬ ॥

বলিয়া বোধ হয়, অশ্ব হইতে মহিষের পার্থক্য দেখা যায় এবং তন্তুও বস্ত্র হইতে পৃথক, তাহা অনায়াসেই জানিতে পারাযায়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঘটও মৃত্তিকা উভয়ই এক পদার্থ বলিয়া বোধ হইবে এবং তন্তু ও পট এক পদার্থ বলিয়া প্রতীতি হইবে, যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির জ্ঞান হয়, সেইরূপ আত্মাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুতে ভ্রান্তিহইয়া থাকে। অতএব দ্বৈতজ্ঞান কেবল ক্লেশের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ২৫ ॥

যেহেতু বাহ্য পদার্থ সকল অনিমিত্ত, অতএব তাহাকে চিত্ত স্পর্শ করে না এবং বাহ্য বস্তুর জ্ঞানেও চৈতন্যের স্পর্শ হয় না। অথবা বস্তু সকল জাগরণ কালে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকলের ন্যায় অসৎ; সুতরাং বাহ্য পদার্থের জ্ঞানও পৃথক নহে। উহাও চিত্ত স্বরূপ জানিবে ॥ ২৬ ॥

নিমিত্তং ন সদা চিত্তং সংস্পৃশত্যধ্বস্থ ত্রিষু।
অনিমিত্তো বিপর্য্যাসঃ কথং তস্য ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥
তস্মান্ন জায়তে চিত্তং চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে।
তস্য পশ্যন্তি যে জাতিং স্বেবৈ পশ্যন্তি তে পদম্ ॥ ২৮

নমু বিপর্য্যাসস্তর্হি অসতি ঘটাদৌ ঘটাদ্যাভাসতা চিত্তস্য তথা চ সত্য-বিপর্য্যাসঃ ক্বচিদ্বক্তব্য ইতি। অত্রোচ্যতে। নিমিত্তং বিষয়মতীতানা-গতবর্ত্তমানাধ্বসু ত্রিষ্বপি সদা চিত্তং ন স্পৃশেদেব হি। যদি হি কচিৎ-সংস্পৃশেৎসোঽবিপর্য্যাসঃ পরমার্থত ইতি। অতস্তদপেক্ষয়া অসতি ঘটে ঘটাভাসতা বিপর্য্যাসঃ স্যাৎ ন তু তদস্তি কদাচিদপি চিত্তস্যার্থসংস্পর্শনম্ তস্মাদনিমিত্তো বিপর্য্যাসঃ কথং তস্য চিত্তস্য ভবিষ্যতি ন কথঞ্চিদ্বিপর্য্যা-সোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। অয়মেব হি স্বভাবশ্চিত্তস্য। যদুতাসতি নিমিত্তে ঘটাদৌ তদ্বদবভাসনম্ ॥ ২৭ ॥

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমিত্যাদ্যেতদন্তং বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধস্য বচনং বাহ্যার্থবাদিপক্ষপ্রতিষেধপরমাচার্য্যেণানুমোদিতম্। তদেব হেতুং কৃত্বা তৎপক্ষপ্রতিষেধায় তদিদমুচ্যতে তস্মাদিত্যাদি। যস্মাদসত্যেব ঘটাদৌ ঘটাদ্যাভাসতা চিত্তস্য বিজ্ঞানবাদিনাঽভ্যুপগতা তদনুমোদিতমস্মাভিরপি

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কোন কালেই চিত্ত বিষয়কে স্পর্শকরে না। যদিও কখন চিত্ত বিষয়স্পর্শী হয়, তাহা পরমার্থের বিপর্য্যয়। যেহেতু কখনও চিত্তে বিষয় সংস্পর্শ হয় না, অতএব সেই চিত্তের কোন-রূপেও অকারণে বিষয়বিপর্য্যাস হইতে পারে না। ইহাই চিত্তের স্বভাব ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা যে বাহ্যার্থবাদিদিগের পক্ষ নিরাস করিয়াছেন, আমাদিগের আচার্য্যেরাও তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। এইক্ষণ সেই বিজ্ঞান বাদী বৌদ্ধদিগের মতের অপবাদ করি-তেছেন।—যেরূপ হেতু দ্বারা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বাহ্যার্থ বাদিদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন, আমাদিগের আচার্য্যগণও সেই হেতুকে আশ্রয়

অজাতং জায়তে যস্মাদজাতিঃ প্রকৃতিস্ততঃ।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

ভূতদর্শনাৎ তস্মাত্তস্যাপি চিত্তস্য জায়মানাবভাসতাঽসত্যেব জন্মনি যুক্তা ভবিতুমিত্যতো ন জায়তে চিত্তম্। যথা চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে অতস্তস্য যে জাতিং পশ্যন্তি বিজ্ঞানবাদিনঃ ক্ষণিকত্বদুঃখত্বশূন্যত্বানাত্মত্বাদি চ। তেনৈব চিত্তেন চিত্তস্বরূপং দ্রষ্টুমশক্যং পশ্যন্তঃ যে বৈ পশ্যন্তি তে পদং পক্ষ্যাদীনাম্। অত ইতরেভ্যোঽপি দ্বৈতিভ্যোঽত্যন্তসাহসিকা ইত্যর্থঃ। যেঽপি শূন্যবাদিনঃ পশ্যন্ত এব সর্ব্বশূন্যতাং স্বদর্শনস্যাপি শূন্যতাং প্রতিজানতে তে ততোঽপি সাহসিকতরাঃ খং মুষ্টিনাঽপিজিঘৃক্ষন্তি ॥ ২৮ ॥

উক্তৈর্হেতুভিরজমেকং ব্রহ্মেতি সিদ্ধং যৎপুনরাদৌ প্রতিজ্ঞাতং তৎফলোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ। অজাতং যচ্চিত্তং ব্রহ্মৈব জায়ত ইতি বাদিভিঃ পরিকল্প্যতে তদজাতং জায়তে যস্মাদজাতিঃ প্রকৃতিস্তস্য ততস্তস্মাদজাতরূপায়াঃ প্রকৃতেরন্যথাভাবো জন্ম ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

করিয়া বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করিতেছেন। যেহেতু বিজ্ঞানবাদীরা ঘটাদির আভাসতা স্বীকার করেন, আমরাও তাহা অনুমোদন করিবটে। অতএব চিত্তের জন্মের অসত্যতাতে তাহার জ্ঞান যুক্ত হইতেছে না; সুতরাং চিত্তের জন্ম নাই এবং যেহেতু চিত্তদৃশ্য পদার্থের ও জন্ম হয় না, তথাপিও যাহারা চিত্তের স্বরূপ জানিতে না পারিয়া আকাশেতে পাদ দর্শন করে। অতএব যাহারা জাতিবাদী, তাহারা অন্যান্য দ্বৈতবাদী অপেক্ষা অধিক সাহসিক এবং যাহারা শূন্যবাদী তাহারা আরও অধিক সাহসান্বিত। তাহারা আকাশকে মুষ্টি মধ্যে গ্রহণ করিতে চাহে ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মই অজাত, ইহা প্রতিপন্ন হইল। এইক্ষণ ব্রহ্ম কূটস্থ অদ্বীতীয় বলিয়া যে পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই প্রতিপাদন করা যাইতেছে।—অজাত পদার্থের জন্মহয় বলিয়া বাদীরা কল্পনা করেন, কিন্তু যেমন প্রকৃতিই অজাত, কখনও তাহার

অনাদেরন্তবত্ত্বঞ্চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি।
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥ ৩১ ॥

অয়ঞ্চাপর আত্মনঃ সংসারমোক্ষয়োঃ পরমার্থসদ্ভাববাদিনাং দোষ উচ্যতে। অনাদেরতীতকোটিরহিতস্য সংসারস্যান্তবত্ত্বং সমাপ্তিন সেৎস্যতি যুক্তিতঃ সিদ্ধং নোপযাস্যতি। ন হ্যনাদিঃ সন্নন্তবান্ কশ্চিৎ পদার্থো দৃষ্টো লোকে। বীজাঙ্কুরসম্বন্ধনৈরন্তর্য্যবিচ্ছেদো দৃষ্ট ইতি চেৎ। ন একবস্ত্বভাবেনাপোদিতত্বাৎ। তথাঽনন্ততাঽপি বিজ্ঞানপ্রাপ্তিকাল প্রভবস্য মোক্ষস্যাদিমতো ন ভবিষ্যতি। ঘটাদিষ্বদর্শনাৎ। ঘটাদি-বিনাশবদবস্তুত্বাদদোষ ইতি চেৎ। তথা চ মোক্ষস্য পরমার্থসদ্ভাবপ্রতিজ্ঞা-হানিঃ। অসত্ত্বাদেব শশবিষাণস্যেবাদিমত্ত্বাভাবশ্চ ॥ ৩০ ॥

অন্যথা ভাব, অর্থাৎ জন্ম হইতে পারে না। প্রকৃতির জন্ম স্বীকার করিলে স্বরূপের অন্যথা পত্তি হইয়া পড়ে ॥ ২৯ ॥

যাহারা সংসার মোক্ষকে পরমার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগের মতে দোষারোপ করিতেছেন।—অনাদি সংসারের সমাপ্তি যুক্তিসিদ্ধ নহে লোকে এমন কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না, যাহার আদি নাই, অথচ অন্ত আছে। অনাদি সংসারের কথনও শেষ হইতে পারে না এবং মোক্ষের আদি আছে, তাহারও অনন্তত্ব সম্ভব হয় না। যেমন ঘটাদি পদার্থের আদি দৃষ্ট হয়, তাহার অনন্তত্ব সম্ভব হয় না, সেই রূপ মোক্ষেরও আদি আছে, তাহার অনন্তত্ব বলিতে পারাযায় না; সুতরাং সংসার মোক্ষকে পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বোক্তশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে মোক্ষের অদি ও অন্ত আছে, অত এব যাহা আদিতে এবং অন্তেতে থাকে না, তাহা বর্ত্তমান কালেও থাকিতে পারে না। যে বস্তু মিথ্যাবস্তুর সদৃশ, তাহা সৎ হইলেও মিথ্যা বলিয়া লক্ষিত হয়। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মোক্ষ

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ॥ ৩২॥
সর্ব্বে ধর্ম্মা মৃষা স্বপ্নে কায়স্যান্তর্নিদর্শনাৎ।
সংবৃত্তেঽস্মিন্ প্রদেশে বৈ ভূতানাং দর্শনং কুতঃ॥ ৩৩॥

বৈতথ্যে কৃতব্যাখ্যানৌ শ্লোকাবিহ সংসারমোক্ষাভাবপ্রসঙ্গেন পঠিতৌ॥ ৩১-৩২॥

নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বমিষ্যতে ভূতদর্শনাদিত্যয়মর্থঃ প্রপঞ্চ্যতে এতৈঃ শ্লোকৈঃ॥ ৩৩॥

পদার্থ আদিতে, অন্তে এবং বর্ত্তমানেও অসৎ। যেমন লোকে মরুভূমিতে জলগ্রহণ করে, মোক্ষকামনাও সেইরূপ দেখিতেছি। (মরুভূমির জল যেমন মিথ্যা, মোক্ষ কামিদিগের মোক্ষও সেইরূপ মিথ্যা। যে বস্তু মরীচিকাজল সদৃশ, তাহাকে কখনও মিথ্যা ভিন্ন সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না)॥ ৩১॥

মরীচিকা জলেতে স্নানপানাদি প্রয়োজন সাধিত হয় না বলিয়া তাহা মিথ্যারূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মোক্ষাদির সুখরূপ প্রয়োজন বিদ্যমান আছে, অতএব তাহা কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—মোক্ষাদির যে প্রয়োজন স্বীকার করিলে, তাহা স্বপ্নেতে বিপ্রতিপন্ন হয়। অতএব মোক্ষাদির আদ্যন্তবত্তাপ্রযুক্ত তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে॥ ৩২॥

যে কারণে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই কারণে জাগরিত বস্তু সমুদায়ও মিথ্যা বলিয়া জানিবে। মিথ্যাত্ববিষয়ে স্বপ্নও জাগরিত উভয়ই তুল্য। কেবল বিজ্ঞানই সত্য বলিয়া জানিবে। যদি দেহমধ্যে দৃষ্ট হয় বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত বস্তুকেই মিথ্যাজ্ঞান করিতে ইচ্ছা কর, তাহাহইলে জাগরিতে সর্ব্বপ্রকার অবকাশশূন্য বৈরাজ শরীরে অর্থাৎ পরমাত্মাতে বিদ্যমান প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ সকলের যে দর্শনাদি হয়, তাহারও মিথ্যাত্ব অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

ন যুক্তং দর্শনং গত্বা কালস্যানিয়মাদ্‌গতৌ।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে॥ ৩৪॥
মিত্রাদ্যৈঃ সহ সম্মন্ত্র্য সম্বুদ্ধো ন প্রপদ্যতে।

জাগরিতে গত্যাগমনকালৌ নিয়তৌ দেশঃ প্রমাণতো যস্তস্যানিয়মাৎ নিয়মস্যাভাবাৎ স্বপ্নে ন দেশান্তরগমনমিত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

মিত্রাদ্যৈঃ সহ সম্মন্ত্র্য তদেব মন্ত্রণং প্রতিবুদ্ধো ন প্রপদ্যতে। গৃহী-

---

কারণ পরমার্থসৎব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ নিরবকাশ, তখন তাহাতে অন্য বস্তুর অবস্থান কোনমতেও যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। যাহাতে অবস্থিতির যোগ্যস্থানের অভাব আছে, তাহাতে অন্য কোন বস্তুর অবস্থিতির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব আত্মায় বিদ্যমান বস্তুর দর্শন কোনরূপেও সত্য নহে; সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জাগরিত বস্তুও মিথ্যা বলিয়া জানিতে হইবে॥ ৩৩॥

আর দেখ, স্বপ্নেতে দেশান্তরে গমন করিয়া যে দর্শনাদি করে, তাহা যথার্থ দর্শন বলিয়া কোনরূপেও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। কারণ যেদেশে গমন করিতে যত সময়ের প্রয়োজন হয়, স্বপ্নেতে দেশান্তর গমনে সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিয়ম কোথায় থাকে? কেহ যেন স্বপ্নকালে কাশীতে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া আসিল, কিন্তু কাশীতে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিতে বহুদিবসের প্রয়োজন হয়, কিন্তু স্বপ্নকালে সেই নির্দ্দিষ্ট বহুদিবস কোথায় পাওয়া যায়? আর জাগরিত হইয়াও সেই দেশে অবস্থান দৃষ্ট হয় না। অতএব স্বপ্নাবস্থাতে যে দেশান্তর গমন হয়, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে হইবে, উহা কোনরূপেও সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এইরূপে জাগরণ কালেও দেহস্বরূপ দেশেতে অবস্থান করিয়া সাংসারিক সুখই অনুভব করা যায়॥ ৩৪॥

আরও দেখ, স্বপ্নকালে মিত্রাদির সহিত যে সকল মন্ত্রণা করাযায়, জাগ্রদবস্থায় সেই সকল মন্ত্রণার কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর

গৃহীতঞ্চাপি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥ ৩৫ ॥

স্বপ্নে চাবস্তুকঃ কায়ঃ পৃথগন্যস্য দর্শনাৎ।

যথা কায়স্তথা সর্ব্বং চিত্তদৃশ্যমবস্তুকম্ ॥ ৩৬ ॥

গ্রহণাজ্জাগরিতবত্তদ্ধেতুঃ স্বপ্ন ইষ্যতে।

তশ্চ যৎকিঞ্চিৎ হিরণ্যাদি ন প্রাপ্নোতি। গতশ্চ ন দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে ॥ ৩৫ ॥

স্বপ্নে চ অটন্ দৃশ্যতে যঃ কায়ঃ সোঽবস্তুকস্ততোঽন্যস্য স্বাপাদেশস্থস্য পৃথক্কায়ান্তরস্য দর্শনাৎ। যথা স্বপ্নদৃশ্যঃ কায়োঽসংস্তথা সর্ব্বচিত্তদৃশ্যমবস্তুকং জাগরিতেঽপি চিত্তদৃশ্যত্বাদিত্যর্থঃ। স্বপ্নসমত্বাদসজ্জাগরিতমপীতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতশ্চাসত্বং জাগ্রদ্বস্তুনো জাগরিতবজ্জাগবিতস্যৈব গ্রহণাদ্ গ্রাহ্যগ্রাহক রূপেণ স্বপ্নস্য তজ্জাগরিতং হেতুরস্য স্বপ্নস্তদ্ধেতুর্জ্জাগরিতকার্য্যমিষ্যতে।

স্বপ্নকালে স্বুবর্ণরজতাদি যাহা কিছু লাভ করাযায়, তাহাও জাগ্রদবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব স্বপ্নে দেশান্তর গমনাদিও কোনরূপে সিদ্ধ হইতেছে না। যেমন স্বপ্নকালে মিত্রাদির সহিত পরামর্শ ও স্বুবর্ণাদি লাভ প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, সেইরূপ স্বপ্নকালে দেশান্তর গমনও নিশ্চয়ই অলীক ॥ ৩৫ ॥

স্বপ্নে যে শরীরের সহিত আপনাকে নদ্যাদিতে পর্য্যটন করিতে দেখা যায়, উহাও মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারেনা। তখন আপনার নিশ্চল দেহ হইতে শরীরান্তরকেই দর্শন করিয়া থাকে। অতএব স্বপ্নদৃষ্ট গমন শীল শরীর কোন রূপ বস্তুই নহে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট শরীর কোন বস্তু নহে, সেইরূপ চিত্তকর্ত্তৃক পরিদৃশ্যমান এই জড়ময় সংসারও কোন পদার্থ নহে, উহা চিত্তের আভাস মাত্র। অতএব এই সংসার সমুদায়ই মিথ্যা, এবং স্বপ্নতুল্য; স্বুতরাং যাহা সৎ বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহাও সৎ নহে ॥ ৩৬ ॥

জাগ্রদবস্থায় পদার্থ সকল গ্রহণ করিতে পারা যায় বলিয়া স্বপ্ন কালেও বস্তু সকল পরিগৃহীত হইয়া থাকে। যদিও স্বপ্নকে জাগরণের কার্য্য বলিয়া

তদ্ধেতুত্বাত্তু তস্যৈব সজ্জাগরিতমিষ্যতে ॥ ৩৭ ॥
উৎপাদস্যাপ্রসিদ্ধত্বাদজং সর্ব্বমুদাহৃতম্।

তদ্ধেতুত্বাজ্জাগরিতকার্য্যত্বাত্তস্যৈব স্বপ্নদৃশ এব সজ্জাগরিতং ন ত্বন্যেষাম্। যথা স্বপ্ন ইত্যভিপ্রায়ঃ। যথা স্বপ্নঃ স্বপ্নদৃশ এব সন্ সাধারণবিদ্যমান-বস্তুবদবভাসতে তথা তৎকারণত্বাৎ সাধারণবিদ্যমানবস্তুবদবভাসনং ন তু সাধারণং বিদ্যমানবস্তু স্বপ্নবদেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ননু স্বপ্নকারণত্বে জাগরিতবস্তুনো ন স্বপ্নবদবস্তুত্বম্। অত্যন্তচলো হি স্বপ্নো জাগরিতন্তু স্থিরং লক্ষ্যতে। সত্যমেবাবিবেকিনাং স্যাৎ বিবেকি-নান্তু ন কস্যচিৎ বস্তুন উৎপাদঃ প্রসিদ্ধোঽতোঽপ্রসিদ্ধত্বাদুৎপাদস্যাত্মৈব সর্ব্বমিত্যজং সর্ব্বমুদাহৃতং বেদান্তেষু সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজ ইতি। যদপি

জানা যাইতেছে, তথাপি অসৎ স্বপ্নের কারণ বলিয়া জাগ্রৎ বস্তুকেও সৎ স্বরূপে স্বীকার করা যায় না এবং স্বপ্ন দৃশ্য পদার্থ সকল কেবল স্বপ্ন দ্রষ্টা পুরুষের নিকটেই সৎ বলিয়া জানা যাইতেছে। তথাপি অসৎ স্বপ্নের কারণ বলিয়া জাগ্রদ্বস্তুকেও সৎ স্বরূপে স্বীকার করা যায় না এবং স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ সকল কেবল স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের নিকটেই সৎ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা সাধারণের গ্রাহ্য হয় না। এইরূপ জাগরিত বস্তুও সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য হইতেছে না। যে বস্তু যাহাব নিকটে থাকে, সেই ব্যক্তিই সেই বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, অন্যে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না ; সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় জাগরিত পদার্থও মিথ্যা বলিয়া জানা যাইতেছে ॥ ৩৭ ॥

যদি বল, স্বপ্নের কারণ বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় জাগরিত বস্তু যে মিথ্যা হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। জাগরিত বস্তু সকল স্বপ্নের কারণ বলিয়াই মিথ্যা হইবে কেন ? স্বপ্ন অতিশয় চঞ্চল, কিন্তু জাগরিত পদার্থ স্থির দেখিতেছি, তাহার মিথ্যাত্ব কোন রূপেও সম্ভ-বিতে পারে না, তাহা সত্য, অবিবেকীরা এই রূপ বলিতে পারেন বটে, কিন্তু বিবেকীরা কোন বস্তুরও উৎপত্তি স্বীকার করেন না। অবিবে-

ন চ ভূতাদভূতস্য সম্ভবোঽস্তি কথঞ্চন ॥ ৩৮ ॥

অসজ্জাগরিতে দৃষ্ট্বা স্বপ্নে পশ্যতি তন্ময়ঃ।

অসৎস্বপ্নেঽপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥ ৩৯ ॥

মন্যসে জাগরিতাৎ সতোঽসৎ স্বপ্নো জায়ত ইতি তদসৎ। ন ভূতাদ্বিদ্যমানাদভূতস্যাসতঃ সম্ভবোঽস্তি লোকে। ন হ্যসতঃ শশবিষাণাদেঃ সম্ভবো দৃষ্টঃ কথঞ্চিদপি ॥ ৩৮ ॥

ননু উক্তং ত্বয়ৈব স্বপ্নো জাগরিতকার্য্যমিতি তৎকথমুৎপাদো প্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যতে। শৃণু তত্র যথা কার্য্যকারণভাবোঽস্মাভিরভিপ্রেত ইতি। অসদবিদ্যমানং রজ্জুসর্পবদ্বিকল্পিতং বস্তু জাগরিতে দৃষ্ট্বা তদ্ভাবভাবিতস্তন্ময়ঃ স্বপ্নে জাগরিতবদ্গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ বিকল্পয়ন্ পশ্যতি তথা সৎস্বপ্নেপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি অবিকল্পয়ন্ চ শব্দাৎ। তথা জাগরিতেঽপি দৃষ্ট্বা স্বপ্নে ন পশ্যতি কদাচিদিত্যর্থঃ। তস্মাজ্জাগরিতং স্বপ্নহেতুরুচ্যতে ন তু পরমার্থসদিতি কৃত্বা ॥ ৩৯ ॥

কীরা কার্য্য রূপে বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। বিবেকী ব্যক্তিরা সমুদায় বস্তুকে অজাতি স্বীকার করিয়া তাহার কারণতাই অস্বীকার করেন। আর যদিও জাগরিত বস্তু হইতে অসৎ স্বপ্নের উৎপত্তি স্বীকার করিতে চাও, তাহাও নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইতেছে। কখনও সদ্বস্তু হইতে অসতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। লোকে কখনও শশশৃঙ্গের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না। যদি অসৎ বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহাহইলে শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অসৎ বস্তুরও উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৮ ॥

এইক্ষণ ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যখন স্বয়ংই কার্য্য কারণ ভাবের উল্লেখ করিয়াছ, তখন উৎপত্তি অপ্রসিদ্ধ বলিয়া উক্তি করা অসঙ্গত বোধ হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন, এস্থানে আমরা যেরূপ কার্য্য কারণ ভাবের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর।—যেমন অজ্ঞান বশতঃ রজ্জুকে সর্পরূপে জ্ঞান হয়, সেইরূপ অবিদ্যা কল্পিত অবিদ্যমান

নাস্ত্যসদ্ধেতুকমসৎ সদসদ্ধেতুকস্তথা।
সচ্চ সদ্ধেতুকং নাস্তি সদ্ধেতুকমসৎকুতঃ ॥ ৪০ ॥

পরমার্থতস্ত্ন ন কস্যচিৎ কেনচিদপি প্রকারেণ কার্য্যকারণভাব উপপদ্যতে কথং নাস্ত্যসদ্ধেতুকমসচ্ছশবিষাণাদি হেতুঃ কারণং যস্যাসত এব খপুষ্পাদেস্তদসদ্ধেতুকমসন্ন বিদ্যতে। তথা সদপি ঘটাদিবস্তু অসদ্ধেতুকং শশবিষাণাদিকার্য্যং নাস্তি। তথা সচ্চ বিদ্যমানং ঘটাদিবস্তুস্তরকার্য্যং নাস্তি। সৎকার্য্যমসৎকুত এব সম্ভবতি। ন চান্যঃ কার্য্যকারণভাবঃ সম্ভবতি শক্যো বা কল্পয়িতুম্। অতো বিবেকিনামসিদ্ধ এব কার্য্যকারণভাবঃ কস্যচিদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪০ ॥

বস্তু জাগরিতে দর্শন করিয়া তদ্ভাবাপন্ন হইয়াই স্বপ্নেও জাগরিতের ন্যায় গ্রাহ্য গ্রাহক ভাবের কল্পনা পূর্ব্বক তাহাই দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু অসৎ স্বপ্ন দর্শন করিয়া কখনও জাগরিতে তাহা দেখিতে পাই না। অতএব জাগরিত বস্তুকে স্বপ্নের হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা পরমার্থতঃ সৎ নহে ॥ ৩৯ ॥

পরমার্থ সদ্বস্তুর কার্য্যকারণভাব বাস্তবিক অসম্ভব, ইহাই অন্য প্রকার উপায়দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন।—যেহেতু অসদ্বস্তু হইতেও অসদ্বস্তুর উৎপত্তি হয় না; কিম্বা অসৎও কখন সতের কারণ হয় না এবং সৎপদার্থ হইতেও সতের উৎপত্তি দেখা যায় না; সুতরাং কোন সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি কোন রূপেও সম্ভব হয় না। যখন লোকে দৃষ্ট হইতেছে যে, শশশৃঙ্গাদি অসৎ বস্তু হইতে আকাশকুসুমাদি অসৎ পদার্থের উৎপত্তি হয় না এবং ঘটাদি সৎপদার্থ হইতে শশশৃঙ্গাদি অসতের সম্ভব হয় না, অথবা ঘটাদি সদ্বস্তু হইতেও অন্য কোন সৎপদার্থের সম্ভব দেখা যায় না, তখন ঘটাদি সৎপদার্থ হইতে শশশৃঙ্গাদি অসদ্‌বস্তুর উৎপত্তি যে একান্তই অসম্ভব। তাহার সন্দেহ নাই, এইরূপ অবস্থায় যে অন্য কোন প্রকারে কার্য্যকারণভাবকল্পনা, তাহাও দুষ্কর

বিপর্য্যাসাদ্যথা জাগ্রদচিন্ত্যান্ ভূতবৎ স্পৃশেৎ।
তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাদ্ধর্ম্মাংস্তত্রৈব পশ্যতি ॥ ৪১ ॥
উপলম্ভাৎ সমাচারাদস্তি বস্তুত্ববাদিনাম্।

পুনরপি জাগ্রৎস্বপ্নয়োরসতোরপি কার্য্যকারণভাবাশঙ্কামপনয়ন্নাহ। বিপর্য্যাসাদিবিবেকতো যথা জাগ্রজ্জাগরিতেঽচিন্ত্যান্ ভাবান্ শক্যচিন্তনীয়ান্ রজ্জুসর্পাদীন্ ভূতত্ববৎপরমার্থবৎ স্পৃশেৎ স্পৃশন্নিব বিকল্পয়েদিত্যর্থঃ। কশ্চিদ্যথা তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাদ্ধস্ত্যাদীন্ পশ্যন্নিব বিকল্পয়তি তত্রৈব পশ্যতি ন তু জাগরিতাদুৎপদ্যমানানিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

যাপি বুদ্ধৈরদ্বৈতবাদিভির্জ্জাতির্দ্দেশিতোপদিষ্টা। উপলম্ভনমুপলম্ভস্তস্মাদুপলব্ধেরিত্যর্থঃ। সমাচারদ্বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মসমাচারণাচ্চাভ্যাং হেতুভ্যামস্তি বস্তুত্ববাদিনামস্তি বস্তুভাব ইত্যেবং বদনশীলানাং দৃঢ়গ্রাহবতাং শ্রদ্দধা-

---

বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারণ ভাবের অপ্রামাণ্যবশতঃ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

পুনর্ব্বার জাগরিত ও স্বপ্ন এই উভয় অসৎ পদার্থের কার্য্যকারণ ভাবের আশঙ্কা নিরাস করিতেছেন।—জাগরিত ও স্বপ্ন এই উভয়ের মধ্যে যে বাস্তবিকই কার্য্যকারণভাব বিদ্যমান নাই, তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল। তবে বিবেকবিমুখ মূঢ়েরাই সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া জাগ্রদবস্থাতেও রজ্জুসর্পাদির ন্যায় চিত্তপরিকল্পিত অচিন্তনীয়ভাব সকলকে বিদ্যমান ও পরমার্থ সদ্রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন কল্পনা করিয়াই বস্তু সকলকে বিদ্যমান বলিয়া বোধ করে, সেইরূপ অবিবেকবশতই স্বপ্নেতেও হস্তীপ্রভৃতি জাগরিত বস্তু হইতে সমুৎপন্ন স্বপ্নদৃষ্ট অসদ্বস্তু সকলকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে ॥ ৪১ ॥

আর অবিবেকী বৌদ্ধগণ যে উপলম্ভ অর্থাৎ অনুভব এবং সমাচার অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম্মাচারাদিহেতু প্রত্যক্ষ বস্তু সকলের বাস্তবিক বিদ্যমানতা আছে বলিয়া জাতির উপদেশ করিতেছেন এবং তাঁহারা যে

জাতিস্তু দেশিতা বুদ্ধৈরজাতেস্ত্রসতাং সদা ॥ ৪২ ॥

অজাতে স্ত্রসতান্তেষামুপলম্ভাদ্বিয়ন্তি যে।

জাতিদোষা ন সেৎস্যন্তি দোষোঽপ্যল্পো ভবিষ্যতি ॥৪৩॥

নানাং মন্দবিবেকিনামর্থোপায়ত্বেন সা দেশিতা জাতিঃ তাং গৃহ্ণন্তু তাবৎ বেদান্তাভ্যাসিনান্তু স্বয়মেবাজাদ্বয়াত্মবিষয়ো বিবেকো ভবিষ্যতীতি ন তু পরমার্থবুদ্ধ্যা। তেহি শ্রোত্রিয়াঃ। স্থূলবুদ্ধিত্বাদজাতেঃ। অজাতিবস্তুনঃ সদা ত্রস্যন্ত্যাত্মনাশং মন্যমানা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

উপায়ঃ সোঽবতারায়েত্যুক্তম্। যে চৈবমুপলম্ভাৎ সমাচারাচ্চাজাতেরজাতিবস্তুনস্ত্রসন্তোঽস্তি বস্ত্বিত্যদ্বয়াত্মনো বিয়ন্তি বিরুদ্ধং যন্তি দ্বৈতং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তেষামজাতেস্ত্রসতাং শ্রদ্দধানানাং জাতিদোষা জাত্যুপলম্ভকৃতা দোষা ন সেৎস্যন্তি সিদ্ধিং নোপযাস্যন্তি। বিবেকমার্গপ্রবৃত্তত্বাৎ। যদ্যপি কশ্চিদ্দোষঃ স্যাৎ সোঽপ্যল্প এব ভবিষ্যতি। সম্যগ্দর্শনাপ্রতিপত্তিহেতুক ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহাদিগের একমাত্র অবিবেক ভিন্ন আর কিছুই নহে। অজাতি স্বীকারে আত্মনাশসম্ভাবনায় ভীত হইয়াই যেন তাঁহারা উৎপত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, অতএব সেই উপদেশ তাঁহারাই গ্রহণ করুন। অদ্বৈতভাব স্বীকার করিয়াও যে তাঁহারা দ্বৈতভাব আশ্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, উহাতে তাঁহাদের স্বল্প বুদ্ধিতাই প্রকাশিত হইতেছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা পরমব্রহ্মে বিকার আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের ভয়েরই আবির্ভাব হইয়া থাকে, অতএব বৌদ্ধদিগের উক্তরূপ মত দেখিয়াই তাহাদিগকে অবিবেকী বলিতেছি ॥ ৪২ ॥

অজাতি স্বীকার করিলে আত্মধ্বংস শঙ্কা করিয়া যে অবিবেকী বৌদ্ধেরা বিরুদ্ধ পথ অনুসরণপূর্ব্বক দ্বৈতাশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই জাতি গ্রহণ দোষ সিদ্ধ হইবে না। কারণ তাঁহারা বিবেক মার্গই অনুসরণ করিতেছেন। তাহাতে যদি কিঞ্চিৎ দোষ সম্ভাবনা হয়, তাহাও

উপলম্ভাৎ সমাচারাম্মায়াহস্তী যথোচ্যতে।
উপলম্ভাৎ সমাচারাদস্তি বস্তু তথোচ্যতে ॥ ৪৪ ॥
জাত্যাভাসং চলাভাসং বস্ত্বাভাসং তথৈব চ।

ননূপলম্ভসমাচারয়োঃ প্রমাণত্বাদস্ত্যেব দ্বৈতং বস্ত্বিতি। নোপলম্ভসমাচারয়োর্ব্যভিচারাৎ। কথং ব্যভিচার ইত্যুচ্যতে। উপলভ্যতে হি মায়াহস্তী হস্তীব হস্তিনমিবাত্র সমাচরন্তি বন্ধনারোহণাদিহস্তিসম্বন্ধিভির্ধর্ম্মৈর্হস্তীতি চোচ্যতে। অসন্নপি যথা তথৈবোপলম্ভাৎ সমাচারাৎ দ্বৈতং ভেদরূপমস্তি বস্ত্বিত্যুচ্যতে। তস্মান্নোপলম্ভসমাচারৌ দ্বৈতবস্তুসদ্ভাবে হেতূ ভবত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

কিম্পুনঃ পরমার্থসদ্বস্তু যদাস্পদা জাত্যাদ্যসদ্বুদ্ধয় ইত্যাহ জাতি

অল্প দোষ বলিয়া গণ্য হইবে। কারণ সেই দোষ কেবল সম্যক্ বিবেচনার ত্রুটি হইতেই ঘটিয়া থাকে। সম্যক্ প্রকার বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত দোষকে দোষ বলিয়াই গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ৪৩ ॥

আর যদি উপলম্ভ ও সমাচার এই উভয়কে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে জন্তু সকলের জাতিত্ব কেন না স্বীকার করিব? এইক্ষণ বলিতেছি যে, উপলম্ভ ও সমাচার ইহারা প্রমাণস্বরূপে পরিগৃহীত হইতেছে না, কারণ ইহাতে সম্যক্ ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। যদি বল, ব্যভিচার কি? তাহাও দেখাইতেছি, যদি উপলম্ভ ও সমাচার দর্শন করিয়াই বস্তুত্ব স্বীকার করিতে যাও, তবে মায়া হস্তীরও বিদ্যমান হস্তীর ন্যায় আরোহণাদি উপলব্ধি হইতে পারে, তাহা কেন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না? যেমন কেবল অনুভবদ্বারাই মায়া হস্তীর বস্তুত্ব স্বীকার করিতে পার না, সেইরূপ অনুভবমাত্রদ্বারাই বিদ্যমান হস্তীরও বস্তুত্ব স্বীকার হইতেছে না, সুতরাং তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতএব উপলম্ভ ও সমাচার বস্তুত্ব সিদ্ধিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হইতে পারিল না ॥ ৪৪ ॥

জাত্যাভাস, অর্থাৎ দেবদত্তের জন্ম হইতেছে, ইত্যাদিরূপে জাতিজ্ঞান; চলাভাস, অর্থাৎ দেবদত্ত গমন করিতেছে, ইত্যাদিরূপ বোধ;

অজাচলমবস্তুত্বং বিজ্ঞানং শান্তমদ্বয়ম্‌ ॥ ৪৫ ॥
এবং ন জায়তে চিত্তমেবং ধর্ম্মা অজাঃ স্মৃতাঃ।
এবমেব বিজানন্তো ন পতন্তি বিপর্য্যয়ে ॥ ৪৬ ॥
ঋজুবক্রাদিকাভাসমলাতস্পন্দিতং যথা।

সজ্জাতিবদবভাসত ইতি। জাত্যাভাসত ইতি জাত্যাভাসম্‌। তদ্‌যথা দেবদত্তো জায়ত ইতি। চলাভাসং চলনমিবাভাসত ইতি। যথা স এব দেবদত্তো গচ্ছতীতি। বস্ত্বাভাসং বস্তু দ্রব্যং ধর্ম্মি তদ্বদবভাসত ইতি বস্ত্বাভাসম্‌। যথা স এব দেবদত্তো গৌরো দীর্ঘ ইতি। জায়তে দেবদত্তঃ স্পন্দতে দীর্ঘো গৌর ইত্যেবমবভাসতে। পরমার্থতস্ত্বজমচলমবস্তুত্বমদ্রব্যঞ্চ। কিন্তুদেবম্প্রকারং বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ। জাত্যাদিরহিতত্বাচ্ছান্তম্‌। অত এবাদ্বয়ঞ্চ তদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্যো ন জায়তে চিত্তমেবং ধর্ম্মা আত্মানোঽজাঃ স্মৃতা ব্রহ্মবিদ্ভিঃ ধর্ম্মা ইতি বহুবচনম্‌। দেহে ভেদানুবিধায়িত্বাদদ্বয়স্যৈবোপচারতঃ। এবমেব যথোক্তং বিজ্ঞানং জাত্যাদিরহিতমদ্বয়মাত্মতত্ত্বং বিজানন্ত স্ত্যক্তবাহ্যৈষণাঃ পুনর্ন পতন্ত্যবিদ্যাধ্বান্তসাগরে। বিপর্য্যয়ে তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ৪৬ ॥

যথোক্তং পরমার্থদর্শনং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নাহ। যথা হি লোকে ঋজুবক্রাদি

বস্ত্বাভাস, অর্থাৎ দেবদত্ত দীর্ঘ ও গৌর ইত্যাদিরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান। এই সমস্তই সম্পূর্ণ অসৎ বলিয়া জানিবে। কেবলমাত্র সৎরূপে আভাসমান হইয়া থাকে। যাহা পরমার্থ সৎ, তাহার জাতি, ক্রিয়া, গুণ কিম্বা দ্রব্যত্ব কিছুই নাই। ৪৫ ।

এই নিমিত্তই ব্রহ্মবিদ্‌পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, চিত্তের জন্ম নাই। যে পদার্থ অজাতি, অর্থাৎ জন্মরহিত, তাহাকে উক্তরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে। আত্মা উক্তরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে আর বিপর্য্যয়ে, অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত মোহে পতিত হইতে হয় না। ৪৬ ।

আত্মসম্বন্ধে ঋজুবক্রাদিরূপ যে সকল ধর্ম্মের আভাসমাত্র আমরা অনু-

গ্রহণগ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানস্পন্দিতন্তথা ॥ ৪৭ ॥
অস্পন্দমানমলাতমনাভাসমজং যথা।
অস্পন্দমানং বিজ্ঞানমনাভাসমজং তথা ॥ ৪৮ ॥
অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতো ভুবঃ।

প্রকারাভাসমলাতস্পন্দিতমুক্তাচলনং তথা গ্রহণগ্রাহকাভাসং বিষয়াভাসমিত্যর্থঃ। কিন্তুদ্বিজ্ঞানস্পন্দিতম্ স্পন্দিতমিব স্পন্দিতমবিদ্যয়া। ন হ্যচলস্য বিজ্ঞানস্য স্পন্দনমস্তি। অজাচলমিতি হ্যুক্তম্ ॥ ৪৭ ॥

অস্পন্দমানং স্পন্দনবর্জ্জিতং তদেবালাতমৃজ্বাদ্যাকারেণাজায়মানম্। অনাভাসমজং যথা তথাঽবিদ্যয়া স্পন্দমানমবিদ্যোপরমে অস্পন্দমানং জাত্যাদ্যাকারেণাভাসমজমচলস্তবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

কিঞ্চ তস্মিন্নেবালাতে স্পন্দমানে ঋজুবক্রাদ্যাভাসা অলাতাদন্যতঃ

ভব করিয়া থাকি, উহারা অলাত, অর্থাৎ অঙ্গারের ন্যায় নিতান্ত অলীক; সুতরাং উহা যথার্থ নহে। আর ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় বলিয়া গ্রাহ্য গ্রাহক-ভাবে যে ঘটাদি বিষয়ের বোধ হইয়া থাকে, তাহাও বিজ্ঞানের স্পন্দনমাত্র। অবিদ্যাহেতুই বিজ্ঞানের তাদৃশ স্পন্দন হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের অল্পতাবশতই উক্তরূপ-বোধ হয়। বিজ্ঞান স্থির হইলে আর উক্তরূপ জ্ঞানস্পন্দন হইতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

স্পন্দনরহিত হইলে যেমন অলাতের আর পূর্ব্ববৎ ঋজুবক্রাদি আকারের অনুভব হয় না। সেইরূপ আভাস, অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত মিথ্যা জ্ঞানের তিরোভাব হইলেও অজ আত্মা আর জাত্যাদিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। যখন বিজ্ঞান স্পন্দনরহিত হয়, তখনও আত্মসম্বন্ধে এই-রূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের চাঞ্চল্যবশতই নানারূপ কল্পনা হইয়া থাকে। স্থিরবিজ্ঞান হইলে সেই সকল কল্পনা বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৪৮ ॥

অলাত স্পন্দিত হইতে আবন্ত হইলে ঐ স্পন্দন অলাত ভিন্ন স্থানা-ন্তর হইতে আগমন করে না, উহা অলাতেরই স্পন্দন বটে। সেই

নততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্নালাতম্প্রবিশন্তি তে ॥ ৪৯ ॥
ন নির্গতা অলাতাত্তে দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
বিজ্ঞানেঽপি তথৈব স্যুরাভাসস্যাবিশেষতঃ ॥ ৫০ ॥
বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতো ভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্রনিস্পন্দান্ন বিজ্ঞানং বিশন্তিতে ॥ ৫১ ॥

কুতশ্চিদাগত্যালাতেনৈব ভবন্তীতি নান্যতো ভুবঃ। ন চ তস্মান্নিস্পন্দাদলাতাদন্যত্র নির্গতাঃ। ন চ নিস্পন্দমলাতমেব প্রবিশন্তি তে ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ ন নির্গতা অলাতাত্তে আভাসা গৃহাদিবদ্ দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ। দ্রব্যস্য ভাবো দ্রব্যত্বং তদভাবো দ্রব্যত্বাভাবঃ দ্রব্যত্বাভাবযোগতো দ্রব্যত্বাভাবযুক্তের্বস্তুত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। বস্তুনো হি প্রবেশাদি সম্ভবতি নাবস্তুনঃ ॥ ৫০ ॥

বিজ্ঞানেঽপি জাত্যাদ্যাভাসাস্তথৈব স্যুরাভাসস্যাবিশেষতস্তুল্যত্বাৎ। কথং তুল্যত্বমিত্যাহ অলাতেন সমানং সর্ব্ববিজ্ঞানস্য সদা প্রচলত্বস্তু বিজ্ঞানস্য বিশেষঃ। জাত্যাদ্যাভাসা বিজ্ঞানেঽচলে কিং কৃত্বা ইত্যাহ।

অলাত নিস্পন্দ হইলেও তাহার স্পন্দন অলাত ভিন্ন অন্যত্র গমন করে না, অলাতেই লীন হইয়া যায়। কারণ উহাকে অন্য কোথা হইতে আসিতে, কি অন্য কোথাও যাইতে প্রত্যক্ষ করি না ॥ ৪৯ ॥

গৃহ হইতে বহির্গমনের ন্যায় ঐ স্পন্দন যে অলাত হইতে নির্গত হইয়া অন্যত্র গমন করে না, কি করিতে পারে না, তাহার হেতু বলিতেছেন।—যখন ঐ স্পন্দন দ্রব্য নহে, অর্থাৎ যখন উহাতে বস্তুত্বসংযোগ নাই, তখন উহার গমনাদিও নাই। বস্তুর গমনাদি সম্ভাবনা হয়, কিন্তু ধর্ম্মের তাহা সম্ভব হয় না। (বিজ্ঞান সম্বন্ধে জাত্যাদির আভাস বা স্পন্দন অবিকল এইরূপ বটে) ॥ ৫০ ॥

যখন বিজ্ঞান স্পন্দিত হইতে থাকে, তখনও জাত্যাদির আভাস বিজ্ঞান ভিন্ন আর অন্য কোথাহইতেও বিজ্ঞানে আগমন করে না। আর নিস্পন্দ হইলেও বিজ্ঞান ভিন্ন বিষয়ান্তরে প্রবেশ করে না ॥ ৫১ ॥

ন নির্গতা বিজ্ঞানাত্তে দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
কার্য্যকারণতাভাবাদ্‌যতোঽচিন্ত্যাঃ সদৈব তে ॥ ৫২ ॥
দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ স্যাদন্যদন্যস্য চৈব হি।

কার্য্যকারণতাভাবাৎ জন্যজনকত্বানুপপত্তেরভাবরূপত্বাদচিন্ত্যাস্তে যতঃ সদৈব। যথাঽসৎসু ঋজ্বাদ্যাভাসেষু ঋজ্বাদিবুদ্ধির্দৃষ্টাঽলাতমাত্রে তথাঽসৎস্বেব জাত্যাদিষু বিজ্ঞানমাত্রে জাত্যাদিবুদ্ধির্মৃষৈবেতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৫১-৫২ ॥

অজমেকমাত্মতত্ত্বমিতি স্থিতং তত্র যৈরপি কার্য্যকারণভাবঃ কল্প্যতে তেষাং দ্রব্যং দ্রব্যস্যান্যস্যান্যদ্ধেতুঃ কারণং স্যান্ন তু তস্যৈব তৎ। নাপ্যদ্রব্যং কস্যচিৎকারণং স্বতন্ত্রং দৃষ্টং লোকে। ন চ দ্রব্যত্বং ধর্ম্মাণা-

---

বিজ্ঞানগত আভাস মাত্রেরও বস্তুত্ব না থাকা হেতু জাত্যাদির প্রতীতিরূপ বিজ্ঞানাভাসও বিজ্ঞান ভিন্ন অন্যত্র গমন করে না। অলাতের ন্যায় বিজ্ঞানও সম্পূর্ণ নিশ্চল। এমত অবস্থায় কার্য্যকারণভাবের অনুপপত্তি হেতু বিজ্ঞানের আভাসমাত্রই মিথ্যা হইল, অর্থাৎ উহা একান্তই অচিন্ত্য ও অসৎ বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা আত্মা অদ্বিতীয় এবং অজ বলিয়াই স্থির হইল। যাঁহারা সেই আত্মাতে কার্য্যকারণ ভাবের কল্পনা করেন, তাঁহাদের মতে ঘটাদি দ্রব্যই দ্রব্যান্তরের কারণ হয় এবং তদ্ব্যতিরিক্ত শুক্লপীতাদি ধর্ম্মও ধর্ম্মান্তরের কারণ হইয়া থাকে, বাস্তবিক কখনও দ্রব্যাদি শুক্লত্বাদি ধর্ম্মের কারণ বলিয়া গৃহীত হইতেছে না। আর লোকেও দ্রব্য ভিন্ন অন্যকিছুই কাহারও কারণরূপে স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইতেছে না। অথবা দ্রব্যের ধর্ম্ম শুক্লত্বাদির প্রকারান্তরও সম্ভবে না। যদি বল, আত্মাও দ্রব্য, তবে কেন না তাহার কার্য্যত্বস্বীকার করিবে? তাহা অগ্রাহ্য, আত্মা নির্গুণ বলিয়া তাহার দ্রব্যত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না, অথবা সমবায়ী বলিয়াও তাহার দ্রব্যত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে, অথবা আত্মার প্রকারান্তরভাবও কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে

দ্রব্যত্বমন্যভাবো বা ধর্ম্মাণাং নোপপদ্যতে ॥ ৫৩ ॥
এবং ন চিত্তজা ধর্ম্মাশ্চিত্তং বাপি ন ধর্ম্মজম্।
এবং হেতুফলা জাতিং প্রবিশন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫৪ ॥
যাবদ্ধেতুফলাবেশস্তাবদ্ধেতুফলোদ্ভবঃ।

মাত্মনামুপপদ্যতেঽন্যত্বং বা। কুতশ্চিদ্‌যেনান্যকারণত্বং কার্য্যত্বং বা প্রতিপদ্যেত। অতোঽদ্রব্যত্বাদনন্যত্বাচ্চ ন কস্যচিৎ কার্য্যং কারণং বাত্মেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ আত্মবিজ্ঞানস্বরূপমেব চিত্তমিতি। ন চিত্তজা বাহ্যধর্ম্মা নাপি বাহ্যধর্ম্মজং চিত্তম্। বিজ্ঞানস্বরূপাভাসমাত্রত্বাৎ-সর্ব্বধর্ম্মাণাম্। এবং ন হেতোঃ ফলং জায়তে নাপি ফলাদ্ধেতুরিতি হেতুফলয়োরজাতিংহেতু ফলা জাতিং প্রবিশন্তি অধ্যবস্যন্তি। আত্মনি হেতুফলয়োরভাবমেব প্রতিপদ্যন্তে ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

যে পুনর্হেতুফলয়োরভিনিবিষ্টাস্তেষাং কিং স্যাদিত্যুচ্যতে। ধর্ম্মাধর্ম্মখ্য-

---

কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ আত্মা সৎ বলিয়া একরূপেই প্রতিভাত হইতেছেন; সুতরাং তাঁহার ভাবান্তর সংঘটিত হইতে পারে না। অতএব আত্মা যে কোন কার্য্যের কারণ হইতে পারে, ইহা কোনরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে না ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্ব প্রদর্শিত হেতুদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চিত্ত আত্মবিজ্ঞান স্বরূপ, অর্থাৎ আপনিই আপনাকে অনুভব করেন। সেই চিত্ত হইতে বাহ্যধর্ম্ম ঘটাদির উৎপত্তি হয় না, অথবা স্বয়ংও কোন বাহ্যধর্ম্ম হইতে জাত হয়েন না। শুক্লত্বাদি সমস্ত বাহ্যধর্ম্মই বিজ্ঞানের আভাসমাত্র। এই নিমিত্তই মনীষাসম্পন্নবিদ্বদ্‌গণ কার্য্যকারণের ও অজাতিত্ব সংস্থাপনের যত্ন করিতেছেন, অর্থাৎ হেতু হইতে ফলের এবং ফল হইতেও হেতুর উৎপত্তি হয় না, ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন। তাঁহারা আত্মাতে যে কার্য্যকারণভাবের অভাব, তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন ॥ ৫৪ ॥

হেতু হইতে ফলের এবং ফল হইতে হেতুর উৎপত্তি এই উভয়ই বাস্ত-

ক্ষীণে হেতুফলাবেশে নাস্তি হেতুফলোদ্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥

যাবদ্ধেতু ফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ।

ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

হেতোরহংকর্ত্তা মম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তৎফলং কালান্তরে ক্বচিৎপ্রাণিনিকায়ে জাতো মোক্ষ ইতি যাবদ্ধেতুফলয়োরাবেশো হেতুফলাগ্রহ আত্মন্যধ্যারোপণং তচ্চিত্ততেত্যর্থঃ। তাবদ্ধেতুফলয়োরুদ্ভবো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্তৎফলস্য চানুচ্ছেদেন প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। যদা পুনর্ম্মন্ত্রৌষধিবীর্য্যেণেব গ্রহাবেশো যথোক্তাদ্বৈতদর্শনেনাবিদ্যোদ্ভূতহেতুফলাবেশোপনীতো ভবতি তদা তস্মিন্ ক্ষীণে নাস্তি হেতুফলোদ্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥

যদি হেতুফলোদ্ভবস্তদা দোষ ইত্যুচ্যতে যাবৎসম্যগ্‌দর্শনেন হেতুফলাবেশো ন নিবর্ত্ততেঽক্ষীণঃ সংসারস্তাবদায়তো দীর্ঘো ভবতীত্যর্থঃ। ক্ষীণে পুনর্হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে কারণাভাবাৎ ॥ ৫৬ ॥

বিক মিথ্যা। তবে মোক্ষার্থিগণ "আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা, ধর্ম্মাধর্ম্ম আমার, উহারা ভাবী সুখদুঃখরূপ ফলের হেতু, কালান্তরে সেইফল ফলিবে, জীব সমুদায় পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অবশ্য একদিন মুক্ত হইবে" ইত্যাদি হেতু ফলের আগ্রহ দেখাইয়া উহাকে যে আত্মাতে আরোপ করেন, উহা কেবল আভাসমাত্র। যেপর্য্যন্ত এই কার্য্যকারণ ভাবের আবেশ থাকে, সেই পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের এবং তাহার ফলেরও উচ্ছেদ না হইয়া প্রবৃত্তিই হইতে থাকে। মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে গ্রহাবেশের ন্যায় একদা অদ্বৈত দর্শন বলে অবিদ্যাজনিত হেতু ফলের আগ্রহ দ্রবীভূত হইলে তদীয় ক্ষীণাবস্থায় আর হেতু ফলের উৎপত্তি থাকে না ॥ ৫৫ ॥

যতদিন পর্য্যন্ত হেতুফলের আবেশ দূর না হইবে, ততকাল সংসারও দীর্ঘভাবে থাকিবে। হেতুফলের আগ্রহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সংসারেরও অসারতা বোধ হইবে, কারণ হেতুর অভাবে কার্য্যেরও লোপ হইয়া থাকে। হেতু ফলের আগ্রহই সংসারের কারণ, যদি হেতুফলের আগ্রহ বিনাশ হয়, তবে আর সংসার কিরূপে থাকিবে? ॥৫৬॥

সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ।
সদ্ভাবেন হ্যজং সর্ব্ব মুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ ॥ ৫৭ ॥
ধর্ম্মা য ইতি জায়ন্তে জায়ন্তে তে ন তত্ত্বতঃ।
জন্মমায়োপমন্তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে ॥ ৫৮ ॥

নন্বজাদাত্মনোঽন্যন্নাস্ত্যেব তৎকথং হেতুফলয়োঃ সংসারস্য চোৎপত্তি-বিনাশাবুচ্যেতে ত্বয়া। শৃণু সংবৃত্যা সংবরণং সংবৃতিরবিদ্যাবিষয়ো লৌকিকব্যবহারস্তয়া সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং তেনাবিদ্যাবিষয়ে শাশ্বতং নিত্যং নাস্তি বৈ। অত উৎপত্তিবিনাশলক্ষণঃ সংসার আয়ত ইত্যুচ্যতে। পরমার্থ-সদ্ভাবেন ত্বজং সর্ব্বমাত্মৈব যস্মাৎ। অতো জাত্যভাবাদুচ্ছেদঃ তেন নাস্তি বৈ কস্যচিদ্ধেতুফলাদেরিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

যেঽপ্যাত্মনোঽন্যে চ ধর্ম্মা জায়ন্তে ইতি কল্প্যন্তে ত ইত্যেবংপ্রকারা যথোক্তা সংবৃতির্নির্দ্দিশ্যত ইতি। সংবৃত্যৈব ধর্ম্মা জায়ন্তে ন তে তত্ত্বতঃ পরমার্থতো জায়ন্তে। যৎপুনস্তৎসংবৃত্যা জন্ম ধর্ম্মাণাং যথোক্তানাম্। যথা

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন আত্মা ভিন্ন আর কিছুই সৎ নহে, তখন আবার সংসারের উৎপত্তি বিনাশ শব্দ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করিতেছ। ইহার উত্তর এই যে, সংবৃতি, অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত লৌকিক ব্যবহার আশ্রয় করিয়াই এইরূপ উক্তি করিয়াছি, সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া এইরূপ উক্তি করি নাই। জাতির অভাব স্বীকার করিয়াই হেতু ফলেরও অভাব স্বীকার করিয়া থাকি ॥ ৫৭ ॥

ঘটাদি ধর্ম্মের বাস্তবিকই জন্ম নাই, তবে যে ঘটাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা কেবল কল্পিত উৎপত্তি মাত্র গ্রহণ করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। অবিদ্যাকল্পিত ধর্ম্মেরই উৎপত্তি হয়, নতুবা পরমার্থতঃ কোন ভাবেরও উৎপত্তি নাই। ঐ সকল কল্পিত ভাবের উৎপত্তিকে মায়ার অনুরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন মায়ারও বিদ্যমানতা নাই, (উহা অসৎ অথচ অসতেরই নামমাত্র), সেইরূপ কল্পিত ধর্ম্মাদির জন্মও অসতের নামান্তর মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥

যথা মায়াময়াদ্বীজাজ্জায়তে তন্ময়োঽঙ্কুরঃ।
নাঽসৌ নিত্যো ন চোচ্ছেদী তদ্বদ্ধর্ম্মেষু যোজনা॥ ৫৯॥
নাজেষু সর্ব্বধর্ম্মেষু শাশ্বতাশাশ্বতাভিধা।
যত্র বর্ণা ন বর্ত্তন্তে বিবেকস্তত্র নোচ্যতে॥ ৬০॥

মায়য়া জন্ম তথা তন্মায়োপমং প্রত্যেতব্যম্। মায়া নাম বস্তু তর্হি নৈবং সা চ মায়া ন বিদ্যতে মায়েত্যবিদ্যমানস্যাখ্যেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫৮॥

কথং মায়োপমত্বেষাং ধর্ম্মাণাং জন্মেত্যাহ। যথা মায়াময়াদাম্রাদিবীজাজ্জায়তে তন্ময়ো মায়াময়োঽঙ্কুরো নাসাবঙ্কুরো নিত্যো ন চোচ্ছেদো বিনাশী বা। অভূতত্বাদেব ধর্ম্মেষু জন্মনাশাদিযোজনাযুক্তিঃ; ন তু পরমার্থতো ধর্ম্মাণাং জন্ম নাশো বা যুজ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৫৯॥

পরমার্থতস্ত্বাত্মস্বজেষু নিত্যৈকরসবিজ্ঞপ্তিমাত্রসত্তাকেষু শাশ্বতোঽশাশ্বত ইতি বা নাভিধা নাভিধানং প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যত্র যেষু বর্ণ্যন্তে যৈরর্থাস্তে বর্ণাঃ শব্দা ন প্রবর্ত্তন্তেঽভিধাতুং প্রকাশিতুং ন প্রবর্ত্তন্তে

ঐন্দ্রজালিকেরা মায়া অর্থাৎ (ভেল্কী) দ্বারা যে আম্রাদির বীজ প্রদর্শন করে, সেই মায়াময় বীজ হইতে যেমন মায়াময় অঙ্কুরাদির উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, অথচ ঐ বীজ বা অঙ্কুরাদি যেমন যথার্থ নহে এবং বিনাশশীলও নহে, কারণ মিথ্যা বলিয়াই তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করা যায় না, সেইরূপ ঘটাদি ধর্ম্মসম্বন্ধেও মিথ্যা বলিয়া তাহার উৎপত্তি, বিদ্যমানতা বা বিনাশ কিছুই নাই, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে॥ ৫৯॥

যে আত্মা পরমার্থ, নিত্য, অজ, অদ্বিতীয় এবং আপনিই আপনাকে জানিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে নিত্যানিত্য কোন শব্দই প্রযুক্ত হইতে পারে না। যাঁহাকে শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য, তাঁহাকে জানিতে হইলে কেবল "তিনি এইরূপ" এই প্রকার চিন্তারই আবশ্যক দেখিতেছি, তাঁহাকে নিত্য বা অনিত্য বলিয়া উক্তি করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ শব্দ তাঁহার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, একমাত্র বিবেকই তাঁহাকে

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া॥ ৬১॥
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং চিত্তং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ॥ ৬২॥
স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ স্বপ্নে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা॥৬৩॥

ইত্যর্থঃ। ইদমেবমিতি বিবেকো বিবেক্তৃতা তত্র নিত্যোঽনিত্য ইতি নোচ্যতে। যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইতি শ্রুতেঃ॥ ৬০॥

যৎপুনর্ব্বাগ্‌গোচরত্বং পরমার্থতোঽদ্বয়স্য বিজ্ঞানমাত্রস্য তন্মনসঃ স্পন্দনমাত্রং ন পরমার্থত ইত্যুক্তার্থৌ শ্লোকৌ॥ ৬১-৬২॥

ইতশ্চ বাগ্‌গোচরস্যাভাবো দ্বৈতস্য স্বপ্নান্ পশ্যতীতি স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ পর্য্যটন্ স্বপ্নে স্বপ্নস্থানে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্ বর্ত্তমানান্ জীবান্ প্রাণি-

---

প্রকাশ করিতে সমর্থ। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, সেই ব্রহ্ম হইতে শব্দ সকল নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ শব্দ সকল প্রযুক্ত হইয়াও তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে॥ ৬০॥

যে মায়া বলে অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ চিত্ত স্বপ্নযোগে দ্বৈতবৎ আভাসমান হইয়া সঞ্চারিত হয়, জাগরিতেও সেই মায়া দ্বারাই দ্বৈতভাব আভাসমান হইয়া সঞ্চরণ করে। পরমার্থতঃ অদ্বয় আত্মা যে বাক্য প্রয়োগের বিষয়ীভূত বলিয়া বোধকরিয়া থাকে, তাহা কেবল মায়ার স্পন্দনমাত্র, উহা প্রকৃত নহে। ৬১॥

বস্তুতঃ অদ্বয় চিত্তই যে স্বপ্নে দ্বৈতানুভব করে, তাহার আর সংশয় নাই এবং জাগ্রৎকালেও সেই অদ্বয় চিত্তই যে দ্বৈত অনুভব করিয়া থাকে তাহাও নিঃসন্দেহ। ৬২॥

স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তি স্বপ্ন কালে সঞ্চরণ করিতে করিতে দশদিকে যে সকল অণ্ডজ, স্বেদজ ইত্যাদি জীবকে সর্ব্বদা অবস্থিত দেখিতেছে,

স্বপ্নদৃক্ চিত্তদৃশ্যাস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং স্বপ্নদৃক্ চিত্তমিষ্যতে ॥ ৬৪ ॥
চরন্ জাগরিতে জাগ্রদ্দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা ॥৬৫॥
জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে ॥ ৬৬ ॥

নোঽণ্ডজান্ স্বেদজান্ বা যান্ সদা পশ্যতীতি। যদ্যেবং ততঃ কিমুচ্যতে ॥ ৬৩ ॥

স্বপ্নদৃশশ্চিত্তং স্বপ্নদৃক্চিত্তং তেন দৃশ্যাস্তে জীবাঃ ততস্তস্মাৎ স্বপ্নদৃক্‌চিত্তাৎ পৃথক্ ন বিদ্যন্তে ন সন্তীত্যর্থঃ। চিত্তমেব তর্হি ন জীবাদিভেদাকারেণ বিকল্প্যতে। তথা তদপি স্বপ্নদৃক্চিত্তমিদং তদ্দৃশ্যমেব তেন স্বপ্নদৃশা দৃশ্যত্বদৃশ্যম্ অতঃ স্বপ্নদৃগ্‌ব্যতিরেকেণ চিত্তং নাম নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

জাগ্রতো দৃশ্যা জীবাস্তচ্চিত্তাব্যতিরিক্তাশ্চিত্তেক্ষণীয়ত্বাৎ স্বপ্নদৃক্চিত্তেক্ষণীয়জীববৎ। তচ্চ জীবেক্ষণাত্মকচিত্তং দ্রষ্টুরব্যতিরিক্তং দৃষ্টদৃশ্যত্বাৎ স্বপ্নচিত্তবৎ। উক্তার্থমন্যৎ ॥ ৬৫-৬৬ ॥

উহারা স্বপ্ন দর্শনকারীর নিজ চিত্তেরই দৃশ্যমাত্র, বাস্তবিক তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন বিদ্যমান বস্তুই নহে। সেইরূপ স্বপ্ন দর্শনকারীর চিত্তও চিত্তেরই দৃশ্য মাত্র, উহা প্রকৃত নহে। স্বপ্ন দর্শনকারী চিত্ত ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র আর কোন চিত্ত থাকিতে পারে না, তদ্ব্যতিরিক্ত যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা কখনও সত্য নহে ॥ ৬৩-৬৪ ॥

স্বপ্নাবস্থার ন্যায় জাগরিতাবস্থায়ও জাগ্রৎ চিত্ত দশদিকে যে সকল স্বেদজ অণ্ডজ প্রভৃতি জীবকে সর্ব্বদা অবস্থিত দেখিতে পায়, তাহারাও জাগরিত চিত্তেরই দর্শনীয় মাত্র। জাগ্রৎ চিত্তের দৃশ্যমাত্র ভিন্ন, তাহাহইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। পূর্ব্বোক্তরূপে স্বপ্ন দর্শনকারী চিত্তের ন্যায় জাগরিতে দর্শনকারী চিত্তও চিত্তেরই দৃশ্যমাত্র, অর্থাৎ জীবদর্শনাত্মকচিত্তদ্রষ্টা, চিত্ত

উভে হ্যন্যোন্যদৃশ্যেতে কিন্তদস্তীতি চোচ্যতে।
লক্ষণাশূন্যমুভয়ং তন্মতে নৈব গৃহ্যতে ॥ ৬৭ ॥
যথা স্বপ্নময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ৬৮ ॥

জীবচিত্তে উভে চিত্তচেত্যে তে অন্যোন্যদৃশ্যে ইতরেতরগম্যে। জীবাদিবিষয়াপেক্ষং হি চিত্তং নাম ভবতি। চিত্তাপেক্ষং হি জীবাদিদৃশ্যম্। অতস্তেঽন্যোন্যদৃশ্যে। তস্মান্ন কিঞ্চিতদস্তীতি চোচ্যতে চিত্তং বা চিত্তেক্ষণীয়ং বা। কিন্তদস্তীতি বিবেকিনোচ্যতে। ন হি স্বপ্নে হস্তী হস্তিচিত্তং বা বিদ্যতে তথেহাপি বিবেকিনামিত্যভিপ্রায়ঃ। কথং লক্ষণাশূন্যং লক্ষ্যতেঽনয়েতি লক্ষণা প্রমাণং প্রমাণশূন্যমুভয়ং চিত্তং চেত্যং দ্বয়ং যতঃ তন্মতে নৈব তচ্চিত্ততয়ৈব তৎ গৃহ্যতে। ন হি ঘটমতিং প্রত্যাখ্যায় ঘটো গৃহ্যতে নাপি ঘটং প্রত্যাখ্যায় ঘটমতিঃ। ন হি তত্র প্রমাণপ্রমেয়ভেদঃ শক্যতে কল্পয়িতুমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

মায়াময়ো মায়াবিনা যঃ কৃতঃ নির্ম্মিতকো মন্ত্রৌষধ্যাদিভির্নিষ্পাদিতঃ।

হইতে পৃথক নহে, যেহেতু উহাও স্বপ্নে চিত্তের ন্যায় দর্শনকারী চিত্তের দৃশ্য হইতেছে ॥ ৬৫-৬৬ ॥

জীব ও জীবদর্শনকারী চিত্ত, ইহারা উভয়েই একে অন্যের বোধক হইতেছে। জীবাদি বিষয় যেমন চিত্তকে অপেক্ষা করে, জীবাদিপ্রত্যক্ষে চিত্তও সেইরূপ জীবাদিকে অপেক্ষা করিতেছে। তবে কেমন করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যমান বলিয়া উক্তি করিতে চাও। অতএব বলিতেছি, জীবদর্শনকারী চিত্ত, কি চিত্তদৃশ্য জীবাদি, কিছু বিদ্যমান নহে। তবে বিবেকীরা আছে বলিয়া কেন বলিতেছেন? তাহা নহে। যেমন স্বপ্নে হস্তী বা হস্তিচিত্ত আছে বলিয়া উক্তি করি, এস্থলেও বিবেকীরা সেইরূপেই আছে বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট জীব সকলের জন্ম কি মৃত্যু কিছুই হয় না, সেইরূপ বিদ্যমান মনুষ্যাদি জীবগণেরও জন্ম বা মৃত্যু কিছুই সম্ভব নহে। তাহা-

যথা মায়াময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥ ৬৯॥
যথা নির্ম্মিতকো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি বা।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥ ৭০॥
ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে॥ ৭১ ॥

স্বপ্নমায়ানির্ম্মিতকা অণ্ডজাদয়ো জীবা যথা জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ তথা মনুষ্যাদিলক্ষণা অবিদ্যমানা এব চিত্তবিকল্পনামাত্রা ইত্যর্থঃ॥ ৬৮॥ ৬৯॥ ৭০॥

ব্যবহারসত্যবিষয়জীবানাং জন্মমরণাদিঃ স্বপ্নাদিজীববদিত্যুক্তং উত্তমস্তু পরমার্থসত্যং ন কশ্চিজ্জায়তে জীব ইতি। উক্তার্থমন্যৎ॥ ৭১॥

দিগের বিদ্যমানতা কেবল চিত্তেরই বিকল্পনা মাত্র, বস্তুতঃ সর্ব্বৈব মিথ্যা॥ ৬৮॥

যেমন ঐন্দ্রজালিকের মায়া (অর্থাৎ ভেল্কী) দ্বারা প্রদর্শিত জীব, বৃক্ষাদি বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় না এবং নাশও পায় না, তদ্রূপ বিদ্যমান জীব বৃক্ষাদিও যথার্থতঃ জন্মিয়া থাকে না এবং ধ্বংসও প্রাপ্ত হয় না। জগতে কোন বস্তুরই বাস্তবিক জন্ম বা নাশ নাই। ঐন্দ্রজালিক জীব ও বৃক্ষাদি যেমন উৎপন্ন বা বিনষ্ট না হইয়াও উৎপন্ন ও বিনষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়। জগতের বিদ্যমান জীব, বৃক্ষাদিও বাস্তবিক উৎপন্ন বা বিনষ্ট না হইয়াও অবিদ্যাবশতঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট বলিয়া বোধ হইয়া থাকে॥ ৬৯॥

যেরূপে ঐন্দ্রজালিকেরা মন্ত্র ও ঔষধাদিপ্রয়োগ দ্বারা জীবসমূহ নির্ম্মিত করিয়া তাহাদিগের জন্ম ও মৃত্যু প্রদর্শন করে, সেইরূপ মায়া বলেই বিদ্যমান বস্তু সকল কেবল দেখিতেই জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইতেছে, বাস্তবিক জীবাদি বস্তু সকলের জন্ম বা মৃত্যু কিছুই নাই॥ ৭০॥

কোন জীবই জন্মে না এবং জগতে কোন বস্তুই জন্মিয়া বিদ্যমান থাকে না, এই মতই শ্রেষ্ঠ কল্প। কেবল লৌকিক ব্যবহারেই জীবাদি বস্তুর জন্ম ও মৃত্যু পরিকল্পিত হইয়া থাকে॥ ৭১॥

চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহ্যগ্রাহকবদ্দ্বয়ম্।
চিত্তং নির্ব্বিষয়ং নিত্যমসঙ্গন্তেন কীর্ত্তিতম্॥ ৭২॥
যোঽস্তি কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাস্ত্যঽসৌ।
পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা স্যান্নাস্তি পরমার্থতঃ॥ ৭৩॥

সর্ব্বং গ্রাহ্যগ্রাহকবৎ চিত্তস্পন্দিতমেব দ্বয়ং চিত্তং পরমার্থত আত্মৈবেতি নির্ব্বিষয়ন্তেন নির্ব্বিষয়ত্বেন নিত্যমসঙ্গং কীর্ত্তিতম্। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি শ্রুতেঃ। সবিষয়স্য হি বিষয়ে সঙ্গঃ। নির্ব্বিষয়ত্বাচ্চিত্তমসঙ্গ ইত্যর্থঃ॥ ৭২॥

নন্থ নির্ব্বিষয়ত্বেন চেদসঙ্গত্বং চিত্তস্য ন নিঃসঙ্গতা ভবতি যস্মাচ্ছাস্ত্রা শাস্ত্রং শিষ্যশ্চেত্যেবমাদিভির্ব্বিষয়স্য বিদ্যমানত্বাৎ। নৈষ দোষঃ। কস্মাৎ যঃ পদার্থঃ শাস্ত্রাদির্ব্বিদ্যতে স কল্পিতসংবৃত্যা। কল্পিতা চ যা পরমার্থ প্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন সংবৃতিশ্চ সা তয়াঽস্তি পরমার্থেন নাস্ত্যঽসৌ ন বিদ্যতে। জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যত ইত্যুক্তম্। যশ্চ পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা

গ্রাহ্যগ্রাহক ভাবে যে দ্বৈতজ্ঞান হয়, উহা কেবল চিত্তের স্পন্দনমাত্র, কারণ চিত্ত নিত্য ও বিষয় রহিত। আত্মজ্ঞান ভিন্ন তাহার আর চিন্তনীয় অন্য কিছুই নাই। এইজন্যই চিত্ত অসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়রহিত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যা বলে চিত্ত স্পন্দিত হইয়াই গ্রাহ্যগ্রাহক ভাব কল্পনা করে, কিন্তু তাহা চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ গুণ নহে। আত্মচিন্তনই কেবল চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম॥ ৭২॥

যদি বল, চিত্ত নির্ব্বিষয় বলিয়াই যে তাহাকে অসঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহাও সুসঙ্গত নহে। কারণ শাস্ত্র, অশাস্ত্র এবং শিষ্য ইত্যাদি সকলই চিত্তের বিষয় হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাকে নির্ব্বিষয় বলা যায় না, ইহাও বলিতে পার না। যেহেতু শাস্ত্রাদি যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা কল্পিতমাত্র, বাস্তবিক উহা কিছুই নহে। কারণ যে পদার্থ পরতন্ত্রনিষ্পন্ন, তাহা পরমার্থ নহে। অতএব চিত্তই অসঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৭৩॥

অজঃ কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাপ্যজঃ।
পরতন্ত্রোঽভিনিষ্পত্ত্যা সংবৃত্যা জায়তে তু সঃ ॥ ৭৪ ॥
অভূতাভিনিবেশোঽস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে।
দ্বয়াভাবং স বুদ্ধৈব নির্নিমিত্তো ন জায়তে ॥ ৭৫ ॥

পরশাস্ত্রব্যবহারেণ স্যাৎ পদার্থঃ স পরমার্থতো নিরূপ্যমাণো নাস্ত্যেব। তেন যুক্তমুক্তমসঙ্গং তেন কীর্ত্তিত মিতি ॥ ৭৩ ॥

নন্বু শাস্ত্রাদীনাং সংবৃতিত্বে অজ ইতীয়মপি কল্পনা সংবৃতিঃ স্যাৎ। সত্যমেবং শাস্ত্রাদিকল্পিতসংবৃত্যৈবাজ ইত্যুচ্যতে। পরমার্থেন নাপ্যজঃ। যস্মাৎ পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা পরশাস্ত্রসিদ্ধমপেক্ষ্য যোঽজ ইত্যুক্তঃ স সংবৃত্যা জায়তে। অতোঽজ ইতীয়মপি কল্পনা পরমার্থবিষয়ৈনৈব ক্রমত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

যস্মাদসদ্বিষয়স্তস্মাদসত্যভূতে দ্বৈতেঽভিনিবেশোঽস্তি কেবলমভিনিবেশ আগ্রহ মাত্রং দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে। মিথ্যাঽভিনিবেশমাত্রঞ্চ জন্মনঃ কারণং যস্মাত্তস্মাদ্দ্বয়াভাবং বুদ্ধা নির্নিমিত্তো নিবৃত্তমিথ্যাদ্বয়াভিনিবেশো যঃ স ন জায়তে ॥ ৭৫ ॥

এস্থলে ইহাও আপত্তি হইতে পারে, যদি শাস্ত্রবিশেষের কল্পনা দ্বারা অবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে শাস্ত্রান্তরের কল্পিত বলিয়া "আত্মা অজ" ইহাও অবিদ্যা কল্পিত বলি। পরমার্থতঃ আত্মা অজ নহেন এবং পরকীয় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুরোধেই আত্মাকে অজ বলা হইয়াছে ॥৭৪॥

পূর্ব্বপূর্ব্ব যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা বিষয় যে অসৎ; তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যেহেতু বিষয়সকল অসৎ, অতএব অসত্যভূত দ্বৈতজ্ঞান কেবল অভিনিবেশ মাত্র; বাস্তবিক দ্বৈতজাত মিথ্যা। দ্বৈতেতে মিথ্যা অভিনিবেশই জন্মের কারণ, যখন সেই দ্বৈতাভিনিবেশই মিথ্যা হইল, তখন জগতের উৎপত্তিও মিথ্যা হইল। কারণ নিমিত্ত ভিন্ন কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ৭৫ ॥

যদা ন লভতে হেতূনুত্তমাধমমধ্যমান্।
তদা ন জায়তে চিত্তং হেত্বভাবে ফলং কুতঃ॥ ৭৬॥

জাত্যাশ্রমবিহিতা আশীর্ব্বর্জ্জিতৈরনুষ্ঠীয়মানাৎ ধর্ম্মাদ্দেবত্বাদিপ্রাপ্তিহেতবে উত্তমাঃ কেবলাশ্চ। ধর্ম্মাধর্ম্মব্যামিশ্রা মনুষ্যত্বাদিপ্রাপ্ত্যর্থা মধ্যমাঃ তির্য্যগাদিপ্রাপ্তিনিমিত্তা অধর্ম্মলক্ষণাঃ প্রবৃত্তিবিশেষাশ্চাধমাঃ। তানুত্তমমধ্যমাধমানবিদ্যাপরিকল্পিতান্ যদা একমেবাদ্বিতীয়মাত্মতত্ত্বং সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতং জানন্ন লভতে ন পশ্যতি যথা বালৈর্দৃশ্যমানং গগনে মলং বিবেকী ন পশ্যতি তদ্বত্তদা ন জায়তে নোৎপদ্যতে চিত্তং দেবাদ্যাকারৈরুত্তমাধমমধ্যমফলরূপেণ। ন হ্যসতি হেতৌ ফলমুৎপদ্যতে বীজাদ্যভাব ইব শস্যাদিঃ॥ ৭৬॥

জাত্যাশ্রমবিহিত অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম্ম হইতে দেবত্বাদি প্রাপ্তির যে কারণ, তাহাকে উত্তম হেতু বলা যায়, ধর্ম্মাধর্ম্মমিশ্র মনুষ্যত্বাদি প্রাপ্তির যে হেতু, তাহাই মধ্যম হেতু এবং তির্য্যগাদি প্রাপ্তির কারণীভূত অধর্ম্ম লক্ষণ যে প্রবৃত্তি, তাহাই অধমহেতু মধ্যে গণ্য হয়। উক্ত ত্রিবিধ হেতুই অবিদ্যা পরিকল্পিত। "যখন উক্ত উত্তম, মধ্যম ও অধম এইতিন প্রকার হেতুই মিথ্যা, কেবল সর্ব্বকল্পনা পরিবর্জ্জিত একমাত্র আত্মতত্ত্বই সত্য, তখন এইরূপ জ্ঞান হইয়া দ্বৈত বুদ্ধি তিরোহিত হইবে। যেমন বালকেরাই আকাশকে সমল দর্শন করে, কিন্তু বিবেকীরা কখনও আকাশকে সমল জ্ঞান করে না, সেইরূপ অজ্ঞানীরাই ত্রিবিধ হেতুকে সত্যজ্ঞান করে, জ্ঞানিগণ ঐ ত্রিবিধ হেতুকে অসৎ বলিয়া জানে, তখন আর চিত্তের উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ দেবত্বাদি প্রাপ্তির কারণীভূত হেতুত্রয়ের অসত্যতাজ্ঞানে দেবত্বাদি প্রাপ্তি বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কখনও হেতুর অভাবে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যেমন বীজের অভাবে শস্যের উৎপত্তি অসম্ভব, সেইরূপ ত্রিবিধ কারণের অভাবে চিত্তের উৎপত্তিও হইতে পারে না॥ ৭৬॥

অনিমিত্তস্য চিত্তস্য যানুৎপত্তিঃ সমাঽদ্বয়া।
অজাতস্যৈব সর্ব্বস্য চিত্তদৃশ্যং হি তদ্যতঃ॥ ৭৭॥
বুদ্ধ্বা নিমিত্ততাং সত্যাং হেতুং পৃথগনাপ্নুবন্।
বীতশোকং তথা কামমভয়ং পদমশ্নুতে॥ ৭৮॥

হেত্বভাবে চিত্তং নোৎপদ্যত ইতি হ্যুক্তম্। সা পুনরনুৎপত্তিশ্চিত্তস্য কীদৃশীতি। উচ্যতে পরমার্থদর্শনেন নিরস্তধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যোৎপত্তিনিমিত্ত-স্যানিমিত্তস্য চিত্তস্যেতি যা মোক্ষাখ্যানুৎপত্তিঃ সা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাসু সমা নির্ব্বিশেষাঽদ্বয়া চ। পূর্ব্বমপ্যজাতস্যৈবানুৎপন্নস্য চিত্তস্য সর্ব্বস্যাদ্বয়স্যে-ত্যর্থঃ। যস্মাৎ প্রাগপি বিজ্ঞানাচ্চিত্তদৃশ্যং ততঃ দ্বয়ং জন্ম চ তস্মাদজাতস্য সর্ব্বস্য সর্ব্বদা চিত্তস্য সমাঽদ্বয়ৈবানুৎপত্তির্ন পুনঃ কদাচিদ্ভবতি কদাচিদ্বা ন ভবতি সর্ব্বদৈকরূপৈবেত্যর্থঃ॥ ৭৭॥

যথোক্তেন ন্যায়েন জন্মনিমিত্তস্য দ্বয়াভাবাদনিমিত্ততাঞ্চ সত্যাং পরমা-র্থরূপাং বুদ্ধ্বা হেতুং ধর্ম্মাদিকারণং দেবাদিযোনিপ্রাপ্তয়ে পৃথগনাপ্নুবন্ননু-

---

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, ত্রিবিধহেতুর অভাবে চিত্তের উৎপত্তি হয় না। অতএব সেই চিত্তের অনুৎপত্তি কিরূপ, এই শ্লোকে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—পরমার্থ দর্শনদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে মোক্ষস্বরূপ যে চিত্তের অনুৎপত্তি, অর্থাৎ মোক্ষলাভ হইলে যে সর্ব্ববিষয়ে অপ্রবৃত্তি হয়, এই অপ্রবৃত্তি সর্ব্বাবস্থাতেই সমভাবে থাকে। তখন চিত্ত একরূপ অবস্থাকে আশ্রয় করে, তাহার কোনরূপ ভাবান্তর হয় না। যেহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে চিত্তই দ্বৈতভাব দর্শন করে। অতএব চিত্তের সেই অনুৎপত্তি একরূপ হইয়া থাকে। কখন বা উৎপন্ন এবং কখন বা অনুৎ-পন্ন এইরূপ হয় না॥ ৭৭॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জন্মের কারণীভূত দ্বৈতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া কেবল পরমার্থই সত্য, এইরূপ জানিতে পারিলে দেবত্বাদি প্রাপ্তির ত্রিবিধ হেতুর প্রত্যেকের অনিত্যত্বজ্ঞান হইলে কামশোকাদি বর্জ্জিত অবিদ্যা রহিত অভয়পদ লাভ হইয়া থাকে। পরন্তু পুনর্ব্বার তাহাকে সংসারে

অভূতাভিনিবেশাদ্ধি সদৃশে তৎ প্রবর্ত্ততে।
বস্ত্বভাবং স বুদ্ধৈব নিঃসঙ্গং বিনিবর্ত্ততে ॥ ৭৯ ॥
নিবৃত্তস্যাপ্রবৃত্তস্য নিশ্চলা হি তদা স্থিতিঃ।
বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎসাম্যমজমদ্বয়ম্ ॥ ৮০ ॥

পাদদানস্ত্যক্তবাহৈষণঃ সন্ কামশোকাদিবর্জ্জিতমবিদ্যাদিরহিমভয়ম্পদ-মশ্নুতে পুনর্ন জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

যস্মাদভূতাভিনিবেশাদসতি দ্বয়েঽদ্বয়াস্তিত্বনিশ্চয়োঽভূতানিবেশস্তস্মাদ-বিদ্যাব্যামোহরূপাদ্ধিসদৃশে তদনুরূপে তচ্চিত্তং প্রবর্ত্ততে। তস্য দ্বয়স্য বস্তুনোঽভাবং যদা বুদ্ধবাংস্তদা তস্মান্নিঃসঙ্গং নিরপেক্ষং সদ্বিনিবর্ত্ততেঽ-ভূতাভিনিবেশবিষয়াৎ ॥ ৭৯ ॥

নিবৃত্তস্য দ্বৈতবিষয়াদ্বিষয়ান্তরে চাপ্রবৃত্তস্যাভাবদর্শনেন চিত্তস্য নিশ্চলা চলনবর্জ্জিতা স্বরূপৈব তদা স্থিতির্যৈষা ব্রহ্মরূপা স্থিতিশ্চিত্তস্যা

জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। তখন অব্যয় পদলাভ করিয়া অনন্তকাল পরমানন্দভোগ হইতে থাকে এবং অবিদ্যার বিনাশ হইয়া তজ্জনিত ভয়শোকাদি বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭৮ ॥

কখন সেই অভয়পদ প্রাপ্তি হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যখন পুরুষের দ্বৈতভাবের নিবৃত্তি হইয়া অদ্বৈত বুদ্ধি স্থিরীভূত হয়, তখন পুরুষ এই জগৎকে অসারজ্ঞান করিলে তাহার চিত্ত নিঃসঙ্গরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কোনরূপেও আর সেই পুরুষের এই অসৎ জগতের অভিনিবেশে প্রবৃত্তি হয় না। তখনই নিত্যানন্দপ্রদ অবিদ্যাজনিতশোকমোহ-রহিত অভয়পদপ্রাপ্তি হয় ॥ ৭৯ ॥

যিনি দ্বৈতবুদ্ধি নিবৃত্তি করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন এবং বিষয় সকলকে অসার জানিয়া আর বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত হয়েন না, তাঁহার চিত্ত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। এইরূপ চিত্তের অবস্থানকে ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি বলে। তখন চিত্তে কেবল ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ রসেরই আস্বাদন হইতে থাকে। কোনরূপে তাহার চিত্ত অন্যত্র সমাশক্ত হয়

অজমনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতম্ভবতি স্বয়ম্।
সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ধর্ম্মো ধাতুঃ স্বভাবতঃ ॥ ৮১ ॥
সুখমাব্রিয়তে নিত্যং দুঃখং বিব্রিয়তে সদা।
যস্য কস্য চ ধর্ম্মস্য গ্রহেণ ভগবানসৌ ॥ ৮২ ॥

দ্বয়বিজ্ঞানৈকরসঘনলক্ষণা। স হি যস্মাদ্বিষয়গোচরঃ পরমার্থদর্শিনাং বুদ্ধানাং তস্মাত্তৎসাম্যং পরং নির্ব্বিশেষমজমদ্বয়ঞ্চ ॥ ৮০ ॥

পুনরপি কীদৃশশ্চাঽসৌ বুদ্ধানাং বিষয় ইত্যাহ। স্বয়মেব তৎপ্রভাতং ভবতি নাদিত্যাদ্যপেক্ষং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবমিত্যর্থঃ। সদৈব বিভাত ইত্যেতৎ। এষ এবং লক্ষণ আত্মাখ্যো ধর্ম্মো ধাতুঃ স্বভাবতো বস্তু স্বভাবত ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

এবমুচ্যমানমপি পরমার্থতত্ত্বং কস্মাৎ লৌকিকৈর্ন গৃহ্যতে ইত্যুচ্যতে। যস্মাৎ যস্য কস্যচিৎ দ্বয়বস্তুনো ধর্ম্মস্য গ্রহেণ গ্রহণাবেশেন মিথ্যাভিনিবিষ্টতয়া সুখমাব্রিয়তেঽনায়াসেনাচ্ছাদ্যত ইত্যর্থঃ। অদ্বয়োপলব্ধিনিমিত্তং হি তত্রাবরণং ন যত্নান্তরমপেক্ষতে। দুঃখশ্চ বিব্রিয়তে প্রকটীক্রিয়তে। পরমার্থজ্ঞানস্য দুর্ল্লভত্বাৎ। ভগবানসাবাত্মাঽদ্বয়ো দেব ইত্যর্থঃ। অতো

না, সর্ব্বপ্রকার কল্পনাই তিরোহিত হইয়া যায়। একমাত্র ব্রহ্মই চিত্তের বিষয়ীভূত থাকেন, ইহাই চিত্তের সাম্যাবস্থা ॥ ৮০ ॥

যিনি পরমার্থদর্শিদিগের চিত্তের বিষয়, সেই পরমাত্মার জন্ম নাই, নিদ্রা নাই এবং স্বপ্ন নাই। তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, অতএব তিনি স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রকাশে সূর্য্যাদির প্রকাশের অপেক্ষা নাই। তিনি সর্ব্বদা আপনজ্যোতিঃপ্রভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত আত্মাই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিদিগের চিত্তের একমাত্র বিষয় ॥ ৮১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যেরূপ আত্মতত্ত্ব নিরূপিত হইল, তাহা লৌকিকে পরিগৃহীত হয় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেহেতু লোক সকল যে কোন দ্বৈতপদার্থের মিথ্যা অভিনিবেশে নিবিষ্ট থাকিয়া অলীক সুখে মুগ্ধ থাকে, সেই সুখই পরমাত্মাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তীতি নাস্তি বা পুনঃ।
চলস্থিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ ॥ ৮৩ ॥

বেদান্তৈরাচার্য্যৈশ্চ বহুশ উচ্যমানোঽপি নৈব জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ। আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধেতি শ্রুতেঃ ॥ ৮২ ॥

অস্তি নাস্তীত্যাদি সূক্ষ্মবিষা অপি পণ্ডিতানাং গ্রহা ভগবতঃ পরমাত্মন আবরণা এব কিমুত মূঢ়জনবুদ্ধিলক্ষণা ইত্যেবমর্থং প্রদর্শয়ন্নাহ। অস্তীতি অস্ত্যাত্মেতি বাদী কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে। নাস্তীত্যপরো বৈনাশিকঃ। অস্তি নাস্তীত্যপরোঽর্দ্ধবৈনাশিকঃ সদসদ্বাদী দিগ্বাসাঃ। নাস্তি নাস্তীত্যত্যন্তশূন্যবাদী। তত্রাস্তিভাবশ্চলঃ ঘটাদ্যনিত্যবিলক্ষণত্বাৎ। নাস্তিভাবঃ স্থিরঃ সদা বিশেষত্বাৎ। উভয়শ্চলস্থিরবিষয়ত্বাৎ সদসদ্ভাবোঽভাবোঽত্যন্তাভাবঃ। প্রকারচতুষ্টয়স্যাপি তৈরেতৈশ্চলস্থিরোভয়াভাবৈঃ সদসদাদিবাদী সর্ব্বোঽপি ভগবন্তমাবৃণোত্যেব বালিশোঽবিবেকী। যদ্যপি পণ্ডিতো বালিশ এব পরমার্থতত্ত্বানববোধাৎ কিমু স্বভাবমূঢ়ো জন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

অজ্ঞানোপলব্ধি নিমিত্ত আবরণ কোন যত্ন অপেক্ষা করে না এবং সর্ব্বদা তাহাতে দুঃখ প্রকটীভূত হইতেছে। অতএব পরমার্থজ্ঞান অতিদুর্ল্লভবিধায় বেদান্তশাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা আচার্য্যগণ পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিলেও ভগবান আত্মাকে সহজে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ৮২ ॥

"আত্মা আছেন, কি নাই" ইত্যাদি অভিনিবেশ পণ্ডিতবর্গের পক্ষেও ভগবান আত্মার আবরণ হইয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞানমূঢ়, তাহাদিগের পক্ষে অজ্ঞানই আত্মার আবরণস্বরূপ, কোন কোন বাদীরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, বৈনাশিক (বিনাশবাদী) আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। আর যাহারা অর্দ্ধবৈনাশিক সদসদ্বাদী, তাহারা কখন আত্মার অস্তিত্বস্বীকার করেন, কখন বা আত্মার অস্তিত্বই মানেন না। আর যাঁহারা শূন্যবাদী তাঁহারা "আত্মা নাই" এই কথা বলিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে আত্মার অস্তিত্বভাব চঞ্চল, নাস্তিত্বভাব স্থির, অস্তি ও নাস্তি এই উভয়ভাব চঞ্চল ও

কোট্যশ্চতস্র এতাস্তু গ্রহৈর্যাসাং সদা বৃতঃ।
ভগবানাভিরস্পৃষ্টো যেন দৃষ্টঃ স সর্ব্বদৃক্ ॥ ৮৪ ॥
প্রাপ্য সর্ব্বজ্ঞতাং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদমদ্বয়ম্।
অনাপন্নাদিমধ্যান্তং কিমতঃ পরমীহতে ॥ ৮৫ ॥

কীদৃক্ পুনঃ পরমার্থতত্ত্বং যদববোধাদবালিশঃ পণ্ডিতো ভবতীত্যাহ। কোট্যঃ প্রাবাদুকশাস্ত্রনির্ণয়ান্তা এতা উক্তা অস্তিনাস্তীত্যাদ্যাশ্চতস্রো যাসাং কোটীনাং গ্রহৈর্গ্রহণৈরুপলব্ধিনিশ্চয়ৈঃ সদা সর্ব্বদা আবৃত আচ্ছাদিতস্তেষামেব প্রাবাদুকানাং যঃ স ভগবান্ আভিরস্তিনাস্তীত্যাদিকোটিভিশ্চতসৃভিরস্পৃষ্টোঽস্ত্যাদিবিকল্পনাবর্জ্জিত ইত্যেতৎ। যেন মুনিনা দৃষ্টো জ্ঞাতো বেদান্তেষ্বৌপনিষদঃ পুরুষঃ স সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমার্থপণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

প্রাপৈ্যতাং যথোক্তাং কৃৎস্নাং সমস্তাং সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রাহ্মণ্যং পদং স ব্রাহ্মণঃ। এষ নিত্যো মহিমেতি শ্রুতেঃ। অনাপন্নাদিমধ্যান্তম্। আদি-

---

স্থির উভয়াত্মক ইত্যাদি ভাব সকলই ভগবান আত্মাকে আবরণ করিয়া রাখে; সুতরাং তাহাতেই আত্মজ্ঞান হইতে পারে না। ৮৩ ॥

যাঁহার জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা লোক সকল পণ্ডিত হইতে পারে, সেই আত্মতত্ত্ব কীদৃশ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত অস্তি নাস্তি ইত্যাদিভাব সকলের উপলব্ধি নিবন্ধন বাবদুক পণ্ডিতেরা সর্ব্বদা আবৃত রহিয়াছে, কিন্তু ভগবান্ আত্মাকে উক্ত অস্তি নাস্তি প্রভৃতি ভাব সকল স্পর্শ করিতে পারে না। যিনি সর্ব্ববিকল্পবর্জ্জিত এবং ভগবান পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ পরমার্থ পণ্ডিত ॥ ৮৪ ॥

যাঁহারা ব্রহ্মপরিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আজীবন কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদিযাগ কর্ত্তব্য কিনা? এই আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন।—যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইয়া উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়বিহীন অদ্বয় ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অতঃপর আর কাহার চেষ্টা করিবেন। ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইতে আর প্রধান পদ কি আছে? যে, তাহাতে চিত্তের শান্তি হইতে

বিপ্রাণাং বিনয়ো হ্যেষ শমঃ প্রাকৃত উচ্যতে।
দমঃ প্রকৃতিদান্তত্বাদেবং বিদ্বাঞ্ছমং ব্রজেৎ ॥ ৮৬ ॥
সবস্তু সোপলম্ভঞ্চ দ্বয়ং লৌকিকমিষ্যতে।
অবস্তু সোপলম্ভঞ্চ শুদ্ধং লৌকিকমিষ্যতে ॥ ৮৭ ॥

মধ্যান্তা উৎপত্তিস্থিতিলয়া অনাপন্না অপ্রাপ্তা যস্যাদ্বয়পদস্য ন বিদ্যন্তে তদনাপন্নাদিমধ্যান্তং ব্রাহ্মণ্যং পদম্। তদেব প্রাপ্য লব্ধ্বা কিমতঃ পরস্মাদাত্মলাভাদূর্দ্ধমীহতে চেষ্টতে নিষ্প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। নৈব তস্য কৃতেনার্থ ইত্যাদিগীতাস্মৃতেঃ ॥ ৮৫ ॥

বিপ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং বিনয়ো বিনীতত্বং স্বাভাবিকং যদেতদাত্মস্বরূপেণাবস্থানম্। এষ বিনয়ঃ শমোঽপ্যেষ এব প্রাকৃতঃ স্বাভাবিকোঽকৃতক উচ্যতে। দমোঽপ্যেষ এব প্রকৃতিদান্তত্বাৎ স্বভাবত এব চোপশান্তরূপত্বাদ্ব্রহ্মণঃ। এবং যথোক্তং স্বভাবোপশান্তং ব্রহ্ম বিদ্বাঞ্ছমং উপশান্তিং স্বাভাবিকীং ব্রহ্মস্বরূপেণাঽবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

এবমন্যোঽন্যবিরুদ্ধত্বাৎসংসারকারণানি রাগদ্বেষদোষাস্পদানি প্রাবাদুকানাং দর্শনানি। অতো মিথ্যাদর্শনানি তানীতি তদ্যুক্তিভিরেব দর্শ-

---

পারে। যখন ব্রহ্মবিজ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখনই ব্রহ্মবিজ্ঞানিদিগের অগ্নিহোত্রাদিযাগ নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানই ব্রহ্মবিজ্ঞানী পণ্ডিতগণের বিনয় এবং ইহাই প্রকৃত শম। চিত্ত ব্রহ্মবিষয়ে যে শান্তিলাভ করে, তাহাকেই অকৃত্রিম শম বলা যায়। উহাতে স্বভাবের দমন হয় বলিয়াই তাহাকে দমও বলিয়া থাকে। যাহার স্বরূপে অবস্থিত হইলেই শমদমাদি হয়, সেই পরব্রহ্মকে, জানিতে পারিলেই পণ্ডিতগণ শুভপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৮৬ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পরস্পর বিরুদ্ধ বাদিদিগের সংসারের কারণ সকল রাগদ্বেষাদি দোষে পরিদূষিত আছে, সেই সকলের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়া অস্তি নাস্তি ভাব বর্জ্জিত রাগদ্বেষাদিশূন্য স্বভাবশান্ত অদ্বৈত ব্রহ্ম দর্শনই সম্যক দর্শন, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইক্ষণ স্বকর্ত্তব্য প্রক্রিয়া

অবস্ত্বনুপলম্ভঞ্চ লোকোত্তরমিতি স্মৃতম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বিজ্ঞেয়ং সদা বুদ্ধৈঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৮৮॥

য়িত্বা চতুষ্কোটিবর্জ্জিতত্বাদ্রাগাদিদোষানাস্পদং স্বভাবশান্তমদ্বৈতদর্শনমেব সম্যগ্‌দর্শনমিত্যুপসংহৃতম্। অথেদানীং স্বপ্রক্রিয়াপ্রদর্শনার্থ আরম্ভঃ সবস্তু সংবৃতিঃ। সতা বস্তুনা সহ বর্ত্তত ইতি সবস্তু। তথা চোপলব্ধিরূপলম্ভঃ তেন সহ বর্ত্তত ইতি সোপলম্ভঃ। সোপলম্ভঞ্চ শাস্ত্রাদিসর্ব্বব্যবহারাস্পদং গ্রাহ্যগ্রাহকলক্ষণং দ্বয়ং লৌকিকং জাগরিতমিত্যেতৎ। এবংলক্ষণং জাগরিতমিষ্যতে বেদান্তেষু। অবস্তু সংবৃতেরপ্যভাবাৎ। সোপলম্ভং বস্তুবৎ উপলম্ভনমুপলম্ভোঽসত্যপি বস্তুনি তেন সহ বর্ত্তত ইতি সোপলম্ভঞ্চ। শুদ্ধং কেবলং প্রতিবিবিক্তং জাগরিতাৎ স্থূলাৎ লৌকিকং সর্ব্বপ্রাণিসাধারণত্বাদিষ্যতে স্বপ্ন ইত্যর্থঃ॥ ৮৭॥

অবস্ত্বনুপলম্ভঞ্চ গ্রাহ্যগ্রহণবর্জ্জিতমিত্যেতল্লোকোত্তরম্। অতএব লোকাতীতম্। গ্রাহ্যগ্রহণবিষয়ো হি লোকঃ তদভাবাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং সুষুপ্তমিত্যেতদেবং স্মৃতং সোপায়ম্পরমার্থতত্ত্বং লৌকিকম্। শুদ্ধং

দ্বারা অবস্থাত্রয়ের উপন্যাসপূর্ব্বক সেই অবস্থাবধারণার্থ অবস্থাদ্বয় প্রদর্শন করিতেছেন।—লৌকিক ব্যবহারে দুইটী অবস্থা প্রসিদ্ধ আছে, সবস্তু অর্থাৎ সমুদায় বস্তুরই গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহাকে জাগ্রদবস্থা বলে। এই অবস্থায় সকলই প্রত্যক্ষীভূত হয়। অপর অবস্থা সোপলম্ভ, অর্থাৎ বস্তু মাত্রেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহার নাম স্বপ্নাবস্থা। জাগ্রদবস্থায় সকল বস্তুর গ্রহণ ও উপলব্ধি দুইই হয়, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় বস্তুর গ্রহণ হয় না, কেবল উপলব্ধি মাত্র হইয়া থাকে॥ ৮৭॥

পূর্ব্বশ্লোকে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই অবস্থাদ্বয় কীর্ত্তন করিয়া এইক্ষণ সুষুপ্তি অবস্থা প্রদর্শন করিতেছেন।—সুষুপ্তি অবস্থাতে বস্তুর গ্রহণ বা উপলব্ধি কিছুই হয় না এবং গ্রাহ্যগ্রাহকভাবও থাকে না, অতএব এই অবস্থা লোকাতীত। সুষুপ্তিকালে গ্রাহ্যগ্রাহকভাব থাকে না, সুতরাং ইহা সর্ব্বপ্রবৃত্তির বীজস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই অবস্থাতে স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম কোন বস্তুই বিষয়ীভূত হয় না এবং ইন্দ্রিয় প্রয়োজন কিম্বা

জ্ঞানে চ ত্রিবিধে জ্ঞেয়ে ক্রমেণ বিদিতে স্বয়ম্।
সর্ব্বজ্ঞতা হি সর্ব্বত্র ভবতীহ মহাধিয়ঃ॥ ৮৯॥

লৌকিকং লোকোত্তরং ক্রমেণ যেন জ্ঞানেন জ্ঞায়তে তজ্জ্ঞানং জ্ঞেয়মেতান্যেব ত্রীণি। এতদ্ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়ানুপপত্তেঃ। সর্ব্বপ্রাবাদুককল্পিতবস্তুনোঽত্রৈবান্তর্ভাবাদ্বিজ্ঞেয়ং পরমার্থসত্যং তুর্য্যাখ্যমদ্বয়মজমাত্মতত্ত্বমিত্যর্থঃ। সদা সর্ব্বদৈতল্লৌকিকাদিবিজ্ঞেয়ান্তং বুদ্ধৈঃ পরমার্থদর্শিভির্ব্রহ্মবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৮৮॥

জ্ঞানে চ লৌকিকাদিবিষয়ে জ্ঞেয়ে চ লৌকিকাদৌ ত্রিবিধে চ পূর্ব্বং লৌকিকং স্থূলম্ তদভাবেন পশ্চাচ্ছুদ্ধং লৌকিকম্। তদভাবেন লোকোত্তরমিত্যেব ক্রমেণ স্থানত্রয়াভাবেন পরমার্থসত্যে তুর্য্যেঽদ্বয়েঽজেঽভয়ে বিদিতে স্বয়মেবাত্মস্বরূপমেব সর্ব্বজ্ঞতা। সর্ব্বশ্চাসৌ জ্ঞশ্চ সর্ব্বজ্ঞস্তদ্ভাবঃ সর্ব্বজ্ঞতা ইহাস্মিঁল্লোকে ভবতি মহাধিয়ো মহাবুদ্ধেঃ। সর্ব্বলোকাতিশয়বস্তুবিষয়বুদ্ধিত্বাদেবংবিদঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভবতি। সকৃদ্বিদিতে

বাসনাত্মক কোনরূপ উপলব্ধিই হইতে পারে না। তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিৎপণ্ডিতগণ সর্ব্বদা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও বিজ্ঞেয় ইহাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহাদ্বারা শুদ্ধ, লৌকিক ও লোকোত্তর বিষয় সকল জানা যায়, তাহাই জ্ঞান, লৌকিক ও লোকোত্তর এইত্রিবিধ বিষয় জ্ঞেয় এবং তুরীয় ব্রহ্ম অদ্বয় অজ পরমাত্মাই বিজ্ঞেয়॥ ৮৮॥

জ্ঞান ও ত্রিবিধ জ্ঞেয় বিষয় ক্রমতঃ পরিজ্ঞাত হইলেই সেই মহাবুদ্ধি ব্যক্তির সর্ব্বজ্ঞতা স্বয়ং উৎপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ লৌকিক বিষয় পরিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ অগ্রে লৌকিক স্থূল বিষয়ের জ্ঞান হইয়া সেই লৌকিক স্থূলবিষয়ের অভাব হইলে শুদ্ধলৌকিকের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। অনন্তর শুদ্ধলৌকিকের অভাবে লোকাতীত বিজ্ঞয়ের জ্ঞান হয়। এইরূপে ক্রমতঃ স্থানত্রয়ের অভাব হইয়া পরমার্থ সত্য অজ অদ্বয় পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। সেই মহাবুদ্ধি ব্যক্তির ইহ লোকে কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকে না। এই জ্ঞান যে, একবার মাত্র হয়, তাহা নহে; সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে॥ ৮৯॥

হেয়জ্ঞেয়াপ্যপাক্যানি বিজ্ঞেয়ান্যগ্রযাণতঃ।
তেষামন্যত্র বিজ্ঞেয়াদুপলম্ভস্ত্রিষু স্মৃতঃ॥ ৯০ ॥

স্বরূপে ব্যভিচারাভাবাদিতার্থঃ। নহি পরমার্থবিদো জ্ঞানোদ্ভবাভিভবৌ স্তো যথাহন্যেষাং প্রাবাদুকানাম্॥ ৮৯॥

লৌকিকাদীনাং ক্রমেণ জ্ঞেয়ত্বেন নির্দ্দেশাদস্তিত্বাশঙ্কা পরমার্থতো মাভূদিত্যাহ। হেয়ানি চ লৌকিকাদীনি ত্রীণি জাগরিতস্বপ্নসুষুপ্তান্যা-ত্মন্যসত্ত্বেন রজ্জ্বাং সর্পবদ্ধাতব্যানীত্যর্থঃ। জ্ঞেয়মিহ চতুষ্কোটিবর্জ্জিতং পরমার্থতত্ত্বম্। আপ্যান্যাপ্তব্যানি ত্যক্তবাহ্যৈষণাত্রয়েণ ভিক্ষুণা পাণ্ডিত্য-বাল্যমৌনাখ্যানি সাধনানি। পাক্যানি রাগদ্বেষমোহাদয়ো দোষাঃ কষা-য়াখ্যানি পক্তব্যানি। সর্ব্বাণ্যেতানি হেয়জ্ঞেয়াপ্যপাক্যানি বিজ্ঞেয়ানি ভিক্ষুণা উপায়ত্বেনেত্যর্থঃ। অগ্রযাণতঃ প্রথমতস্তেষাং হেয়াদীনামন্যত্র বিজ্ঞেয়াৎ পরমার্থসত্যং বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মৈকং বর্জ্জয়িত্বা। উপলম্ভনমুপলম্ভো-হবিদ্যাকল্পনামাত্রম্। হেয়াপ্যপাক্যেষু ত্রিষ্বপি স্মৃতো ব্রহ্মবিদ্ভির্ন পরমার্থ-সত্যতত্ত্বয়াণামিত্যর্থঃ॥ ৯০॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত্যাত্মক ত্রিবিধ লৌকিকভাব পরিত্যাগ করিবে। কারণ উক্ত ত্রিবিধ লৌকিকভাব বাস্তবিক আত্মাতে বিদ্যমান নাই, অত-এব উহা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় সর্ব্বথা পরিহার্য্য। অস্তিত্বাদি ভাবচতুষ্টয় শূন্য পরমার্থতত্ত্বই জ্ঞেয়। বাহ্যব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডিত্যমৌনাদি সাধন সকল অবশ্য আশ্রয় করিবে, অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিচিন্তনদ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর বিচারপূর্ব্বক দম্ভ, দর্প, অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া যুক্তিসহকারে শ্রুত্যর্থানুসন্ধানদ্বারা নিদিধ্যাসন করিবে এবং যাহাতে রাগদ্বেষাদি পরিপাক পায়, তাহাই করিতে হইবে। এই সকল কার্য্যই প্রথমতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের উপায় বলিয়া নিশ্চয় করিবে। ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে উক্ত কার্য্য সকল কেবল অবিদ্যার কল্পনা মাত্র। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু না হইয়া তৎসাধনানুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। অতএব রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় সংসারের অস্তিত্বজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থসত্য ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৯০॥

প্রকৃত্যাকাশবজ্জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা অনাদয়ঃ।
বিদ্যতে ন হি নানাত্বং তেষাং ক্বচন কিঞ্চন ॥ ৯১ ॥
আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সুনিশ্চিতাঃ।
যস্যৈবম্ভবতি ক্ষান্তিঃ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৯২ ॥

পরমার্থতস্তু প্রকৃত্যা স্বভাবত আকাশবদাকাশতুল্যাঃ সূক্ষ্মনিরঞ্জনসর্ব্বগতত্বে সর্ব্বে ধর্ম্মা আত্মনো জ্ঞেয়া মুমুক্ষুভিরনাদয়ো নিত্যাঃ। বহুবচনকৃতভেদাশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্নাহ। ক্বচন কিঞ্চন কিঞ্চিদণুমাত্রমপি তেষাং ন বিদ্যতে নানাত্বমিতি ॥ ৯১ ॥

জ্ঞেয়তাপি ধর্ম্মাণাং সংবৃত্যৈব ন পরমার্থত ইত্যাহ আদীতি। যস্মাদাদৌ বুদ্ধা আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব স্বভাবত এব। যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপঃ সবিতৈবং নিত্যবোধস্বরূপা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব আত্মানঃ। নচ তেষাং নিশ্চয়ঃ কর্ত্তব্যোঽনিত্য নিশ্চিত স্বরূপা ইত্যর্থঃ। ন সন্দিহ্যমানস্বরূপা এবং নৈবঞ্চেতি যস্য মুমুক্ষোরেবং যথোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বদা বোধনিশ্চয়নিরপেক্ষতা আত্মার্থং বা। যথা সবিতা নিত্যং প্রকাশান্তরনিরপেক্ষঃ স্বার্থং পরার্থঞ্চেত্যেবম্ভবতি। ক্ষান্তির্ব্বোধকর্ত্তব্যতানিরপেক্ষতা সর্ব্বদা স্বাত্মনি সোঽমৃতত্বায়ামৃতভাবায় কল্পতে। মোক্ষায় সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥৯২॥

ইতিপূর্ব্বে যে অস্তিত্বাদি ভাববর্জ্জিত পরমাত্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই সূক্ষ্ম নিরঞ্জন সর্ব্বগত পরমাত্মতত্ত্ব স্বভাবতঃ আকাশবৎ নিত্য; মুমুক্ষু ব্যক্তিরাই উহা জানিতে পারেন। কখন তাহার নানাত্ব হয় না ॥ ৯১ ॥

যেমন সূর্য্য স্বভাবতঃ প্রকাশস্বরূপ, সেইরূপ পরমাত্মা নিত্যবোধ স্বরূপ। বাস্তবিক তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, তিনি স্বয়ংই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। যেমন সূর্য্য স্বয়ংই প্রকাশিত হয়েন, তিনি কিছুই অপেক্ষা করেন না, সেইরূপ আত্মা স্বয়ং প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তির এইরূপ বোধেরকর্ত্তব্যতা নিশ্চিত আছে, সেইব্যক্তি মুক্তিপদ পাইতে পারে ॥ ৯২ ॥

আদিশান্তা হ্যনুৎপন্নাঃ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমাভিন্না অজং সাম্যং বিশারদম্ ॥ ৯৩ ॥
বৈশারদ্যন্তু বৈ নাস্তি ভেদে বিচরতাং সদা।
ভেদনিম্নাঃ পৃথগ্বাদাস্তস্মাত্তে কৃপণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯৪ ॥

তথা নাপি শান্তিকর্ত্তব্যাত্মনীত্যাহ। যস্মাদাদিশান্তা নিত্যমেব শান্তা অনুৎপন্না অজাশ্চ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ সুষ্ঠুপবস্বাভাবা নিত্যমুক্তস্বভাবা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমাশ্চাভিন্নাশ্চ সমাভিন্না অজং সাম্যং বিশারদং বিশুদ্ধমাত্মতত্ত্বং যস্মাত্তস্মাচ্ছান্তির্মোক্ষো বা নাস্তি কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ন হি নিত্যৈকস্বভাবস্য কৃতং কিঞ্চিদেব স্যাৎ ॥ ৯৩ ॥

যে যথোক্তপরমার্থতত্ত্বং প্রতিপন্নাস্তে এবাকৃপণা লোকে কৃপণাস্ত্বন্যে ইত্যাহ। যস্মাদ্ভেদনিম্না ভেদানুযায়িনঃ সংসারানুগা ইত্যর্থঃ। কে পৃথগ্বাদাঃ পৃথক নানা বস্ত্বিত্যেবং বদনং যেষাং তে পৃথগ্বাদাদ্বৈতিন ইত্যর্থঃ। তস্মাত্তে কৃপণাঃ ক্ষুদ্রাঃ স্মৃতা যস্মাদ্বৈশারদ্যং বিশুদ্ধির্নাস্তি তেষাম্ভেদে বিচরতাং দ্বৈতমার্গেঽবিদ্যাকল্পিতে সর্ব্বদা বর্ত্তমানানামিত্যর্থঃ। অতো যুক্তমেব তেষাং কার্পণ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

আত্মার শান্তিসাধনও কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু আত্মা নিত্যই শান্তিগুণসম্পন্ন, অতএব তাঁহার শান্তিসাধন নিষ্প্রয়োজন। সেই আত্মা অনুৎপন্ন, কখনও তাঁহার উৎপত্তি হয় না এবং স্বভাবতই আত্মা নিত্যমুক্তস্বভাব, অতএব তাঁহার সকল ধর্ম্মই তুল্য ও অভিন্ন। যেহেতু আত্মতত্ত্ব অজ, সাম্য এবং বিশুদ্ধস্বভাব; সুতরাং তাঁহার শান্তি বা মোক্ষ কিছুই হইতে পারে না। যে বস্তু নিত্য মুক্তস্বভাব, তাঁহার কর্ত্তব্য কিছুই নাই ॥ ৯৩ ॥

যাঁহারা যথোক্ত পরমার্থতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই অকৃপণ, তদ্ভিন্ন সমুদায়ই কৃপণ। যাহারা ভেদজ্ঞানে সংসারের অনুগমন করিয়া নানাপ্রকার বস্তু স্বীকার করে, সেই সকল দ্বৈতবাদীরা অতি ক্ষুদ্রাশয়। ভেদবাদিদিগের কদাচ অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি হয় না; সুতরাং তাহাদিগের কার্পণ্যই যুক্ত ॥ ৯৪ ॥

অজে সাম্যে তু যে কেচিদ্ভবিষ্যন্তি সুনিশ্চিতাঃ।
তে হি লোকে মহাজ্ঞানাস্তচ্চ লোকো ন গাহতে ॥ ৯৫ ॥
অজেপ্যজমসংক্রান্তং ধর্ম্মেষু জ্ঞানমিষ্যতে।
যতো ন ক্রমতে জ্ঞানমসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৬ ॥

যদিদং পরমার্থতত্ত্বমমহাত্মভিরপণ্ডিতৈর্ব্বেদান্তবহিষ্ঠৈঃ ক্ষুদ্রৈরল্পজ্ঞৈরনবগাহ্যমিত্যাহ। অজে সাম্যে পরমার্থতত্ত্বে এবমেবেতি যে কেচিৎ স্ত্র্যাদয়োঽপি সুনিশ্চিতা ভবিষ্যন্তি চেত্ত এব হি লোকে মহাজ্ঞানা নিরতিশয়তত্ত্ববিষয়কজ্ঞানা ইত্যর্থঃ। তচ্চ তেষাং বর্ত্ম তেষাং বিদিতং পরমার্থতত্ত্বং সামান্যবুদ্ধিরন্যো লোকো ন গাহতে নাবতরতি ন বিষয়ী করোতীত্যর্থঃ ॥ সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সর্ব্বভূতহিতস্য চ। দেবা মার্গেঽপি মুহ্যন্তি হ্যপদস্য পদৈষিণঃ ॥ শকুনীনামিবাকাশে গতির্নৈবোপলভ্যত ইত্যাদি স্মরণাৎ ॥ ৯৫ ॥

কথং মহাজ্ঞানত্বমিত্যাহ। অজেষ্বনুৎপন্নেষ্বচলেষু ধর্ম্মেষ্বাত্মস্বজমচলঞ্চ জ্ঞানমিষ্যতে সবিতরীবৌষ্ণ্যং প্রকাশশ্চ যতস্তস্মাদসংক্রান্তমর্থান্তরে জ্ঞানমজমিষ্যতে। যস্মান্ন ক্রমতেঽর্থান্তরে জ্ঞানন্তেন কারণেনাসঙ্গং তৎ কীর্ত্তিতমাকাশকল্পমিত্যুক্তম্ ॥ ৯৬ ॥

যাহারা অতিনীচাশয়, বেদান্তপরাঙ্মুখ, পণ্ডিতাভিমানী ও অল্পজ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা কদাচ পরমার্থতত্ত্ব জানিতে পারে না। ইহ লোকে যাঁহার অজ ও সাম্য পরমার্থতত্ত্ব নিশ্চিত হইয়াছে, তাঁহারাই মহাত্মা। যদি স্ত্রীগণও পরমার্থতত্ত্বে নিশ্চিত হইতে পারেন, তাহাহইলে তাঁহারাও ইহলোকে মহাত্মা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। যাঁহারা একমাত্র পরমার্থতত্ত্বস্বরূপ পন্থা আশ্রয় করেন, তাঁহারাই সেই পরমার্থতত্ত্ব জানিতে পারেন, সামান্যবুদ্ধি বিষয়াশক্তচিত্ত ব্যক্তি কখন তাহা জানিতে পারে না। শাস্ত্রান্তর প্রমাণে জানা যায় যে, দেবগণও অগতির গতিস্বরূপ সর্ব্বভূতাত্ম সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষী পরমাত্মার পথে মোহিত হয়েন ॥ ৯৫ ॥

অচঞ্চল আত্মাতে যে জ্ঞান হয়, তাহাও অচঞ্চল, অর্থাৎ একবার আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে আর সেই জ্ঞানের অন্যথা হয় না। যেমন দিবা-

অণুমাত্রেঽপি বৈধর্ম্ম্যে জায়মানেঽবিপশ্চিতঃ।
অসঙ্গতা সদা নাস্তি কিমুতাবরণচ্যুতিঃ ॥ ৯৭ ॥
অলব্ধাবরণাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ।
আদৌ বুদ্ধাস্তথামুক্তা বুদ্ধ্যন্ত ইতি নায়কাঃ ॥ ৯৮ ॥

ইতোঽন্যেষাং বাদিনামণুমাত্রেঽল্পেঽপি বৈধর্ম্ম্যে বস্তুনি বহিরন্তর্ব্বা জায়মানে উৎপদ্যমনেঽবিপশ্চিতোঽবিবেকিনোঽসঙ্গতাঽসঙ্গত্বং সদা নাস্তি কিমু বক্তব্যমাবরণচ্যুতির্ব্বন্ধনাশো নাস্তীতি ॥ ৯৭ ॥

তেষামাবরণচ্যুতির্নাস্তীতি ব্রুবতাং স্বসিদ্ধান্তেঽভ্যুপগতং তর্হি ধর্ম্মাণামাবরণং নেত্যুচ্যতে। অলব্ধাবরণাঃ অলব্ধমপ্রাপ্তমাবরণমবিদ্যাদিবন্ধনং যেষাং তে ধর্ম্মা অলব্ধাবরণা বন্ধনরহিতা ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ স্বভাবশুদ্ধা আদৌ বুদ্ধাস্তথা মুক্তা যস্মান্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবাঃ। যদ্যেবং কথং তর্হি বুদ্ধ্যন্ত ইত্যুচ্যতে। নায়কাঃ স্বামিনঃ সমর্থা বোদ্ধং

করের উষ্ণতা ও প্রকাশ সেই সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না, সেইরূপ আত্মজ্ঞান বিষয়ান্তরে সংক্রান্ত হয় না। যেহেতু আত্মজ্ঞান অন্য বিষয়ে সংক্রান্ত হয় না, অতএব এইজ্ঞানকে অসঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৯৬ ॥

যদি অবিবেকিদিগের জ্ঞান কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যবিষয়ে আক্রান্ত হয়, তাহাহইলে তাহাদিগের সেই জ্ঞানকে অসঙ্গ জ্ঞান বলা যায়না এবং কখনও তাহাদিগের বন্ধনমুক্তি হইতে পারে না। যাহাদিগের জ্ঞান ক্ষণকালের জন্যেও যদি আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়েতে ধাবিত হয়, তাহাহইলে তাহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না ॥ ৯৭ ॥

যাঁহারা বলিয়া থাকেন, অবিবেকিদিগের সংসারের বন্ধন বিচ্যুতি হয় না। তাঁহারা আপনসিদ্ধান্তদ্বারাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মই অবিদ্যাজনিত, সংসারবন্ধনরহিত, স্বভাবতঃ শুদ্ধ এবং নিত্য বুদ্ধ মুক্তস্বভাব। যাহারা সেই ধর্ম্মের স্বামী, তাঁহারাই জানিতে পারেন যে, যেমন নিত্য প্রকাশস্বরূপ সূর্য্য সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং যেমন

ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্ম্মেষু তাপিনঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্‌বুদ্ধেন ভাষিতম্‌ ॥ ৯৯ ॥

বোধশক্তিমৎস্বভাবা ইত্যর্থঃ। যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপোঽপি সবিতা প্রকাশত ইত্যুচ্যতে যথা বা নিত্যনিবৃত্তগতয়োঽপি নিত্যমেব শৈলাস্তিষ্ঠন্তীত্যুচ্যতে তদ্বৎ ॥ ৯৮ ॥

যস্মান্ন হি ক্রমতে বুদ্ধস্য পরমার্থদর্শিনো জ্ঞানং বিষয়ান্তরেষু ধর্ম্মেষু ধর্ম্মসংস্থং সবিতরীব প্রভা। তাপিনঃ তাপোঽস্যাস্তীতি তাপী তস্য সন্তাপবতো নিরন্তরস্যাকাশকল্পস্যেত্যর্থঃ। পূজাবতো বা সর্ব্বে ধর্ম্মা আত্মনোঽপি তথা জ্ঞানবদেবাকাশকল্পত্বান্ন ক্রমন্তে কচিদপ্যর্থান্তর ইত্যর্থঃ। যদাদাবুপন্যস্তং জ্ঞানেনাকাশকল্পেনেত্যাদি তদিদমাকাশকল্পস্য তাপিনো বুদ্ধস্য তদনন্যত্বাদাকাশকল্পং জ্ঞানং ন ক্রমতে কচিদপ্যর্থান্তরে। তথা ধর্ম্মা ইতি আকাশমিবাচলমবিক্রিয়ং নিরবয়বং নিত্যমদ্বিতীয় মসঙ্গমদৃশ্যমগ্রাহ্যমশনায়াদ্যতীতং ব্রহ্মাত্মতত্ত্বম্‌। ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যত

স্থিতিশীল ও গমনশক্তি রহিত পর্ব্বত সদা অবস্থিতি করে। সেইরূপ আত্মা স্বয়ংই সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৯৮ ॥

পরমার্থদর্শী তত্ত্বজ্ঞানিদিগের জ্ঞান বিষয়ান্তরেতে সংক্রামিত হয় না। যেমন সূর্য্যের প্রভা সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন পদার্থ আশ্রয় করে না, সর্ব্বদা সূর্য্যেতেই থাকে, সেইরূপ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতেই থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পরমার্থজ্ঞান আকাশকল্প, অতএব সেই আকাশকল্প জ্ঞানের অন্য বিষয়ে অবকাশই হইতে পারে না; সুতরাং পরমার্থদর্শীর বিষয়ান্তরে আশক্তি হয় না, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। শ্রুতিপ্রমাণেও জানা যায় যে, ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব আকাশের ন্যায় অচল, অক্রিয়, নিরবয়ব, নিত্য, অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য এবং ক্ষুৎপিপাসাদির অতীত। যাঁহারা উক্তরূপ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই জ্ঞানের কদাচ বৈপরীত্য হয় না। পরমার্থতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান ইহাদিগেরও ভেদ থাকে না। কিন্তু বুদ্ধেরা ইহা স্বীকার করেন না ॥ ৯৯ ॥

দুর্দ্দর্শমতিগম্ভীরমজং সাম্যং বিশারদম্।
বুদ্ধা পদমনানাত্বং নমস্কুর্ম্মো যথা বলম্॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যকৃতা মাণ্ডূক্যো-
পনিষৎকারিকা সম্পূর্ণা।

ইতিশ্রুতেঃ। জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বমদ্বয়মেতন্ন বুদ্ধেন ভাষিতম্। যদ্যপি বাহ্যার্থনিরাকরণং জ্ঞানমাত্রকল্পনা চাদ্বয়বস্তুসামীপ্য-মুক্তম্। ইদন্তু পরমার্থতত্ত্বমদ্বৈতং বেদান্তেষ্বেব বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ॥ ৯৯॥

শাস্ত্রসমাপ্তৌ পরমার্থতত্ত্বস্তুত্যর্থং নমস্কার উচ্যতে। দুর্দ্দর্শং দুঃখেন দর্শনমস্যেতি দুর্দ্দর্শম্। অস্তিনাস্তীতি চতুষ্কোটিবর্জ্জিতত্বাৎ দুর্বিজ্ঞেয়-মিত্যর্থঃ। অত এবাতিগম্ভীরং দুঃপ্রবেশং মহাসমুদ্রবদকৃতপ্রজ্ঞৈঃ অজং সাম্যং বিশারদম্। ঈদৃক্ পদমনানাত্বং নানাত্ববর্জ্জিতং বুদ্ধা অবগম্য তদ্ভূতাঃ সন্তো নমস্কুর্ম্মস্তস্মৈ পদায়। অব্যবহার্য্যমপি ব্যবহারগোচর-মাপাদ্য বলং যথা শক্তীত্যর্থঃ॥ ১০০॥

অজমপি জনিয়োগং প্রাপদৈশ্বর্য্যয়োগা-
দগতি চ গতিমত্তাম্প্রাপদেকং হ্যনেকম্।
বিবিধবিষয়ধর্ম্মগ্রাহি—মুগ্ধেক্ষণানাং
প্রণতভয়বিহন্তৃব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি॥ ১॥
প্রজ্ঞাবৈশাখবেধক্ষুভিতজলনিধের্ব্বেদনাম্নোঽন্তরস্থং
ভূতান্যালোক্য মগ্নান্যবিরতজননগ্রাহঘোরে সমুদ্রে।
কারুণ্যাদুদ্দধারামৃতমিদমমরৈর্দুর্লভং ভূতহেতো-
র্যস্তংপূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোঽস্মি॥ ২॥

শাস্ত্রসমাপ্তিতে পরমার্থতত্ত্বের নমস্কার কর্ত্তব্য বিবেচনায় নমস্কারপূর্ব্বক স্তব করিতেছেন।—পরমার্থতত্ত্বকে দুর্দ্দর্শ, অস্তিনাস্তি ইত্যাদি ভাবচতুষ্টয়-বর্জ্জিত, অতিদুর্বিজ্ঞেয়, অতিগম্ভীর অর্থাৎ মহাসমুদ্রের ন্যায় অকৃতপ্রজ্ঞ-

যৎপ্রাজ্ঞালোকভাসা প্রতিহতিমগমৎ স্বান্তমোহান্ধকারো
মজ্জোন্মজ্জচ্চ ঘোরে হ্যসকৃদুপজনোদন্বতি ত্রাসনে মে।
যৎপাদাবাশ্রিতানাং শ্রুতিশমবিনয়প্রাপ্তিরগ্র্যাহ্যমোঘা
তৎপাদৌ পাবনীয়ৌ তদ্ভয়বিনুদৌ সর্ব্বভাবৈর্নমস্যৌ ॥
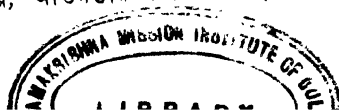
ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতাবাগমশাস্ত্রবিবরণে অলাত শান্ত্যাখ্যং
চতুর্থপ্রকরণং সমাপ্তম্ ॥ ৪ ॥

গের তুল্যপ্রবেশ্য, অজ, সাম্য, বিশুদ্ধ ও নানাত্ববিহীন জানিয়া যথাশক্তি
তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১০০ ॥

শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যকৃত মাণ্ডূক্যোপনিষৎকারিকার
ভাবার্থ সম্পূর্ণ ॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডূক্যোপনিষৎ
সমাপ্ত ॥ ৪ ॥